



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

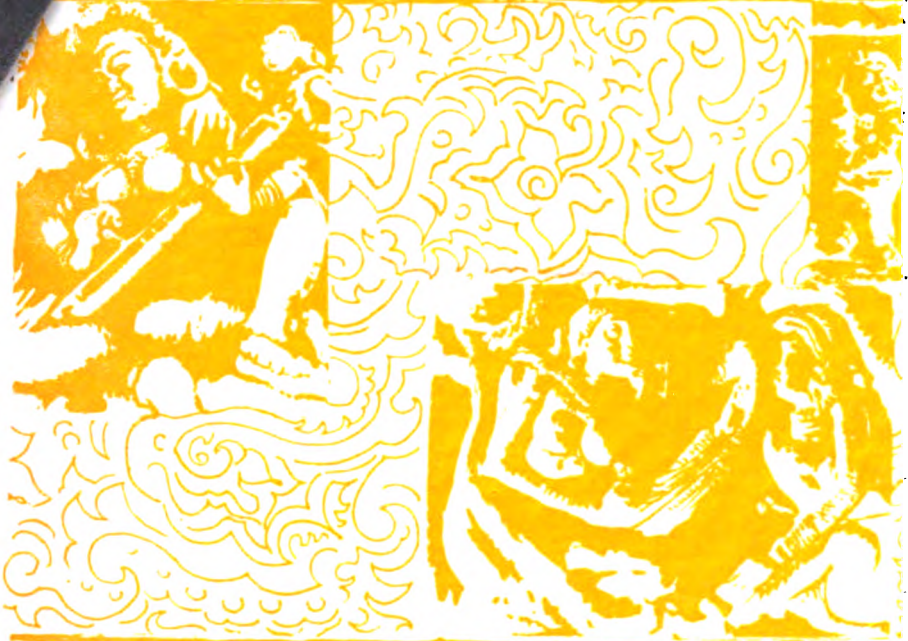
# यत्नाकाष

UC-NRLF



B 3 516 359

# श्रीविद्यासाधन षष्ठी







# যন্ত্র কোষ

[ প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় এবং অত্র  
দেশীয় সঙ্গীত যন্ত্রসমূহের অভিধান ]

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

( সত্ৰাট সেন সম্পাদিত )

শমিলা প্রকাশনী ১৩, কলকাতা-৭০০০০৯

52348787

প্রকাশক :

দৌমেঙ্গমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শমিলা প্রকাশনী

১৩, কলেজ রো

কলিকাতা-২

প্রথম শমিলা সংস্করণ: ১৯৬৩

MUSIC LIBRARY  
UNIVERSITY  
OF CALIFORNIA  
BERKELEY

প্রচ্ছদচিত্র : শ্রীকৃষ্ণেন সেন

মূল্য : ২৫'০০

মুদ্রক :

অন্নপূর্ণা পাল

শ্রীচূর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৩, রমাশ্রমাদ রাস্তা লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

# YANTRA KOSHA

OR

A TREASURY OF THE MUSICAL INSTRUMENTS  
OF ANCIENT AND OF MODERN INDIA,  
AND OF VARIOUS OTHER  
COUNTRIES.

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE,

*President, Bengal Music School.*



Calcutta:

1875

[ *All rights reserved.* ]





TO  
H. WOODROW, Esq. M. A.  
Offg. Director of Public Instruction, Bengal  
THIS BOOK IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED  
By  
THE AUTHOR



## ভূমিকা

যন্ত্রকোষ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় এবং অন্তর্ভুক্তদেশীয় সঙ্গীতযন্ত্র-সমূহের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মূল ও পরিশিষ্ট, এই দুই ভাগে বিভক্ত। মূলে কেবল ভারতবর্ষীয় যন্ত্রাবলীর বিস্তারিত ইতিহাস এবং পরিশিষ্টে অপরাপর দেশের যন্ত্রবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষেরও কোন কোন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষীয় যন্ত্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত দেশীয় যন্ত্রের উদ্ভব, অবয়ব, নাম ইত্যাদি নানা সংস্কৃত, পারশ্ব এবং ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যে পরস্পর মিলাইয়া, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে ক্রটি করি নাই। কিন্তু জানি না, এই কোষ আমার ভাগ্যক্রমে স্বার্থ যন্ত্ররূপ মহাধন দ্বারা পূরিত অথবা কেবল যন্ত্রকোষ এই বৃথা নামমাত্রেই আখ্যাত হইল, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পূজ্যপাশ সঙ্গীতাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা

পাণ্ডুরিয়াঘাটা

১লা পৌষ, ১৯০২

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর



শতাব্দিক বংসরের পুরানো ভারতীয় এবং ভারতে ব্যবহৃত বাস্তবত্বের বই, জ্ঞানী ও বিজ্ঞাৎসাহী শ্রেয়শ্রীশ্যামোহন ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'বস্তকোষ' পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পুস্তকটি এক কথায় অমূল্য বলা চলে, যদিও বাস্তবত্বগুলির এ যুগে প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়নে সংশয় থাকতে পারে। কারণ এমন অনেকগুলি বাস্তবত্বের ছবি এবং বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া বাবে যেগুলি অতি প্রাচীন, দীর্ঘদিনের অব্যবহারে অথবা বহু-ব্যবহারে যুগোৎসর্গী নয় এবং তত, শুষ্ক, আনন্দ বা ঘন জাতীয় বস্তবত্বগুলির সংখ্যাধিকার তুলনায় বৈচিত্র্য উৎপাদনে সীমিত সামর্থ্য। অতএব বৃহৎ একটা প্রয়োজনীয় নয়।

কিন্তু এই বস্তকোষে উদ্ধৃত বাস্তবত্বগুলির নাম, আকৃতি ও বিবরণ, অধেষণ, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং রূপদানে যে বৈদগ্ধ, ষথাসম্ভব নিভুল বিবৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি গ্রন্থকার করেছেন তা যে কোনো যুগে, যে কোনো সময়ে, উচ্চ-প্রশংসার দাবী রাখে। বাস্তবত্ব উদ্ভাবনে, সঙ্গীত উপলব্ধি তথা ক্রিয়াশিল্প শিল্প ও দৌন্দর্ঘ্যবোধ এবং সজ্জ সজ্জ কাঠ, চর্ম, লৌহবস্ত, অস্ত্র, গজদন্ত ইত্যাদি বিষয়ে ক্রিয়াশিল্পতা উচ্চমানের দক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়। বহু প্রাচীন যুগে উদ্ভাবিত বহু বাস্তবত্ব সৃষ্টির অনেক পরেও প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে। সৈদিক দিয়ে অনেকটা ঐতিহাসিক তথ্যের সাক্ষ্য এই পুস্তক দেয় এবং আজও এই বই অধ্যয়নের মূল্য আছে, আনন্দ আছে। তত, শুষ্ক, আনন্দ, ঘন, সমস্তগুলির ব্যবহার ও বাদনকৌশল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে পরিবর্তনগুলি সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের নানা আবিষ্কারের পরিচয় বহিয়া আনে।

প্রকাশক এই বইটি প্রকাশের অল্প সমস্ত গ্রাহকের ধন্যবাদার্থ।

শ্রীশ্যামোহন ঠাকুর



শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

## শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৩০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন কলকাতা প্রাণুঝিরা-ঘাটার। মৃত্যু ৫. ৬. ১৯১৪। পিতা হরকুমার ঠাকুর।

শৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে পড়বার সময় বাংলা ও ইংরেজি সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতগুরু ছিলেন লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও কেশবমোহন গোস্বামী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাহিত্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন এবং পরে 'মালকায়িমিত্র'-এর একটি বঙ্গানুবাদের প্রকাশ করেন।

বাল্যের এই অংকুর পরবর্তীকালে মহীন্দ্রহের আকার ধারণ করে। তাঁর কর্মধারার মধ্যে হিন্দুসংগীতের পুনরুদ্ধার ও তাঁর বহুল প্রচার অন্যতম। তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন হিন্দুসংগীতকে সম্বহিমায় কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এজন্য তিনি ইংরেজি সংগীত এবং আধুনিক সংগীত বিষয়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করে হিন্দুসংগীতশিক্ষার উপযোগী করে বহু গ্রন্থ প্রচার করেছেন। তাঁর সেই রত্নখানি উদ্ধারের অপেক্ষায় আছি।

ইদানিং সংগীত বিষয়ে বক্তৃতা দিওয়া সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কে এই ধরনের বক্তৃতার প্রথম পুরুষ সে বিষয়ে কারো বিশেষ জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। ১৮৭১ খ্রীঃ হিন্দুমেলায় উৎসবে সংগীত বিষয়ে শৌরীন্দ্রমোহন প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রকাশ সভায় বাংলায় সংগীত-আলোচনার তিনিই পথপ্রদর্শক।

আজকের সংখ্যাভীত সংগীত শিক্ষায়তনগুলির মিকে ত্রাকালে ডাবাই যার না এর মূলে কোন্ ব্যক্তির প্রচেষ্টা বিদ্যমান? শৌরীন্দ্রমোহন এ ক্ষেত্রেও অগ্রণী পুরুষ। তিনি আগস্ট ১৮৭১ খ্রীঃ 'বঙ্গসংগীত বিদ্যালয়' এবং আগস্ট ১৮৮১ খ্রীঃ 'Bengal Academy of Music' প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর এই নিরলস সংগীত-সাধনা-ও-পোষণার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব মিউজিক' হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ স্কিন্ডলেটকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই উপাধি পান। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন।



উপাধি ও সম্মান তিনি লাভ করেছেন প্রচুর। পারস্যের শাহ তাঁকে 'নবাব শাহজাদা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ইউরোপের বহু রাষ্ট্র তাঁকে 'রাষ্ট্রীয় সম্মান' দানে অভিষিক্ত করেছেন। বিদেশ এত মান দিলেও স্বদেশ কিন্তু পিছিয়ে ছিল না। তিনি আগেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও জাটস অব পীস ছিলেন। ১৮৮০ খ্রী: 'সি. আই. ই.' এবং 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। ১৮৮৪ খ্রী: বাঙালীদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম 'Knightachelor of the United Kingdom' উপাধি পেয়েছেন।

শৌরীন্দ্রমোহন সংগীত ব্যতীত নাটক-রচনার ক্ষেত্রেও লেখনী চালনা করেছেন। তাঁর রচিত 'রসাবিহার' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১২. ২. ১৮৮১ খ্রী: পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে। তিনি 'মুক্তাবলী' নামে আর-একখানি নাটক লিখেছিলেন।

তাঁর চরিত্রের আরও একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি। বিদ্যালয়িক প্রসারকল্পে ও জনহিতকর নানা কাজে তাঁর দান অসংখ্য। বিদ্যালয়িক প্রসারের জন্য তিনি একাধিক কলেজ ও বিদ্যালয়কে আর্থিক সাহায্য করেছেন। তার মধ্যে সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি ও মাসিক সাহায্য-দান, বরিশালে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ভূমিদান যেমন আছে, তেমনি লেডি ডাকরিন হাসপাতাল ও অ্যালবার্ট ডিক্টর কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থদান। গঙ্গাসাগর দ্বীপে পিতার নামে পুষ্করিণী ও বরানগরে রাস্তা তৈরী তার মধ্যে পড়ে।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত গ্রন্থ: 'রসাবিহার' ও 'মুক্তাবলী' (নাটক), 'সংগীতসার-সংগ্রহ', 'জাতীয় সংগীত-বিষয়ক প্রস্তাব', 'বন্দুকেন্দ্রদীপিকা', 'মুদ্রক মঞ্জরী', 'ঐকতান', 'বন্দুকোষ' প্রভৃতি। সংকলন গ্রন্থ: 'মণিমালা'।

শৌরীন্দ্রমোহন নিজ ব্যয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করতেন এবং বিনামূল্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সংগীতাসুরগীদের বিতরণ করতেন। তাঁর সমস্ত গ্রন্থই ছুপ্রাপ্য। 'যন্ত্রকোষ' সেই বকম একটি ছুপ্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থ। সংগীতের ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকদের নিকট এই গ্রন্থের মূল্য অসীম, বন্দুকোষের ক্ষেত্রে ইহা একখানি আকর-গ্রন্থ।

তেলিনীপাড়া। হুগলী

সজ্ঞাট সেন

২৪. ৬. ৮৩

## সূচীপত্র

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
চতুর্বিধ ঘন্ত্র-বিবরণ	১

### প্রথম অধ্যায়—সঙ্গীত-যন্ত্র

মহতী বীণা ( বীণা বা বীণ )	৩
কচ্ছপী বা কচুয়া-সেতার	১৪
ত্রিভঙ্গী বীণা	১৮
কিন্নরী বীণা	১৯
রজনী বীণা	২০
রুদ্র বীণা বা রুবাব	২১
শায়দীয় বীণা বা শরদ	২৩
স্বরশৃঙ্গার বা স্বরশৃঙ্গার	২৫
স্বরবাহার	২৭
বিপক্ষী-বীণা	২৮
নাদেশ্বর বীণা	২৮
ভরত-বীণা	২৯
তুষুর বীণা বা তম্বুরা	২৯
কাহ্নন	৩২
প্রসারণী-বীণা	৪০
স্বরবীণা	৪২
মোচক	৪২
শারঙ্গী	৪৩
এস্‌বাব	৪৫
মাঘুরী বা তাম্বুল	৪৬
অলাবু-সারঙ্গী	৪৬
মীন-সারঙ্গী	৪৭

	প্রকরণ	পৃষ্ঠা
	স্বরসজ বা স্বরসৌ	৪৭
	সাবিন্দা	৪৮
	একতন্ত্রিকা বা একতারা	৫২
	আনন্দ-লহরী	৫০
	গোপীঘন্ত্র	৫০
	তন্তয়ন্ত্রের উৎপত্তি	৫১
	অধিরঘন্ত্র	৫৭
	বংশীজাতি	৫৮
	মুরলী	৫৯
	সরলবংশী	৬৩
	লয়বংশী	৬৩
	কাহ্নলজাতি	৬৪
	কলম	৬৪
	রৌশনচৌকী	৬৭
	মানাই	৬৫
	বেণু	৬৫
	শূক্ৰজাতি	৬৬
	বণশূক্ৰ	৬৭
	রামশূক্ৰ	৬৭
	তুরী	৬৭
	ভেরী	৬৭
	শঙ্খজাতি	৬৮
	ধ্বনলঘন্ত্র	৬৮
	তিল্কিরী	৬৮
	অধিরঘন্ত্র	৭০
	আনন্দঘন্ত্র	৭৪
	মৃদঙ্গ	৭৫
	টোলক	৭৭
	তবলা বা তল-মৃদঙ্গ	৭৮

অধিরঘন্ত্র  
অনন্দঘন্ত্র

	প্রাকরণ	পৃষ্ঠা
	ঢোল	৭৮
	ঢকা	৭৮
	কাড়া	৭৯
আনন্ড বস্ত্র	নাগরা	৭৯
	জগন্নাথ	৮০
	তামা	৮০
	দামামা	৮০
	টিকারা	৮০
	জোড়ঘাই	৮১
	ধোরদক	৮১
	ডমক	৮১
	আনন্ড বস্ত্র	৮২
	ঘনবস্ত্র	৮৩
	বহা বা বাঁজর	৮৪
	সপ্তশরাব	৮৫
ঘনবস্ত্র	নুপুর	৮৫
	ঘড়ি	৮৫

### দ্বিতীয় অধ্যায়—ঐকতান বাদন

হিন্দু ঐকতান-বাদন	৮৭
আসিরীয় ঐকতান-বাদন	৯২
মিহদৌর ঐকতান-বাদন	৯৩
পায়স্ত ঐকতান-বাদন	৯৪
মৈসর ঐকতান-বাদন	৯৫
পরিশিষ্ট	৯৬

## চিত্রসূচী

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
বীণা	৫
কচ্ছপী বা কচুয়া মেতার	১৫
ত্রিভঙ্গী বীণা	১৮
কিন্নরী বীণা	১৯
রজনী বীণা	২০
রক্তবীণা বা রবাব	২১
শারদীয় বীণা বা শরদ	২৩
মোচক	৪২
স্বরসঙ্গ বা স্বরসৌ	৪৭
সারিন্দা	৪৮
একতন্ত্রিকা বা একতারা	৪৯
আনন্দ-লহরী	৫০
গোপীঘঙ্গ	৫০

---

## ॥ যন্ত্রকোষ ॥

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে পূর্বকালাবধি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে, অপর কতকগুলি সঙ্গীত কুতূহলী মহাত্মাদের উৎসাহে অধুনা সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। হিন্দুরা ঐ যন্ত্র-সমূহকে প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—(১) তত, অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র তন্তু বা তারসংযোগে বাদিত হয়, যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সরোদ, দেওড়া (২) সারঙ্গী, রঞ্জনী, সারিন্দা, তম্বুরা, মীনসারঙ্গী, কানুন, সুরশৃঙ্গার, মোচল, একতারা, অলাবুসারঙ্গী, আনন্দলহরী, স্বরবীণা, গোপীযন্ত্র, এসরার ইত্যাদি। শুবির অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র বায়ুদ্বারা বাদিত হয়, যথা শঙ্খ, বংশী, বেণু, বুক্কা, আলগোজ্জা, গোগুম্ব, লয়বঁশী, রৌসনচৌকি, সানৈয়ী বা সানাই, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, তুরি, কলম, ভুবড়ি ইত্যাদি।

পূর্বে ভারতবর্ষে নাগবদ্ধ নামে এক প্রকার শুবির যন্ত্র ছিল, স্কটীস্ ব্যাগ্‌পাইপ তাহার অনুরূপ। আনন্দ অথবা বিতত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া বাদিত হয়, যেমন মৃদঙ্গ, খোল, তব্লা, ঢোলক, ঢোল, মর্দঙ্গ, খঞ্জনী, ঘুটুর, ডম্ফ, ডমরু, ছড়কা, ঢকা, জগবাম্প, চর্চরী, দারা, কাড়া, নাগরা, (৩) টিকারা, খামসা, খোরদক ইত্যাদি। ঘন অর্থাৎ লৌহ বা কাংস্য ইত্যাদি ধাতুনির্মিত যন্ত্রসমূহ, যেমন ঘণ্টা, বাঁঝর, কাঁসর, কাঁসি, খটতালী, খরতাল, মন্দিরা, সপ্তশরাব

(১) ততানব্ব শুবিরং ঘনমিতি চতুর্বিধং ।

ততং বীণাদিকং বাস্তমানব্দং মুরজাদিকং ।

বংশাদিকন্ত শুবিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং ॥ ইতি দামোদরে ।

(২) এই যন্ত্রটিকে আশামী ভাষায় থুটাতালী কহে ।

(৩) নগরে ঘোষিত হয় বলিয়া ইহার নাম নাগরা হইয়াছে ।

বা জলতরঙ্গ, ঘড়ী, রামধরতাল প্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও বহুবিধ যন্ত্র ছিল, সে সকলের এক্ষণে বড় প্রচলন নাই।

কথিত চতুর্বিধ যন্ত্রের মধ্যে তত যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—সভ্য ও গ্রাম্য ; তন্তিন্ন ত্রিবিধ যন্ত্র প্রত্যেকই আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সভ্যযন্ত্র (২), বাহির্দ্বারিক যন্ত্র (৩) এবং গ্রাম্যযন্ত্র (৪)। সভাতে যে সকল যন্ত্র সর্ব্বথা বাদিত হয়, সে সকলের নাম সভ্যযন্ত্র। সভ্যযন্ত্র আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—স্বতঃসিদ্ধ (৫) এবং অনুগত সিদ্ধ (৬)। যে সকল যন্ত্র গীত অথবা অণ্ড কোন যন্ত্রের অননুগত হইয়া বাজে, সেগুলির নাম স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র, যথা—বীণা, ত্রিতন্ত্রী বা সেতার, রবাব, সরোদ, রঞ্জনী, কামুন, সুরতরঙ্গ, স্বরবীণা, সুরশৃঙ্গার এই সমুদয় তার-যন্ত্রগুলিই স্বতঃসিদ্ধ-সভ্যযন্ত্রমধ্যে পরিগণিত। শুধিরযন্ত্রের মধ্যে এতদ্দেশে বংশী ব্যতীত অণ্ড কোন রূপ স্বতঃসিদ্ধ-সভ্যযন্ত্রের বড় ব্যবহার নাই। কথিত যন্ত্রসমূহের মধ্যে যে গুলির বহুপ্রচলন সেইগুলি ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইবে।

- 
- (২) Drawing room instruments.
  - (৩) Out door instruments.
  - (৪) Pastoral instruments,
  - (৫) Solo.
  - (৬) Accompanied.

## প্রথম অধ্যায়

### মহতী বীণা (১)

এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন ও সর্বযন্ত্রপ্রধান ; মহর্ষি নারদ-কর্তৃক ইহা প্রথম সৃষ্ট হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই যন্ত্র মনুষ্য-দেহের অনুকৃত ; মনুষ্যদেহের যেরূপ একটা মেরুদণ্ড আছে, ইহাতেও ঐ মেরুদণ্ডের পরিবর্তে একটা বংশদণ্ড থাকে। মনুষ্যদেহে তিনটি স্বর স্থানের মধ্যে নাভি এবং মস্তক এই দুইটাই যেমন প্রধান স্বরস্থান,

(১) প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র কর্তারা তারযন্ত্র মাত্রেয়ই প্রথমে সামান্যতঃ “বীণা” এই ব্যাপক আখ্যা নির্দেশ করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ আকার ও প্রকৃতি অনুসারে মহতী বীণা, রুদ্র বীণা, সারস্বত বীণা, রঞ্জনী বীণা, কচ্ছপী বীণা ও অরবীণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্য নামও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা মহতী বীণার বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং এস্থলে বীণা-সম্বন্ধে ঘাড়া কিছু বলিব, কুতূহলী পাঠকগণ তৎ সমুদয়ই মহতী বীণা-সম্বন্ধীয় জানিবেন। এই যন্ত্রটি ভারতবর্ষীয় সর্ব প্রকার বায়ু যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতম প্রাধান্য লাভ করিলেও যে, ইহার বাদক সংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইহার বাদন-ক্রিয়ার কাঠিন্য ও অতিরিক্ত পরিশ্রম-সাধ্যত্বই তাহার অধিতীয় কারণ ; তন্মত্রেই সঙ্গীত কুতূহলীদিগের মধ্যে অনেকেই অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ উক্ত যন্ত্র বাদনাভ্যাসে ষেরূপ পরিশ্রমের আবশ্যক, তদপেক্ষা অল্পায়াসে কচ্ছপী বীণা বাদনে সমধিক পটুতা জন্মিতে পারে এবং কচ্ছপী বীণাতেও প্রায় বীণার ষাবতীয় কার্যকৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বীণাবাদন এতদূর দুর্লভ ব্যাপার যে, এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে সঙ্গীতের এত অধিক চর্চা সত্ত্বেও আমরা নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তি মাত্র বীণাবাদকের নাম অবগত হইতে পারিয়াছি। যথা—জীবন সা, নিম্নাল সা, মহম্মদ আলি, নসির আহম্মদ, সঙ্কু খাঁ, গোলাপ খাঁ, গোলাম রহুল, করিম খাঁ, ওস্তাদজী লছমী প্রসাদ মিশ্র, কিরাজ



ইহাতেও তদনুযায়ী বংশদণ্ডের উভয়পাশে দুইটি অলাবু যোজিত থাকে। দেহের পরিমাণানুরূপে নাভিস্থান হইতে তারস্থান পর্য্যন্ত নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান রাখিবার সচরাচর বিধি আছে। নারদ-নির্মিত এই জাতীয় বীণাকে মহতী বীণা বলা যায়। এই বীণাতে সচরাচর তিনটি লোহের এবং চারটি পিত্তলের সাকল্যে সাতটি তার আবদ্ধ থাকে (১)। ঐ সাতটি তার সহজে বুঝাইবার জ্ঞান এক দুই করিয়া সাত পর্য্যন্ত চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে যথা—

দণ্ডং বংশময়ং কাস্তং বর্জুলং তুষ্মগুণকং ।

নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্নে কারয়েৎ ॥

তস্মিন্ দণ্ডে সপ্ত সংখ্যামোটনীং সন্নিদেশয়েৎ ।

দক্ষিণে বিশ্বসেদন্তং ক্ষুদ্রতন্ত্রীষয়ং ক্রমাৎ ॥

বৃক্ষবজ্রময়ী কার্ধ্যা মোটনী দণ্ডরঞ্জিকা ।

তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্বাং মোটনীঞ্চ শঠৈঃ শঠৈঃ ॥

অশ্বাস্তষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পূর্বাশ্চুরিভিঃ ।

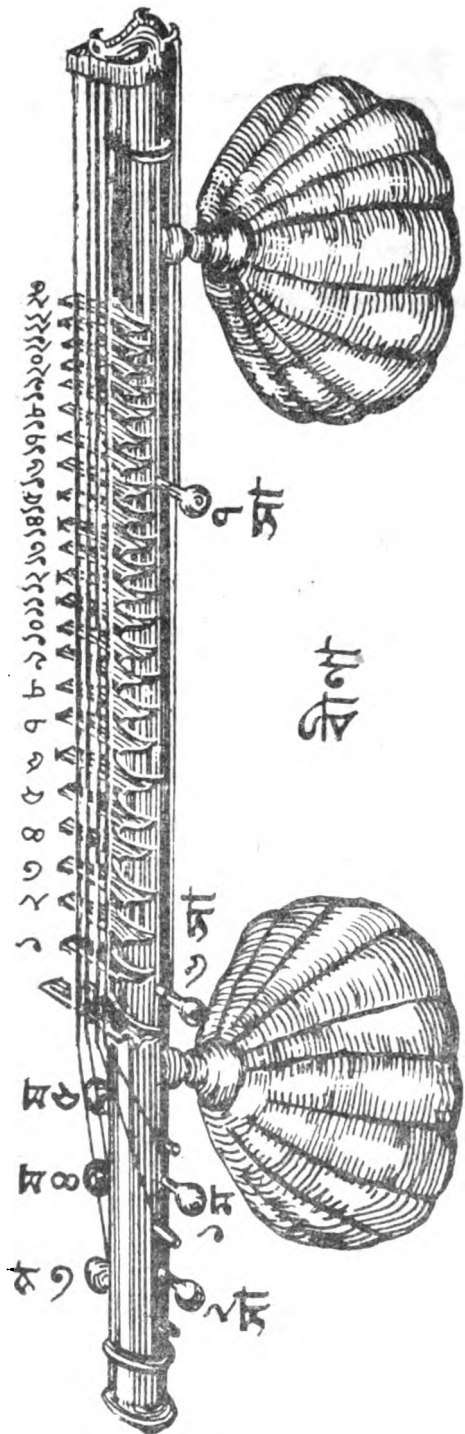
এতাস্ত্ভ তারবাদিন্ত্ৰস্তিষ্ঠন্তি পদিকোপরি ॥

মদনস্ত চ সিক্তশ্চ যোগেন সুদঢ়ীকৃতাঃ ।

মহত্যা নাম বীণয়া এতলক্ষণ মুচ্যতে ॥

ইতি কোহলীয়ে ॥

(১) এশিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালন পঞ্চম এডিশনের ২২৬ পৃষ্ঠায় সার উইলিয়াম জোস মহোদয় তাঁহার বীণা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন যে, প্রসিদ্ধ মুসলমান বৈশিকষয় পিয়ার খাঁ এবং জীবন সাহা তাঁহাদের বীণাতে দুইটি লোহ এবং পাঁচটি পিত্তল তার ব্যবহার করিতেন, পরন্তু অধুনাতনবৈশিকেরা তিনটি লোহ এবং চারটি পিত্তল তার ব্যবহার করিয়া থাকেন।



वीणा

सा

सा

२२ २१ २० १९ १८ १७ १६ १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ ८ ७ ६ ५ ४ ३ २ १

म

म

र

म

र

২ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

{ তা মু উ	আ
	আ
	ম    আ    নি    নি    নি

অতিরিক্ত রেখা

প    য    য

উপরি লিখিত একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটা উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায় এবং ঐটাকেই নায়কী-তার বলে। সার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় ঐ তারকে পিত্তল-তার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বরঞ্চ কুতূহলী পাঠক এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম ২২৬ পৃষ্ঠায় “আর” চিহ্নবিশিষ্ট তারটার প্রতি দৃষ্টি করিবেন। ঐটা আমাদের এক্ষণকার ব্যবহারগত নায়কীতার, তিনিও উহাকে নায়কীতার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সহিত ধাতুগতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মুচ্ছ’না এবং গমকাদি পিত্তলতারে সুন্দররূপে নিঃসারণ করিতে গেলে ক্রমশঃ ঐ তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুরভ্রষ্ট করে ও ছিন্ন হইয়া যায়। আমরা ঐ তারকে মধ্যম করিয়া বাঁধিয়া থাকি, তিনি স্বরগ্রাম বিভিন্নতায় উহাকে অগ্ৰবিধ নিয়মে বাঁধিবার বিধি করিয়াছেন, ইহার এবং অগ্ৰাণু তার বন্ধন বিভেদ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

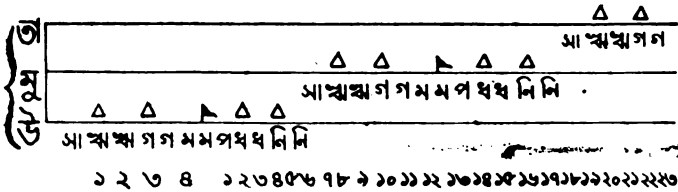
দুই চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল-তার উদারার ষড়্জ করিয়া বাঁধাই প্রসিদ্ধ, কথিত মহোদয় উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় ঐ দ্বিতীয় তারটা “এস্” চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন, আমাদের সহিত এইটার ধাতুগতভেদ কিছুই নাই, পরন্তু গ্রাম বিভেদ কল্পনা জনিত সুরবন্ধনগতভেদ লক্ষিত হয়। তিনচিহ্ন-বিশিষ্ট-তারটাও পিত্তলের ঐ তারটা অবলম্বিত উদারার নিম্নসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার আছে এবং সেই জগ্ৰ উহার সরলিপি অতিরিক্ত রেখাতে অর্থাৎ ( উদারা সপ্তক অপেক্ষা আরও নিম্ন সপ্তক সরলিপি করিতে গেলে আমাদের সঙ্গীতে অতীব

প্রয়োজনীয় উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটি সপ্তকের স্বরলিপি-  
 জ্ঞ যে তিনটি সরলরেখা নির্দিষ্ট আছে, ঐ তিনটি রেখা ব্যতীত অপর  
 একটি অতিরিক্ত রেখা ব্যবহার করিতে হয়, যেমন উপরে তত্বদাহরণ  
 লিখিত হইয়াছে) আর নিম্ন সপ্তক জ্ঞাপনজন্য ঐ সুরটীর মস্তকে  
 ( নি ) দেওয়া আছে। ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতে উদারা, মুদারা এবং  
 তারা এই তিনটি সপ্তক ব্যতীত নিম্ন সপ্তক কেবল সুরের সহযোগ  
 ব্যতীত অল্প বিষয়ে প্রায় ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।  
 সার উইলিয়াম্ জোন্স মহোদয় ঐ পিত্তলের তারটিকে “টী” চিহ্নে  
 চিহ্নিত করিয়াছেন এবং “এ” (১) অর্থাৎ ঐ তাকে ষড়্জ শব্দের সমান  
 অর্থ বোধক করিয়া উক্ত তারকে উহার বৈধত গ্রামের উদারা সপ্তকের  
 পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত এটাতেও গ্রাম-  
 ভেদ-জনিত সুরভেদ লক্ষিত হয়; আমরা উদারা সপ্তক হইতে  
 নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিয়া থাকি। তিনি উহাকে  
 মাসুরের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, কায়েই এই তারটী  
 বাঁধা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সপ্তক-  
 গতভেদও লক্ষিত হয়। চারি এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের তারদ্বয়  
 উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে। ছয়  
 এবং সাত-চিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটী লৌহনির্মিত, তন্মধ্যে প্রথমেটী  
 মুদারা সপ্তকের ষড়্জ এবং পরেরটী তারা সপ্তকের ষড়্জ করিয়া  
 বাঁধার নিয়ম আছে। সার উইলিয়াম্ জোন্স মহোদয় চারি-চিহ্ন-  
 বিশিষ্ট পিত্তলের তারটিকে “ইউ” এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের  
 তারটিকে “ভি” এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। কথিত কারণ  
 বশতঃ এই দুইটী তারদ্বয়েরও এক্ষণকার প্রচলিত বন্ধনরীতির সহিত

(১) “এ” কে ষড়্জের সমান অর্থ বোধক বুঝায় না, বৈধত এবং “এ”  
 এই দুইটী একার্থবোধক বটে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে, এই কারণ  
 বশতঃ মহোদয় সার উইলিয়াম্ জোন্সের সহিত গ্রামভেদ বন্ধন জনিত তার-  
 বন্ধনগত স্বরভেদ লক্ষিত হয়।

তাঁহার মতের অনৈক্য আছে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারদ্বয়কে তিনিও লৌহতার বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া প্রথমেই “পি” এবং শেষেরটী “কিউ” এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত মহোদয় গ্রামভেদবন্ধন কল্পনা করাতেই উক্ত তারদ্বয় অণুবিধ রীতিতে বাঁধা হইয়া থাকে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতারদ্বয়কে সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থকর্তারা ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা বলেন, সচরাচর যাহা পারস্ব ভাষায় চিকারি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহনির্মিত এবং দুইচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলনির্মিত তার ব্যতীত অপর পাঁচটা তারই সহযোগিতারূপে মাত্র সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বংশ-দণ্ডের উপরে স্বরস্থানে উনবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতি পর্যন্ত ইস্পাতাদিধাতুনির্মিত সারিকা দ্বারা জমাইত থাকে। এই যন্ত্রের সারিকা-বিজ্ঞানসম্বন্ধিত স্বর-গ্রামানুযায়িক, সচরাচর যে প্রকার স্বরগ্রাম প্রণালীকে হিন্দি-ভাষায় অচল ঠাট বলে এবং ইউরোপীয়েরা যাহাকে ক্রোমেটিক স্কেল বলেন। সারিকাবিজ্ঞানসম্বন্ধে সার উইলিয়াম জোন্স মহোদয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে। বীণায়ন্ত্র স্বন্ধে স্থাপিত এবং বামহস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত দক্ষিণহস্তের তর্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। এই দুইটা অঙ্গুলীই অঙ্গুলীত্র অর্থাৎ “মিজরাপ” দ্বারা বাদনকালে আবরণ রাখার রীতি আছে, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী সুরযোগ দিবার জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। আর পাঁচ-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারটীও সুরযোগ দিবার জ্ঞান বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী-যোগে কখন কখন ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অনামিকা অঙ্গুলীর প্রয়োজন প্রায় রেখা যায় না। নিম্নলিখিতনিয়মে সার্কিদিগপ্তক মাত্র বীণাতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

ছুইচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল তার খুলিয়া  
 একচিহ্নবিশিষ্ট কৌহ তার খুলিয়া



সার উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঊনবিংশতি খানি সারিকা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার মতানুযায়ী বীণায় উদারা সপ্তকের স্বরগ্রাম দ্বাদশ খানি বিকৃতসরোংপাদিকা সারিকা দ্বারা মণ্ডিত আছে। এটির সহিত আমাদের অধুনাতন প্রস্তাবিত বীণাটিরও উদারা-গ্রামের ঐক্য দেখা যায় ; সুদারা সপ্তকে কোমল নিষাদ পরিত্যাগে উক্ত মহাত্মা একাদশ খানি সারিকা দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কথিত বীণার স্বরগ্রামে সুদারা-গ্রামের কোমল নিষাদ অপরিত্যক্তরূপে ১২ খানি সারিকা দেওয়া আছে, সুতরাং এই সপ্তকের একখানি সারিকা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বীণায় ন্যূন আছে, তিনি তারা সপ্তকের ষড়্জ এবং প্রকৃত ঋষভ মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার বীণাতে পূর্ণ সাত্ব দ্বিসপ্তক পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের অধুনাতন প্রচলিত বীণাটিকে তারাসপ্তকের স্বরগ্রামে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার এবং

প্রকৃত গান্ধার এই তিনখানি সারিকা জেঙ্গল মহোদয়ের বীণার সারিকা অপেক্ষা অধিক আছে, সেই হেতু তাৎকালিক বীণাতে মুদারা সপ্তকের একখানি এবং তারা সপ্তকের তিন খানি সাকল্যে এই চারি খানি সারিকা অধুনাতন বীণা অপেক্ষা নূন প্রতিপন্ন হয়, ফলতঃ ইহাতে কার্যগত কোন বিশেষ হানি হইতে পারে না। উনবিংশতিখানি সারিকাবিশিষ্ট বীণাতে মুছানা দ্বারা অপর অতিরিক্ত সারিকা চারি খানির কার্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, সার্ উইলিয়ম্ জেঙ্গল মহোদয়ও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কথিত হইল সার্ উইলিয়ম্ জেঙ্গল মহোদয় এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বাঁলমে যেরূপ বীণায়ন্ত্রের তারবন্ধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই প্রণালীর সহিত আমাদের মতের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ এই, উক্ত মহোদয় স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্জকে ইটালীয় “লা” অথবা ইংরাজি “এ” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রাম আরম্ভক ষড়্জের সহিত স্বরগ্রাম আরম্ভক ইটালীয় “অট” অথবা ইংরাজি “সি”র সাদৃশ্য লিখিলে যুক্তিযুক্ত বোধ হইত, হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক অগ্নতর গ্রন্থকর্তা উইলার্ড সাহেবের সহিত সার্ উইলিয়ম্ জেঙ্গল মহোদয়ের মতবিরুদ্ধতায় আমাদের মতের সহিত বিশেষ ঐক্য দেখা যায়; বরঞ্চ সঙ্গীত কুতূহলী মহাশয়েরা উইলার্ড সাহেবের ট্রিটজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। আরও ষড়্জের সহিত “এ”র ঐক্য করিলে, হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়িক শ্রুতিগত বিশেষ দোষ স্পর্শে। “লা” অথবা “এ” যত্বপি চারি শ্রুতি বিশিষ্ট পূর্ণ ষড়্জ হয় (১) সুতরাং “লা”র পর স্বর ‘বি’ অর্থাৎ ইংরাজি “বি” আমাদের ঋষভ হইবে, এবং তাহার অব্যবহিত পর স্বর “অট” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” আমাদের গান্ধার হইবে, সংস্কৃত-

(১) চারিটা শ্রুতিবিশিষ্ট ষড়্জের বিষয় উইলার্ড সাহেবের ট্রিটজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতগ্রন্থকারেরা ঋষভ এবং গান্ধারের মধ্যে তিনটি ঋতিবিশিষ্ট পূর্ণ স্বরস্থান নির্ণয় করেন, কিন্তু ইটালীয় “বি” এবং “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “বি” এবং “সি” ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ইউরোপীয়সঙ্গীতগ্রন্থকর্তারা উহাকে অর্দ্ধস্বরস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে চারি ঋতিবিশিষ্ট ষড়্জকে “লা” অর্থাৎ ইংরাজি “এ” র সহিত একার্থ-বোধক করিলে ইটালীয় “বি” অথবা ইংরাজি “বি” অর্থাৎ সার্ উইলিয়ম জোন্স মহোদয় ( যাহাকে আমাদের ঋষভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন ) এবং “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” যেটা উক্ত মহোদয়ের মতে আমাদের গান্ধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইটালীয় “বি” অথবা অর্দ্ধস্বর-স্থান-বিশিষ্ট ইংরাজি “বি” র সহিত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতে পূর্ণ স্বরস্থান বিশিষ্ট ঋষভকে একার্থ প্রতিপাদক করিলে যে কতদূর ঋতিতুষ্টি হয়, তাহা উইলার্ড সাহেবের ২৯ পৃষ্ঠায় ঋতিবিবেক-প্রণালী কুতুহলী পাঠক দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ “অট্” অর্থাৎ ইংরাজি “সি” হইতে ষড়্জাদির আরম্ভ করিলে আমাদের মতে ঋতিগত এবং যুক্তিগত কোন দোষই স্পর্শে না, উইলার্ড সাহেবও এ বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন।

পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর
হি ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
ই অট্	রি	মি	ফা	সো	লা	ষি
ইং সি	ডি	ই	এফ	জি	এ	বি

ইউরোপীয়েরা যে যে স্বরমধ্যস্থানকে পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে যেরূপ (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের দেশেও ঋতিগত তদনুযায়িকস্বরস্থানের পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও ইহার প্রমাণ জন্ম বলিতেছি যে, পিয়ানো যন্ত্রে সন্নিহিত দুইটা কৃষ্ণসারিকার অব্যবহিত পূর্বে যে ষেত-



সারিকা আছে, সেই শ্বেতসারিকাটা হইতে-সি, ডি, ই, এফ, জি, এ, বি, অথবা ইটালীয় অর্ট, রি, মি, ফা, সো, লা, সি ইত্যাদি সাতটা সুরের ক্রমাগত নাম উল্লেখ করিয়া অরিচ্ছেদে পর সপ্তকের “সি” অথবা “অর্ট” পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইলে একটাও কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় না লইয়া যেমন একটা ইংরাজি (Diatonic) ডায়টনিক স্কেল সুসম্পাদিত করে, তদ্রূপ ঐ কথিত “সি” অথবা “অর্ট” নামক শ্বেতসারিকা হইতে যতপি আবার আমাদের ষড়্জ ইত্যাদি সাতটা সুর কথিত সারিকায় সারিকায় নাম উচ্চারণ করত যথাক্রমে পর সপ্তকের “সি” পর্য্যন্ত গণনা করা যায়, তাহা হইলে আমাদের ও প্রকৃত স্বরগ্রাম কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় ব্যতীত বিনা শ্রুতিদৃষ্টতায় সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অগতঃ শ্বেতসারিকা “এ” অথবা “অর্ট” হইতে ষড়্জাদির নাম উল্লেখে কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় বিনা কথিত পর সপ্তকের এ পর্য্যন্ত গণনা করিলে সঙ্গীত কুতূহলী মহোদয় শুনিবেন যে প্রকৃত স্বরগ্রাম শ্রুতির নৃনানাধিক্য-জনিত শ্রবণদৃষ্ট হইবেই হইবে। ইটালীয় “অর্ট”, ইংরাজি “সি” এবং আমাদের ষড়্জ এই তিনই একার্থ প্রতিপাদক তাহাতে সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ ইটালীয় “ল” ইংরাজি “এ” এবং আমাদের ধৈবত, কখনই ষড়্জ বোধক নহে।

বীণার স্বর অতীব মধুর, সুতরাং সুশ্রাব্য। পিয়ানো প্রভৃতি ইউরোপীয় যন্ত্রে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয় তাহার অধিক ভাগই বীণায় নিষ্পাদিত হইতে পারে। বরঞ্চ মূর্চ্ছনা, কৃশ্তন প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্গীতোপযোগী উৎকট উৎকট কার্য যাহা এই যন্ত্রে সুচারুরূপে সহজে প্রতিপন্ন হয়, সে সমুদয় কার্য ইউরোপীয় যন্ত্রে অতীব দুঃসাধ্য। বীণার বাদন-পারিপাট্য, মধুরতা এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে উইলার্ড এবং সার্ উইলিয়াম্ জোনস প্রভৃতি হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ অত্যুৎকৃষ্ট পিয়ানোর সহিত তুল্যতা স্থাপন করেন। ইংরাজি সংস্কৃত অভিধানকর্তা মণিয়র উইলিয়ামস্ সাহেব ইউরোপীয় “লায়ার যন্ত্র” এবং বীণা এই উভয় যন্ত্রকে এক জাতীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের

বীণাতে যেমন সাতটি তার আবদ্ধ থাকে, প্রাচীন গ্রীকজাতীয় লায়ার যন্ত্রেও সেইরূপ সাতটি তার আবদ্ধ থাকিত। গ্রীক এবং রোমীয়দের পুরাবৃত্তকর্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীকজাতিরা যখন “লায়ার” এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, তাহার পূর্বেও এশিয়াস্থ নানা দেশে এবং দিশরে লায়ার প্রভৃতি যন্ত্রের বহু প্রচলন ছিল, কিছুকাল পরে গ্রীকজাতিরা “লায়ারের” উৎকর্ষতা দর্শনে গ্রীসদেশে প্রথমে উহা আনয়ন করেন। এতদ্বিষয়ের পোষকতা হকিন্ সাহেব, বার্ণি সাহেব এবং কার্লেন্‌জেল্ সাহেব-কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে ভূরি প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বীণা যে অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষে যে ইহার প্রথম জন্মস্থান তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে দেশভেদে অবয়ব-ভেদ এবং নাম-ভেদ হইয়া থাকিবে এইমাত্র। সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্তারা নানা জাতীয় বীণার নাম লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে বল্লরী নামে এক জাতীয় বীণা পূর্বে ভারতবর্ষে বিদ্যমান প্রচলিত ছিল, মণিয়র উইলিয়ম্ সাহেব তাহাকে “হার্প” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হার্প যন্ত্র ব্রহ্মদেশে “শন্” এবং চীন দেশে “কৌণ্” বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইজিপ্ট দেশে বীণাকে “বেণ্” বলিয়া ব্যবহার করিত। “বীণ” এবং “বেণ্” এই দুইটি নামে কতক অংশে শব্দগত ঐক্য দেখা যাইতেছে। “বল্লরী” এবং “হার্প” একবিধ যন্ত্র নাই হউক, বস্তুতঃ “হার্প” “বল্লরী”র অনুকৃত যন্ত্র বটে, বোধ করি এ বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ করিতে না পারেন।

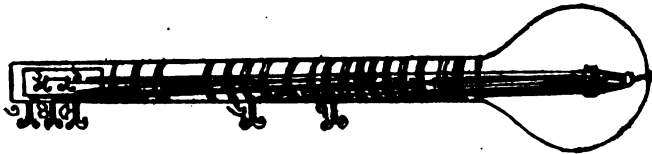
## সংখ্যা ২

### কচ্ছপী বা কচুয়া সেতার

আমাদের দেশে কচ্ছপী নামক অপর একবিধ বীণার বহু প্রচলন আছে, অধুনাতন লোকেরা তাহাকে “কচুয়া সেতার” বলিয়া ব্যবহার করেন। “সেতার” এই শব্দটী পারসিক ভাষা ; খ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে পাঠান বংশীয় রাজা গয়েস্ উদ্দিন্ বুল্বানের রাজত্বকালে আমীর খসরু নামে যে বিখ্যাত কবিপ্রধান রাজসভাসদ্ মধ্যে পরিগণিত ছিলেন তিনিই কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রী ইত্যাদি বীণাকে সামান্ততঃ “সেতার” এই আখ্যা প্রদান করেন। বস্তুতঃ ত্রিতন্ত্রী নামের সহিত “সেতার” এই সংজ্ঞার অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, যেহেতু পারস্য-ভাষায়, “সে” শব্দে তিন বুঝায়, সুতরাং “সে—তার” আর “ত্রি-ত্রন্ত্রী” উভয়েই একার্থবাচক অর্থাৎ তিন তারবিশিষ্ট যন্ত্র। ত্রিতন্ত্রী বীণার আকারও প্রায় কচ্ছপী বীণার মত, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, কচ্ছপী বীণার খোলটী অলাবুনির্মিত এবং তাহাতে পাঁচ হইতে সাতটী পর্য্যন্ত তার আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর খোল প্রায়ই কাষ্ঠ-নির্মিত (১), আর তাহাতে তিনের অধিক তার দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাই হউক, এখানে কচ্ছপীজাতীয় ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি যন্ত্রমাত্রই প্রায় “সেতার” এই নামে প্রচলিত হইয়াছে। কচ্ছপী বীণার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের স্থায় চেষ্টা বলিয়াই ইহাকে কচ্ছপী বা কুম্বী বীণা বলে। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য সচরাচর প্রায় চারি ফুটই হইয়া থাকে। তবে বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহার নূনাতিরেকও করিয়া থাকেন, কিন্তু রাগ বাজাইবার কচ্ছপী আকারে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক, তাহা না হইলে আলাপের সময় মুর্ছনা-কৌশল সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইতে

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংখ্যক ধ্বজে দ্রষ্টব্য

পারে না। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য চারি ফুট হইলে তাহার পশ্চী হইতে পাঁচ ইঞ্চি উর্ধ্বে তন্ত্রাসন এবং তিন ফুট পাঁচ ইঞ্চি উর্ধ্বে আড়ি সন্নিবেশিত করা কর্তব্য। পরিমাণে চারি ফুটের নূনাধিক হইলে ইহারই সমানুপাত অনুসারে তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপিত করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা কচ্ছপী বীণাকেই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর হাতের যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ; আমাদেরই বর্ণ্যমান কচ্ছপী বীণাটীতে যে সাতটা তার আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে চারটা লৌহের এবং তিনটা পিত্তলের। যথা—



লৌ পি পি লৌ পি লৌ লৌ  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

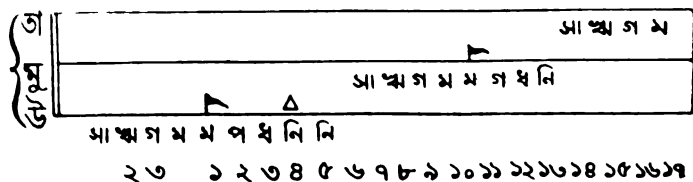
তা মু উ						
				সা	প	
	ম	সা	সা	প		

নিম্নঅতিরিক্ত রেখা

সা

একচিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহ তারটীকে নায়কী অথবা প্রধান তার বলে। নায়কী তারটী লৌহনির্মিত, সুতরাং অতি দৃঢ় বলিয়া বাদনকালে ইহারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তারটী সচরাচর উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায়। দুই ও তিনচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল তারদ্বয় উদারা সপ্তকের ষড়্জ, চারিচিহ্নবিশিষ্ট লৌহতারটী উদারার পঞ্চম, পাঁচচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলতার নিম্নসপ্তকের ষড়্জ, ছয়-বিশিষ্ট লৌহতার মুদারার ষড়্জ ও সাতচিহ্নবিশিষ্ট লৌহতারটী মুদারার পঞ্চম করিয়া বাঁধার রীতি আছে। ছয় ও সাত চিহ্নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তারদ্বয় কচ্ছপী যন্ত্রের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে, ঐ দুইটা তারকে সচরাচর ‘ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা’ বা ‘চিকারি’ বলে। নায়কী ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার

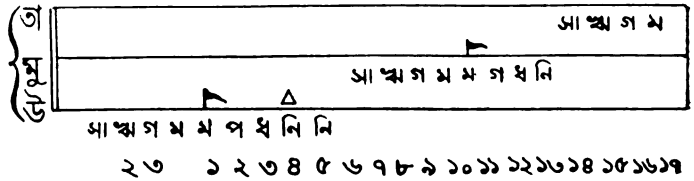
ব্যতীত অপর কয়েকটা তার কেবল সুরযোগ দিবার ক্ষমতা ব্যবহৃত । তবে ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ কারুপিকের। ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা ভিন্ন অবশিষ্ট গুলিতে বামহস্তের অঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন সংযোগাদি নানাবিধ স্বরকৌশল দর্শাইয়া থাকেন। ইচ্ছা করি কচ্ছপী বীণাতেও ইউরোপীয় গিটার যন্ত্রের স্থায় দুই তিনটা একত্র ধ্বনিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীত একরূপ স্বীতির বড় একটা ব্যবহার নাই। কচ্ছপী বীণার কার্ণদে উপরে সতরণানি লৌহাদি ধাতুনির্মিত সারিকা তন্তুদ্বারা আঁধাকে এবং তাহাতে সার্ক্‌সিসপ্তকমাত্র স্বর প্রতিপন্ন করা যায়। কচ্ছপী এতৎসম্বন্ধে মহতী বীণার সহিত প্রায়ই তুল্য! তবে তাহার সারিকাবিন্যাস বিকৃতস্বরগ্রামামুযায়িক, আর ইহার সারিকাগুণী কেবল ব্যবহারগত তীব্রমধ্যম ও কোমল নিষাদযোগে প্রকৃত স্বরগ্রামামুসারে বিজ্ঞস্ত, এইমাত্র বিশেষ। যথা—



কচ্ছপী যন্ত্র বাদনকালে তাহার পশ্চাত্তাগ বাদকের সম্মুখে স্থাপন-গূর্ধক অলাবুটির পার্শ্বদিক্ দক্ষিণহস্তের কজ্জী সহকারে চাপিয়া, দাণ্ডাটা বামহস্তে আলগোছা ঠেঁষ রাখিয়া ধরিতে হয়। পরে স্বরস্থানস্থ প্রেতি সারিকায় বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাস্ত্রলিকে তারের উপর সঞ্চালিত করত দক্ষিণ হস্তের মূজাপাবৃত তর্জ্জনী দ্বারা সারিকাসূত্র প্রেদেশে সেই তারের উপর আঘাত দিলে উল্লিখিত সার্ক্‌সিসপ্তক উক্তরূপে প্রকাশ পাইবে। কচ্ছপী বীণার ধ্বনি বিষয়ে মহতী বীণার সহিত অনেকাংশে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়; মহতী বীণাতে যে সকল উৎকট উৎকট কার্য অধিক আয়াসে

সম্পাদিত হয়, কচ্চপী বীণাতে তৎসমুদয় কার্য্য অতি সহজে, অল্প  
পরিশ্রমে এবং সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। গ্রীক্ এবং রোমান্  
জাতীয় পুরাবৃত্তবিষয়ক অভিধানকর্তা উইলিয়ম্ স্মিথ সাহেবের মতে  
লাইয়ার, টেস্টাডো ও কচ্চপী এই তিনই একজাতীয় যন্ত্র। অধুনাতন  
ইউরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিত কচ্চপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত  
হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া-প্রণেতা রিজ্ সাহেব বলেন, কচ্চপী হইতেই  
গীটারের উৎপত্তি। ফুল অব্ ইউানভর্সেল্ মিউজিক্‌গ্রন্থকার ডাক্তার  
এডলফ মার্কস সাহেবের মতে গীটার কচ্চপীর অবয়বভেদমাত্র, জর্মান্  
জাতীয়েরা তাহাকে জিতার বলিয়া ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ কচ্চপী  
বাণা সামান্যের 'সেতার' এই নাম ভারতবর্ষে আমীর ২২শ্চর দিবার  
অনেক পূর্বে অগ্ন্যাণ্ড দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র ঐ নামেই প্রচলিত ছিল।  
বুটানিকা-কর্তা বলেন যে, আরবদেশ হইতেই কচ্চপী অবয়বভেদে  
গীটার নামে বিখ্যাত হয়। অতি প্রাচীনকালে যখন পারসিকদিগের  
সহিত ভারতবর্ষীয় দিগের বাণিজ্যাদিঘটিত বিশেষ সংস্রব ছিল,  
তৎকালে পারসিকেরা ভারতবর্ষ হইতে কচ্চপীকে স্বদেশে লইয়া গিয়া  
'সেতার' নাম প্রদান করে। পরন্তু বিখ্যাত পারসিক কবি আমীর  
খস্রু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না আসিয়াছিলেন তদবধি এতদেশে কচ্চপী  
নামই অবিচলিতভাবে প্রচলিত ছিল। পরে উক্ত যন্ত্র পারশ্বদেশ  
হইতে আরবে গিয়া কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে গীটার, এসিরিয়া দেশে এসোর্  
প্রাচীন গ্রীসে খিতারা, ইছদৌদিগের দেশে কিমোর, নিউবিয়ায় কিশোর  
এবং অপরাপর দেশে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব্য দেশ হইতেই  
যে গীটার নামের উৎপত্তি, ডাক্তার বাণি সাহেবও একথা স্পষ্টাক্ষরে  
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রিজ্ সাহেবকৃত এনসাইক্লোপিডিয়ায়  
লিখিত আছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে আরবীয়েরা যখন স্পেন দেশে  
আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, সেই সময় তাহাদিগের দ্বারাই  
গীটার যন্ত্র উক্ত দেশে নীত এবং স্থাপিত হয়। অনন্তর কালসহকারে  
ঐ গীটার যন্ত্র ইউরোপের যাবতীয় দেশে অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে

ব্যতীত অপর কয়েকটা তার কেবল সুরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ কচ্ছপিকেরা ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা ভিন্ন অবশিষ্ট তারগুলিতে বামহস্তের অঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত সংযোগাদি নানাবিধ স্বরকৌশল দর্শাইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে কচ্ছপী বীণাতেও ইউরোপীয় গিটার যন্ত্রের স্থায় দুই তিনটা সুর একত্র ধ্বনিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে এরূপ রীতির বড় একটা ব্যবহার নাই। কচ্ছপী বীণার কার্ণদণ্ডের উপরে সতরখানি লৌহাদি ধাতুনির্মিত সারিকা তন্তুদ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং তাহাতে সার্ক্‌দ্বিসপ্তকমাত্র স্বর প্রতিপন্ন করা যায়। কচ্ছপী এতৎসম্বন্ধে মহতী বীণার সহিত প্রায়ই তুল্য! তবে তাহার সারিকাবিন্যাস বিকৃতস্বরগ্রামানুযায়িক, আর ইহার সারিকাগুলি কেবল ব্যবহারগত তীব্রমধ্যম ও কোমল নিষাদযোগে প্রকৃত স্বরগ্রামানুসারে বিস্থিত, এইমাত্র বিশেষ। যথা—



কচ্ছপী যন্ত্র বাদনকালে তাহার পশ্চাচ্ছাগ বাদকের সম্মুখে স্থাপন-পূর্বক অলাবুটার পার্শ্বদিক্ দক্ষিণহস্তের কঙ্গী সহকারে চাপিয়া, দাগুটা বামহস্তে আলগোছা ঠেঁশ রাখিয়া ধরিতে হয়। পরে স্বরস্থানস্থ প্রতি সারিকায় বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে তারের উপর সঞ্চালিত করত দক্ষিণ হস্তের মুচ্ছাপাবৃত তর্জ্জনী দ্বারা সারিকাশূণ্য প্রদেশে সেই তারের উপর আঘাত দিলে উল্লিখিত সার্ক্‌দ্বিসপ্তক উত্তমরূপে প্রকাশ পাইবে। কচ্ছপী বীণার ধ্বনি বিষয়ে মহতী বীণার সহিত অনেকাংশে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়; মহতী বীণাতে যে সকল উৎকট উৎকট কার্য অধিক আস্যে।

সম্পাদিত হয়, কচ্ছপী বঁাণাতে তৎসমুদয় কার্য্য অতি সহজে, অল্প পরিশ্রমে এবং সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। গ্রীক্ এবং রোমান্ জাতীয় পুরাবৃত্তবিষয়ক অভিধানকর্তা উইলিয়ম্ স্মিথ সাহেবের মতে লাইয়ার, টেস্টাডো ও কচ্ছপী এই তিনই একজাতীয় যন্ত্র। অধুনাতন ইউরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিত কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এনসাইক্লোপিডিয়া-প্রণেতা রিজ্ সাহেব বলেন, কচ্ছপী হইতেই গীটারের উৎপত্তি। স্কুল অব্ ইউনভার্সেল মিউজিক্‌গ্রন্থকার ডাক্তার এডলফ মার্কস সাহেবের মতে গীটার কচ্ছপীর অবয়বভেদমাত্র, জার্মান্ জাতীয়েরা তাহাকে জিতার বলিয়া ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ কচ্ছপী বঁাণা সামান্যের 'সেতার' এই নাম ভারতবর্ষে আমীর খস্রুর দিবার অনেক পূর্বে অত্যাণ্ দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র ঐ নামেই প্রচলিত ছিল। বুটানিকা-কর্তা বলেন যে, আরবদেশ হইতেই কচ্ছপী অবয়বভেদে গীটার নামে বিখ্যাত হয়। অতি প্রাচীনকালে যখন পারসিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় দিগের বাণিজ্যাদিঘটিত বিশেষ সংস্রব ছিল, তৎকালে পারসিকেরা ভারতবর্ষ হইতে কচ্ছপীকে স্বদেশে লইয়া গিয়া 'সেতার' নাম প্রদান করে। পরন্তু বিখ্যাত পারসিক কবি আমীর খস্রু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না আসিয়াছিলেন তদবধি এতদ্দেশে কচ্ছপী নামই অবিচলিতভাবে প্রচলিত ছিল। পরে উক্ত যন্ত্র পারশ্বদেশ হইতে আরবে গিয়া কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে গীটার, এসিরিয়া দেশে এসোর্ প্রাচীন গ্রীসে খিতারা, ইছদৌদিগের দেশে কিমোর, নিউবিয়ায় কিশোর এবং অপরাপর দেশে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব্য দেশ হইতেই যে গীটার নামের উৎপত্তি, ডাক্তার বাণি সাহেবও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রিজ্ সাহেবকৃত এনসাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে আরবীয়েরা যখন স্পেন দেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, সেই সময় তাহাদিগের দ্বারাই গীটার যন্ত্র উক্ত দেশে নীত এবং স্থাপিত হয়। অনন্তর কালসহকারে ঐ গীটার যন্ত্র ইউরোপের যাবতীয় দেশে অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে



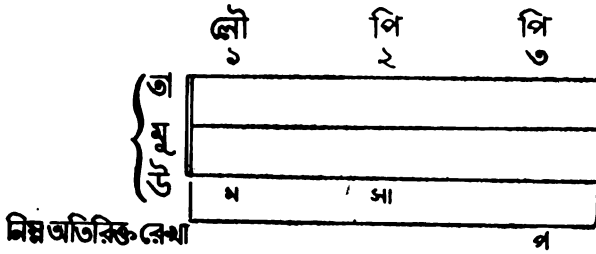
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ; ফলতঃ ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী বা কূর্মী বীণাই বোধ হয় তৎসমুদায় যন্ত্রের মূল ।

সংখ্যা ৩ ।

ত্রিতন্ত্রী বীণা

কচ্ছপী বীণার প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে ত্রিতন্ত্রী বীণার অবয়ব প্রায় কচ্ছপীরই মত, কেবল ইহার খোলটা কাষ্ঠনির্মিত এবং ইহাতে তিনটী তার আবদ্ধ থাকে এইমাত্র ভেদ । কচ্ছপীতে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, ইহাতেও সেই সেই কার্য্য অনেকাংশে সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল অবয়বের কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতানিবন্ধন রাগরাগিণীর আলাপোপযোগী মুচ্ছনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করা কিছু কষ্টসাধ্য হয় । কচ্ছপীর লৌহময় নায়কী তারটী যেমন উদারার মাধ্যমে বাঁধে, ইহার নায়কী তারও অবিকল তদ্রূপ বাঁধা থাকে, তাহার পিত্তল-নির্মিত দ্বিতীয় তার যেমন উদারার সুরে বাঁধিবার রীতি আছে, ইহার দ্বিতীয় তারটীও ঠিক সেইরূপ, কেবল তৃতীয় তারটীতে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় । কচ্ছপীর তৃতীয় তার দ্বিতীয় তারের সমসুরে বাঁধিবার রীতি প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমসুরে অর্থাৎ উদারার ষড়্জে না বাঁধিয়া তাহার নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এইমাত্র বিশেষ । যদিচ কচ্ছপীর তৃতীয় তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারের বন্ধনগত ভেদ আছে, তথাপি ধাতুগতভেদ কিছুই লক্ষিত হয় না । যথা—





সারিকা সম্বন্ধে কচ্ছপীর সহিত ত্রিতন্ত্রীৰ কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই, এবং তাহাতে সার্ক্‌দ্বিসপ্তক স্বর যে নিয়মে প্রতিপন্ন হয়, ইহাতেও সেই প্রণালীতে সার্ক্‌দ্বিসপ্তক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ত্রিতন্ত্রীৰ বাদনাদির নিয়ম অবিকল কচ্ছপীর ঞায়। প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের হার্মিসের লাইয়র্ যন্ত্রের তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীৰ তারের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কেবল বন্ধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনৈক্য প্রত্যক্ষ হয়।

### সংখ্যা ৪।

#### কিন্নরী-বীণা।

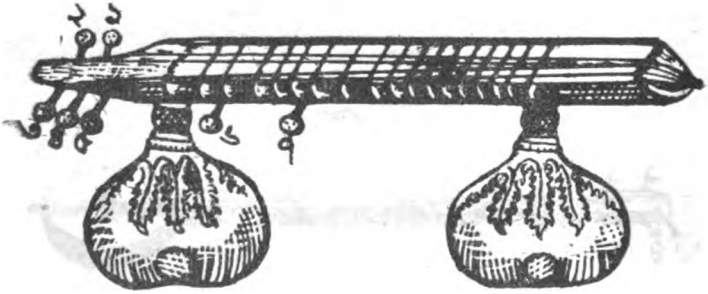


কিন্নরী নামে অপর এক জাতীয় বীণা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এই যন্ত্রের খোলটা অলাবু বা কাষ্ঠদ্বারা নিশ্চিত না হইয়া পূর্বকালে নারিকেলের খোলদ্বারা প্রস্তুত হইত, অধুনাতন সঙ্গীত কুতূহলীদিগের মধ্যে কেহবা বৃহৎ পক্ষীবিশেষের অণ্ড এবং আঢ্যেরা রক্ততাদি উৎকৃষ্ট ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন; ফলতঃ নারিকেল খোলনিশ্চিত কিন্নরীর ধ্বনির সহিত অণ্ডাদি নিশ্চিত কিন্নরীর ধ্বনির কিছুমাত্র ইতরবিশেষ অনুভূত

হয় না। এই জাতীয় বীণাতে সচরাচর পাঁচটি তার আবদ্ধ থাকে, কচ্ছপী বীণার সাতটি তারের মধ্যে পার্শ্বস্থ দুইটি ক্ষুদ্র তন্ত্রিক। অর্থাৎ চিকারি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি যে যে ধাতু নির্মিত ও যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, ইহার পাঁচটি তারও সেই সেই ধাতুনির্মিত ও সেই সেই নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব কচ্ছপী হইতে অনেক ক্ষুদ্র, সুতরাং তচ্ছগ্ন ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। এডওয়ার্ড এফ্ রিফল এল্. এল্. ডি সাহেবরূত পিয়ানোফোর্টী যন্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, কিম্বরী জাতীয় বীণাই ইহুদীদিগের দেশে কিম্বর ও গ্রীস দেশে শম্বুকা নামে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশভেদে ও নামভেদে কিম্বরীর অবয়বভেদ অসম্ভব নহে। এই উভয়বিধ নাম-প্রসিদ্ধ যন্ত্র তত্তদদেশে কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতি কর্তৃক অধিক ব্যবহৃত হইত।

সংখ্যা ৫।

রঞ্জনী-বীণা।



রঞ্জনী-বীণা দেখিতে কতকাংশে মহতী-বীণার স্থায়, কিন্তু বিশেষ এই যে, মহতী-বীণার দণ্ড বংশের আর ইহার দণ্ডটি কচ্ছপী প্রভৃতির স্থায় কাষ্ঠের হইয়া থাকে। আরও রঞ্জনী উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা পরিমাণেও কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ইহার সারিকাবিগ্রহাস কচ্ছপীজাতীয় অত্যন্ত বীণার স্থায় এবং তার সংখ্যা সাতটি। ইহাকে কচ্ছপী বীণার অনুরূপ করিয়া বাঁধা যায়। তবে মহতীর সহিত রঞ্জনীর সমতা এই মাত্র যে, মহতী-বীণার স্থায় ইহারও দণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটি অলাবু যোজিত থাকে।

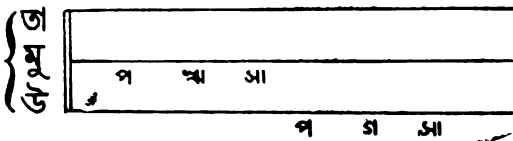
সংখ্যা ৬।

রুদ্র-বীণা বা রবাব।



ভারতবর্ষে যবনাধিকারের পূর্বে এই যন্ত্রটী রুদ্র-বীণা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। অনন্তর বিজয়ী যবনরাজগণকর্তৃক রবাব নামে বিখ্যাত হয়। রবাব-যন্ত্রও সেতারাদির স্থায় একটী খোল ও দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিশেষের মধ্যে এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত এবং খোলটী গোধাচর্ম অথবা ছাগাদির পাতলা চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত। মহতী প্রভৃতি বীণার স্থায় ইহাতেও একখানি হস্তিদন্তের তন্ত্রাসন আছে। রবাবযন্ত্রে ছয়টী কীলকে অর্থাৎ কাণে ছয়গাছি তন্ত্র অর্থাৎ তাঁত আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রে লোহাদিধাতুনির্মিত তার ব্যবহৃত হয় না এবং নিম্নলিখিত নিয়মে ঐ ছয়গাছি তন্ত্র বাঁধা যায়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬



রবাবযন্ত্রে সারিকাবিত্যাস থাকে না, যন্ত্রটী স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক বামহস্তের কেবল তর্জ্জনীতে মংস্যের একখানি মোটা শব্দ অর্থাৎ আইস একগাছি সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তৎসহকারে তারের উপরে উপরে স্বরস্থানে ঘর্ষণ এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর টীপযোগে চন্দনকাষ্ঠের বা বংশনির্মিত একটী কোণস্ (অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি একখণ্ড ক্ষুদ্র ফসক, পারস্য ভাষায় যাহাকে জওয়াল বলে) ধারণ করিয়া তাহার

আঘাত যোগে বাজাইতে হয়। ইহার আঘাতগুলি কোলের দিকে না হইয়া তদ্বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল উলটা আঘাত-দ্বারাই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। রবাবযন্ত্রের এইটী বিশেষ নিয়ম।

বীণাজাতীয় অন্যান্য হিন্দু যন্ত্রের স্থায় রবাবেও সার্কডিসপ্লক স্বর সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রবাবের যে যে তন্ত্র হইতে যে যে স্বর নির্গত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

	৬	৫	৪	৩	২	১	
{	তা						সা ঞ্জ গ
	টুম				সা	ঞ্জ গ ম	প ধ নি
উ							সা ঞ্জ গ ম

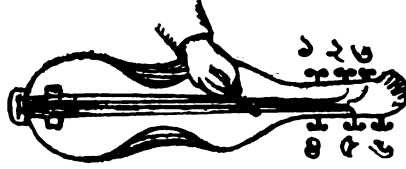
রবাবের ছয়টা তন্ত্রই নিয়মিত রূপে বাজিয়া থাকে। পশ্চিম হিন্দুস্থানের রামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। আফগানিস্থান ও পারস্য প্রভৃতি দেশেও এই যন্ত্রটা রবাব নামেই প্রসিদ্ধ। আরবীয়েরা ইহাকে “রুবাব” বলিয়া ব্যবহার করে। প্রসিদ্ধ আরবীয় শব্দশাস্ত্রবেত্তা ফিরোজা বাদী মজদুলদীন তাহার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে (কামুস) লিখিয়াছেন যে, প্রায় শত-সহস্র বৎসর অতীত হইল বসুদ গ্রাম নিবাসী সঙ্গীতকুশলী আব্দুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া “রুবাব” এই নামকরণ করেন।

উইলার্ড সাহেব বলেন, স্পেনিস্ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে।

ইউরোপীয় ম্যাণ্ডলিন প্রভৃতি প্রাচীন যন্ত্র সমুদায়ের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ইহার অবয়বের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। বোধ হয় রুদ্দবীণাই স্পেনিস্ গীটার ম্যাণ্ডলিন প্রভৃতি যন্ত্রের আদর্শ, যেহেতু রুদ্দবীণা ইউরোপীয় উক্ত যন্ত্রসমূহ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

## সংখ্যা ৭।

### শারদীয় বীণা বা শরদ\*।



শারদীয় বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় অবয়বটী একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, খোলটী আবার রবাবের মত গোধাদির চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এই যন্ত্রেও রুদ্রবীণার স্থায় সারিকাবিহীন থাকে না এবং ইহাতে ছয়টী কীলকে বা কাণে ছয়গাছি তন্তু যথারীতি আবদ্ধ থাকে। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে তন্তুর পরিবর্তে লৌহাদিধাতুনির্মিত তারও সময়ে সময়ে যোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সচরাচর এরূপ পদ্ধতির বড় একটা ব্যবহার নাই। যন্ত্রদণ্ডের পার্শ্বে সাত হইতে একাদশ পর্য্যন্ত ইস্তাধীন অপর কয়েকটী অতিরিক্ত কীলক সংযোজনা করা হয় এবং প্রত্যেকে পিত্তলাদি ধাতুনির্মিত তার আবদ্ধ থাকে, সেই তারগুলিকে পারশ্ব ভাষায় 'তরফ' ও সংস্কৃত ভাষায় 'পার্শ্বতন্ত্রিকা' বলে। এই পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি নিয়মিত আঘাত দ্বারা বাদিত হয় না, কেবল পূর্বেবক্ত প্রধান ছয়টী তার বাদনকালে তাহাদিগের কম্পনেই এই অতিরিক্ত তারগুলি ঝঙ্কারিত বা প্রতিধ্বনিত হয়। শরদের প্রধান তার ছয়টী। নিম্নলিখিত নিয়মে তাহাদের বাঁধিবার রীতি দেখা যায়, যথা—

	১	২	৩	৪	৫	৬
তা ম দ						
	ম	ম	সা	সা		প
					প	

\* এই শব্দে পারশ্ব ভাষায় গান করা বুঝায়।

শরদ-যন্ত্র ক্রোড়ে স্থাপন করত সেতারাদি যন্ত্রের ন্যায় বামহস্তে আলগোছা ঠেস রাখিয়া সারিকারহিত দণ্ডস্থ কাষ্ঠপটুকের ( পারস্য ভাষায় ইহাকে পট্রি কহে ) স্মরণস্থানে তারের উপরে উপরে বামহস্তের অঙ্গুলি ঘর্ষণ এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ সহকারে রণবাদিতে ব্যবহৃত জওয়ার ন্যায় অস্থিত, কাষ্ঠের অথবা বংশদ্বারা নির্মিত একটি জওয়া ধারণ করিয়া তাহার আঘাতে ইহা বাজাইতে হয়। শরদ বাদনকালে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর চারিটা অঙ্গুলিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। পরন্তু তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটা অঙ্গুলিরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়। শরদে নিম্নলিখিত নিয়মে সার্কিডিসপ্তক স্মরণ প্রতিপন্ন হয়, যথা—

	৫	৪	৩	২	১
তা মু ট					সা ঞ্জ গ ম প ধ নি
		সা ঞ্জ গ	ম প ধ নি		
					প ধ নি

অষ্টাশ্র যন্ত্রাপেক্ষা শরদযন্ত্রের তার যোজনায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ইহার এক ও দুই চিহ্নবিশিষ্ট দুইটা তার এবং তিন ও চারি চিহ্ন বিশিষ্ট দুইটা তার, ইহার পরস্পর সন্নিহিতে ও সমস্মুরে আবদ্ধ থাকে। সমস্মুরে আবদ্ধ এই দুই-দুইটা তার একত্র অঙ্গুলি ঘর্ষণে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ও ছয় চিহ্নবিশিষ্ট তারদ্বয় পৃথগ্ভাবে যোজিত ও বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে ছয়টা তার সবেও এক ও দুই চিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটা সমস্মুরে বদ্ধ এবং একত্র ধ্বনিত হয় বলিয়া একটারই স্থায় কার্যকারী হয় এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটাও এই রূপ। সুতরাং এই চারিটা তারে দুই তারের কার্য সম্পন্ন করে। বস্তুগত্যা ইহার চারিটা মাত্র তারই কার্যোপযোগী। প্রয়োজনীয় এই চারিটা তারের মধ্যে আবার ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তারটা কেবল স্মরণ যোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে এই প্রকার রীতিতেই স্মরণপি প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সেতারাতির ন্যায় শরদযন্ত্রের বড় অধিক

ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই ইহার সমধিক আদর আছে। যবনরাজ্যদিগের রাজত্বকালে এই যন্ত্রটী যাত্ৰিক যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন রাজগণ বায়ু সেবন বা অন্য কোন কার্য্য নিবন্ধন বহির্গমন করিতেন, সেই সময়ে হস্তী বা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শরদযন্ত্র স্থাপিত ও তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে বাদিত হইত। পরন্তু এক্ষণে এই যন্ত্রটী তৎপরিবর্তে সভ্যযন্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কখন কখন এমনও হয় যে, শারদিকেরা ইহার সম্মুখে কণ্ঠ মিলাইয়া সভাতে গানও করিয়া থাকেন। শরদযন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ, কি অনুগতসিদ্ধ উভয় ভাবেই একপ্রকার মন্দ লাগে না। তবে মহতী, কচ্ছপী বা রুদ্রবীণার সদৃশ নহে, শরদের ধ্বনি অপেক্ষাকৃত কিছু নীরস ও কর্কশ বোধ হয়। আফ্গানিস্থান ও আরব প্রভৃতি আসিয়াস্থ অনেক দেশে শরদ প্রচলিত আছে। কিন্তু আরবীয় শরদ ভারতবর্ষীয় শরদ আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং উভয়ের অবয়বগতও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, সংজ্ঞাগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। শরদযন্ত্র কিঞ্চিদ্ভিন্ন অবয়ব-ভেদে মিশর দেশে গুস্তা নামে প্রচলিত আছে।

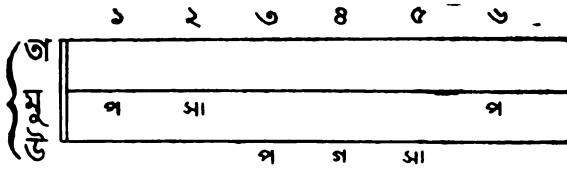
## সংখ্যা ৮।

### স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার।

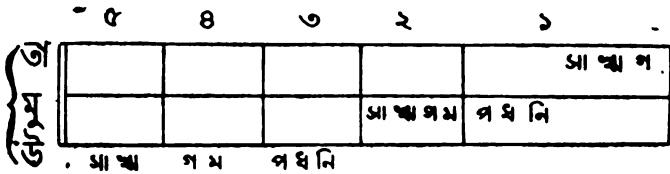
এই যন্ত্রের খোলটী শরদ বা রবাবের ত্রায় একখানি অভিন্ন কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত না হইয়া সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্রের ত্রায় অলাবু নির্মিত হয়। ঐ অলাবুর উপরে সেতারাদির ত্রায় কাষ্ঠনির্মিত একখানি ধ্বনি-পটুক ( পারস্য ভাষায় ইহাকে তবলি বলে ) দেওয়া আছে ; উক্ত ধ্বনি-পটুকের উপর হস্তিদন্ত নির্মিত একখানি তন্ত্রাসন ( পারস্য ভাষায় যাহাকে সওয়ারি কহে ) এবং পূর্বকথিত অলাবুটীতে কাষ্ঠ নির্মিত একটি দণ্ড যোজিত থাকে ; আবার ঐ দণ্ড বা ডাণ্ডির উপরে একখানি সমতল লৌহপটুক ( হিন্দি ভাষায় যাহাকে পটরি কহে )



আছে, ধ্বনির আধিক্যকরণ জন্ত দণ্ডের পরপার্শ্বেও অপর একটা অলাবু মহতী-বীণার ন্যায় যোজিত হয়। সুর-শৃঙ্গারের ছয়টি কীলকে বা কাণে তিনটি লৌহের এবং তিনটি পিঙ্গলের সাকল্যে ছয়টি তারের ব্যবহার দেখা যায় এবং ঐ তার কয়েকটি নিম্নলিখিত নিয়মে বাঁধা গিয়া থাকে। যথা—



সুর-শৃঙ্গারে সারিকাবিন্যাস নাই, রবাবযন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রটীও স্বন্ধে স্থাপনপূর্বক বামহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলী লৌহপট্ট-কোপরিস্থ তারের উপরে উপরে ঘর্ষণ করত দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ যোগে লৌহনির্মিত কোণস্ ধারণ করিয়া রবাবের প্রণালীতে বাজাইতে হয়। ইহাতে নিম্নে প্রদর্শিত প্রথানুসারে সার্ক-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা—



মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্র এই তিনজাতীয় বীণার মিশ্রণে সুর-শৃঙ্গারের উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ বীণকার পিঁয়ার খাঁ এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রের নিম্নের অলাবু নির্মিত খোল, ধ্বনি-পট্টক ও তন্ত্রাসন, এই তিনটি অংশ অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ, দণ্ডটী রুদ্রবীণার অনুরূপ, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, রুদ্রবীণার পট্ট্রিখানি কাষ্ঠ-নির্মিত, সুর-শৃঙ্গারের পট্ট্রিখানি তৎপরিবর্তে লৌহনির্মিত হয় এবং পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দণ্ডের অপর প্রান্তে অবিকল মহতী-বীণার

অনুকরণে আর একটি অলাবু যোজিত থাকে। রুদ্রবীণাতে তন্তু ব্যবহার করে, ইহাতে তন্তুর বিনিময়ে সেতারাদির ন্যায় লৌহাদি ধাতুময় তার আবদ্ধ করা যায়। কিন্তু তার যোজনা, সুরবন্ধনপদ্ধতি, ধারণ এবং বাদন প্রণালী সকলই প্রায় রুদ্রবীণার অনুরূপ। যাহাই হউক, সুর-শৃঙ্গার গুণগরিমা বা বন্ধন সম্বন্ধে কি মহতীবীণা, কি কচ্ছপীবীণা, কি রুদ্রবীণা—এই তিনের কাহারই সদৃশ নহে, ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু এবং স্বল্পক্ষণ স্থায়ী।

## সংখ্যা ৯।

### সুর-বাহার।

সুর-বাহার যন্ত্র কচ্ছপী-বীণারই অবয়বভেদ মাত্র। এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পরের এই বিশেষ যে, সুর-বাহারের ধ্বনিকোষ কখন কখন কাষ্ঠ-নির্মিতও হইয়া থাকে এবং পরিমাণেও কচ্ছপী হইতে কিছু বৃহৎ হয়। কচ্ছপীতে যেমন সাতটি কীলক থাকে, সুর-বাহারেও তদনুযায়ী সাতটি কীলক সংলগ্ন আছে, এবং ঐ সাতটি কীলককে কচ্ছপীর অনুরূপ ধাতু-নির্মিত সাতটি তারও সংবদ্ধ করা যায়। অধিকন্তু ইহাতে তরফ্ ব্যবহৃত হয়; সেই তরফ্-গুলি দণ্ডপার্শ্বে সংলগ্ন একখানি কাষ্ঠখণ্ডে সংযোজিত অতিরিক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীলকে সংবদ্ধ থাকে। তরফ্ বা পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি পিত্তল-নির্মিত হওয়া উচিত। প্রধান সাতটি তার স্থাপনের নিমিত্তে ধ্বনি-পট্টকের উপরে যেমন একখানি তন্ত্রাসন থাকে, এই পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি সংস্থাপন জন্তুও অপর একখানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র তন্ত্রাসন দিতে হয়। এই তন্ত্রাসনখানি প্রধান তারের তন্ত্রাসন হইতে প্রায় অর্ধহস্ত অন্তরে উপরের দিকে প্রধান তারের নীচে স্থাপিত থাকে। এই যন্ত্রের ধারণ ও বাদনক্রিয়া কচ্ছপীরই অনুরূপ। সুর-বাহারের তারবন্ধন, সুরগ্রামপ্রণালী, সারিকাবিভাগ ইত্যাদিও কচ্ছপীর অনুরূপ; অপরন্তু পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি বাদকের ইচ্ছাধীন সুরে

বন্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে সাতটী বিশেষ তার কচ্ছপীর স্থায় বাদিত হয়, পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি তৎসহকারে কেবল প্রতিধ্বনিত হয় এইমাত্র। সুর-বাহার কচ্ছপী হইতে অবয়বে বৃহৎ; সূতরাং ইহার ধ্বনিও পরিমাণানুরূপ শব্দীয়, মিষ্ট, সুশ্রাব্য এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী। কচ্ছপীও উত্তম শিল্পীদ্বারা নিয়মানুযায়িক কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারে নিৰ্ম্মিত হইলে তাহার ধ্বনিও সুর-বাহার অপেক্ষা কোন অংশে নূন হয় না। প্রস্তুতঃ কচ্ছপীই সুর-বাহারের মূল আদর্শ। সুর-বাহার অতি আধুনিক যন্ত্র, প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল প্রসিদ্ধ বীণকার পিয়ার থাঁর ছাত্র গোলাম-মহম্মদখাঁ সুর-বাহার যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। গোলামমহম্মদখাঁ লক্ষ্মোয়ের নবাবের সভায় বীণকার ছিলেন।

সংখ্যা ১০।

বিপক্ষী-বীণা।

বিপক্ষী-বীণা দেখিতে অনেকাংশে কিম্বরী-বীণার স্থায়। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার ধ্বনি-কোষটী ডিম্ব, গুচ্ছিত অথবা ধাত্বাদি অন্য কোন পদার্থের না হইয়া বিভিন্ন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র অলাবু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (এই জাতীয় অলাবুকে বাঙ্গালা ভাষায় তিত লাউ বলে) বিপক্ষীর পরিমাণ, তার সংখ্যা, সারিকাবিচার, স্বরবন্ধন, ধ্বনিমাধুর্য্য, ধারণ প্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম এতৎ সমুদায়ই কিম্বরী সদৃশ। পুরাকালে বিপক্ষী-বীণাতে সাতটী তার সংযোজিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পাঁচটীর অধিক তার ইহাতে ব্যবহৃত হয় না।

সংখ্যা ১১।

নাদেশ্বর-বীণা।

নাদেশ্বর-বীণার ধ্বনিকোষ ও ধ্বনিপট্টক দেখিতে অবিকল ইউরোপীয় বাজুলোন-যন্ত্রের সদৃশ, এবং ইহার দণ্ড, তার সংখ্যা, স্বরবন্ধন

প্রণালী, সারিকাবিছাস, ধ্বনির পারিপাট্য প্রভৃতি অপর সমুদায়ই কচ্ছপীর তুল্য। এই যন্ত্রটি অতি আধুনিক, বাহুলীন ও কচ্ছপী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।

## সংখ্যা ১২।

### ভরত-বীণা।

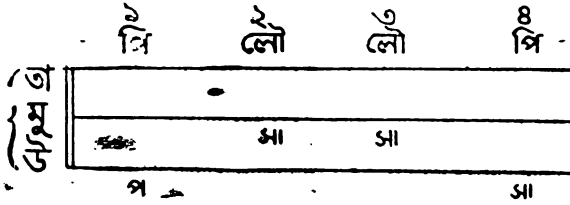
ভরত-বীণার নাম শ্রবণমাত্র অনেকেই ইহার যৌগিক (অর্থাৎ ভরত ঋষি প্রণীত বীণা) এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রানুসৃত অতি প্রাচীন যন্ত্র মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এটি অতি আধুনিক যন্ত্র। রুদ্রবীণা এবং কচ্ছপী এতদুভয়ের মিশ্রণেই ইহার উৎপত্তি। ভরত-বীণার ধ্বনিকোষটি অবিকল রুদ্রবীণার মত কাষ্ঠনির্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দণ্ড, কীলক, তার সংখ্যা, স্রবন্ধন, ধারণ ও বাদনপ্রণালী এতৎ সমুদায়ই কচ্ছপীর অনুরূপ। অধিকন্তু এই যন্ত্রে পিত্তল নির্মিত কয়েকটি পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই সকল পার্শ্বতন্ত্রিকা পৃথগ্ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরত-বীণার নায়কী তারটি লৌহের, কিন্তু অপরাপর তারগুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার ধ্বনির মধুরতা কি রবাব, কি কচ্ছপী ইহাদের কাহারই সদৃশ নহে, অপেক্ষাকৃত অনেক নীরস।

## সংখ্যা ১৩।

### তুম্বুর-বীণা বা তুম্বুরা।

তুম্বুর-বীণা একটা অলাবু নির্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটা কাষ্ঠ-নির্মিত দণ্ড ও কাষ্ঠের ধ্বনিপটক প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুম্বুর গঙ্গকর্ষ এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। গীত বা বাদ্যের সময় সুরবিশ্রাম

না হইবার জগুই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে দুইটা পিন্ডলের ও দুইটা লৌহের সাকল্যে চারিটা মাত্র তার থাকে, এবং সেই চারিটা তার নিম্নলিখিত নিয়মে আবদ্ধ করা যায়। যথা—



এই যন্ত্রের চারিটা তার উপরে লিখিত স্বরলিপির অনুযায়ী যে যে সুরে আবদ্ধ হয়, তন্নিম্ন অণ্ড কোন সুরই ইহাতে প্রদর্শিত হইতে পারে না, তবে গায়কগণ রাগবিশেষ গান করিবার সময়ে কখন কখন এক চিহ্নবিশিষ্ট তারটিকে উদারার পঞ্চমের পরিবর্তে উদারার মধ্যম করিয়াও বাঁধিয়া থাকেন, কিন্তু অপর তিনটা তারের কোন পরিবর্তন করেন না। ভারতবর্ষীয় তুধুরু-বীণাতে সারিকাবিহীন থাকে না। বাদকগণ এই যন্ত্রের দণ্ডটা দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী সহকারে নিজ নিজ সুবিধামত সরলভাবে বা স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক ধারণ করিয়া তর্জনীদ্বারা ক্রমাধয়ে এক একটা তার অবিচ্ছেদে বাজাইয়া থাকেন; কোন কোন বাদককে এক চিহ্নবিশিষ্ট তারটিকে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারাও বাজাইতে দেখা যায়।

তুধুরু-বীণাতে কোনসাদি কিছুই প্রয়োজন করে না, শুদ্ধ অঙ্গুলীর আঘাতেই তারগুলি ধ্বনিত হইয়া থাকে। বীণা জাতীয় যাবতীয় যন্ত্রের বাদন অপেক্ষা তুধুরু-বীণার বাদন অতি সহজ এবং স্বল্পায়সসাধ্য। পারশ্বদেশেও তুধুরু-বীণার বিশেষ প্রচলন আছে, তদদেশীয়েরা ইহাতে ছয়টা তার এবং পঞ্চবিংশতানি সারিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুরুসদেশীয় কোন কোন তুধুরা-বীণাতে আটটা তার, পঞ্চত্রিংশতানি সারিকা, কোন কোনটাতে নয়টা তার, চতুশ্চষাং-শতানি সারিকা এবং কোন কোনটাতে বা দশটা তার এবং সপ্তচষাং-

শংখানি সারিকা যোজিত থাকিতে দেখা যায়। তুরুসদেশে প্রচলিত তুসুরু-বীণার সারিকাগুলি লৌহাদি ধাতুর না হইয়া প্রায়ই চতুর্গুণ বিনাইত-তন্তু নির্মিত হইয়া থাকে এবং সেই সারিকাগুলি আরবদেশীয় স্বরগ্রামানুযায়িক বিন্তস্ত। আরব দেশে এই যন্ত্রটাই কিঞ্চিৎ অবয়ব-ভেদে 'ওউড' নামে প্রচলিত আছে। স্যার গার্ড্‌নর্ উইলকিনশন্ বলেন, খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বৎসর পূর্বে মিসর দেশেও এই যন্ত্রের প্রচার ছিল, হাইরোগ্লিফিক্ লিখন প্রণালীর চিত্রময় প্রতিকৃতি দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়।\*

কিন্তু আধুনিক আদিম মৈসরেরা এই যন্ত্র বড় একটা ব্যবহার করে না, তবে গ্রীক, ইহুদী, আর্মেনিয়ান, তুর্কী প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন দেশীয় লোক তথায় গিয়া বসতি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। মিস্তার বনোমি বলেন, এসিরিয়া দেশেও পূর্বে তুসুরু-বীণা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত তুসুরু-বীণাতে ব্যবহৃত কীলকের পরিবর্তে দুইটা আলস্বক অর্থাৎ খোবনা দেওয়া থাকিত এবং ঐ দুইটা খোবনার সহিতই তার সংযোজিত হইত। এসিরিয়িকেরা মিজ্রাপ দ্বারা উহা বাজাইত। এখন পর্য্যন্তও তুরুস দেশের অন্তর্গত টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেড্রিস্ নদীতীরস্থ এসিরিয়িকদিগের মধ্যে তমুরা যন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।† দক্ষিণ ইটালীয় কুসকেরাও এই যন্ত্রটিকে কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে 'কেলেসিয়ান্' নামে ব্যবহার করেন। তুসুরু জাতীয় কেলেসিয়ান্ যন্ত্রে দুইটা মাত্র তন্তু নির্মিত তার যোজিত থাকে। সুবিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার বার্গি এই জাতীয় যন্ত্রের বিষয় তাহার স্বকৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১২৬ পৃষ্ঠায় যথোচিত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই তুসুরু-যন্ত্রই কিঞ্চিৎ

\* An Introduction to the study of the Egyptian Hieroglyphs, by Samuel Birch, London 1857, p. 225

† Nineveh and its Palaces. by J. Bonomi, London, 1853, p. 231

অবয়বভেদে চীনদেশে 'সাল্লীন' এবং জাপানে 'সামসীন' নামে বিখ্যাত। এই উভয়দেশীয় তুম্বুর ধ্বনিপট্টকটী তন্ত্ৰদেশীয় সৰ্প-বিশেষের চৰ্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহাতে তিনটী মাত্র তার যোজিত থাকে। তত্রত্য লোকেরা উক্ত যন্ত্ৰ কোণস্‌দ্বারা বাজায়। গিষ্টার হোমেয়ার ডি হেল্ সাহেব বলেন, তাতার দেশে কাম্পিয়ান হ্রদের তীরবাসী কাল্মক্ জাতিদের মধ্যেও তুম্বুর সদৃশ যন্ত্ৰ অপ্ৰচলিত নাই। রুশিয়া দেশেও এই প্ৰকার যন্ত্ৰ 'ব্যালালাইকা' নামে প্ৰসিদ্ধ ছিল \* 'ব্যালালাইকা' যন্ত্ৰ পূৰ্ব্বাঞ্চল হইতেই তথায় নীত হয়, আমরাও একথা অযৌক্তিক বোধ করি না। পুরাকালে ভারতবর্ষে 'বল্লরিকা' নামে যে একবিধ বীণা প্ৰচলিত ছিল, বোধ হয় 'বল্লরিকাই' নামাপভ্রংশে তথায় 'ব্যালালাইকা' নাম প্ৰাপ্ত হইয়া থাকিবে।

## সংখ্যা ১৪।

### কানুন।

কানুন এক প্ৰকার বহুতন্ত্রবিশিষ্ট তত যন্ত্ৰ। এই যন্ত্ৰের উৎপত্তিস্থান লইয়া সঙ্গীত গ্রন্থকর্তারা নানাবিধ মত প্ৰকাশ করিয়া গিয়াছেন। আখোয়াল্ উস্‌সোফ্ নামক একজন পারসিক সঙ্গীত গ্রন্থকার বলেন যে, আরবদেশই এই যন্ত্ৰের আদি উৎপত্তিস্থান। খৃষ্টের প্ৰথম শতাব্দীতে আরবদেশে নিকোমেকাস্ নামক যে অগ্ৰতর বিখ্যাত সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত জন্ম গ্ৰহণ করেন, তাঁহার মতে মিসর দেশেই ইহার প্ৰথম সৃষ্টি হয়। অগ্ৰাণ্ সঙ্গীতবেত্তাদিগের মধ্যেও এইরূপ বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু উক্ত পণ্ডিতগণ যে কি কারণে এবং কি বিশেষ প্ৰমাণ দৃষ্টে কানুনের প্ৰথম উৎপত্তিস্থানঘটিত মতভেদ প্ৰকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় এই ভারতবর্ষেই কানুনের প্ৰথম সৃষ্টি হয়।

\* Stuttgart, 1857, p. 227

তাহার প্রমাণ এই যে, অতি পূর্বকালে ভারতবর্ষে শততন্ত্রবিশিষ্ট এক প্রকার বীণা প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে 'শততন্ত্রীবীণা' এই আখ্যা প্রদান করেন। ঋক্বেদে কথিত আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়নঃ উক্ত জাতীয় বীণার প্রথম সৃষ্টিকর্তা।

কাত্যায়ন ঋষি কর্তৃক প্রথম সৃষ্টি হয় বলিয়া অনেকেই উহাকে কাত্যায়ন বীণা বলিয়া ব্যবহার করিত। মধ্যে কোন বিশেষ দিল্লবে উক্ত যন্ত্র ভারতবর্ষে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। মিসরবাসীরা যে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষে সর্বদা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, সেই সময়েই জনৈক মৈসরবণিক কর্তৃক কাত্যায়ন বীণা ভারতবর্ষ হইতে তদ্দেশে নীত হয়। একথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি এমন নহে, ফ্রান্সদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাষ্টার ভিলেটিউ (Velletau) মিসরদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত লিখিবার সময়ে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মৈসরেরা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে কাত্যায়ন বীণা স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহারই অনুরূপে স্বদেশপ্রসিদ্ধ কাতুন নামক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। অনন্তর আরবীয়েরা মৈসর নির্মিত কাতুন-যন্ত্র তথা হইতে স্বদেশে লইয়া গিয়া কাতুন নাম প্রদান করেন।\*

\* পাণিনি মুনির কিছুদিন পরে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের চাষি শত বৎসর পূর্বে যৎকালে পাটলিপুত্র নগরে নন্দ নামক রাজা রাজত্ব করেন, সেই সময়েই ভারতবর্ষে কাত্যায়ন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। জন্ গ্যারেট, কৃত হিন্দুজাতির পুণ্যবৃত্ত শিল্প, সাহিত্যাদি বিষয়ক অভিধানে কাত্যায়ন এবং বরকচি শব্দ উল্লেখ্য।

† কাত্যায়ন বীণাই যে দেশভেদে সংস্কৃত নামাপভ্রংশে কোন স্থানে কাতুন, কোন স্থানে কাতুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে একথা অযৌক্তিক নহে, যেহেতু আমাদের প্রচলিত ভাষাই নামাপভ্রংশে এই বক্তদেশেই নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন বজ হইতে বাজালা, লবণ হইতে লুণ, যশোহর অঞ্চলে লোণ, দ্বত হইতে ঘি, পূর্ব বাঙ্গালায় গৃত বা পি, বৃদ্ধ হইতে বুড়া, মেদেনীপুর অঞ্চলে বুঢ়া, এরণ্ড হইতে ডেরেণ্ডা, প্রস্তর হইতে পাথর, মক্ষিকা হইতে মাটা বা মাছি; বক্ত হইতে ব্যাত ( বগড়ি ও মেদেনীপুর : অঞ্চলে এই ব্যাত শব্দ



ইছদীজাতীয় সন্নীতবিং সলোমেনের মতে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্বের মিসরদেশেই কাহুন প্রথম উৎপন্ন হয়। কাহুনের দৈর্ঘ্য চল্লিশপর্ব, প্রস্থ ষোড়শপর্ব এবং বেধ দুই পর্বমাত্র হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ান্তরটা কীলকে বায়ান্তর গাছি তন্তু আবদ্ধ হয় এবং কীলকাদি সহিত সমুদায় যন্ত্রটা একটি কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে সংস্থাপিত থাকে।

মাষ্টার ভিলেটিউ সাহেবের মতানুসারে পূর্বের কথিত হইয়াছে যে, কাহুন যন্ত্র মিসর হইতে আরবে নীত ও কাহুন নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাষ্টার লেন সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্বের আরবদেশেই কাহুন প্রস্তুত হইয়াছিল। আরবীয় কাহুনের চল্লিশটা কীলকে চল্লিশগাছি তার যোজিত এবং সমুদায় যন্ত্রটা পূর্বকথিত নিয়মানুসারে একটি বাক্স মধ্যে স্থাপিত থাকে। তৎপরে পারসিকেরা আরবদেশ হইতে উক্ত যন্ত্র গ্রহণপূর্বক তাহাতে আর দুইটা অতিরিক্ত তার যোজনা করত সাকলে। বিয়াল্লিশটা তার বিশিষ্ট কাহুন যন্ত্র ব্যবহার করে। কালক্রমে ভারতবর্ষের অতি গৌরবের সামগ্রী সেই কাত্যায়ন বীণাই দেশভেদে নাম অবয়বভেদ প্রাপ্ত হইয়া পারসিক বণিকদ্বারা এই ভারতবর্ষে পুনরানীত হয়। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এখন কোথায় সেই কাত্যায়ন বীণা, কোথায় তাহাতে শত তন্তু যোজনা এবং কোথায়ইবা তৎপ্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন। খৃষ্টের তিনশত সাতাইশ বৎসর পূর্বের গ্রীসের অন্তঃপাতী মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেকজান্ডার কি অন্তঃভ্রমণেই এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। উক্ত মহাত্মার পাদস্পর্শ হইতে না হইতেই ভারতের সৌভাগ্যসূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। তদবধিই এই

ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি এই সকল প্রমাণদৃষ্টে ভাষাবিজ্ঞাত মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন এক দেশের ভাষা স্থানভেদে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় কাত্যায়ন বীণা শতযোজন বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হওয়া সম্ভব কি না ?

মহারাজ্যের স্বাধীনতালোপ, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের দুর্বস্থা, সঙ্গীত শাস্ত্রের ক্ষয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই কাত্যায়ন প্রভৃতি নানা জাতীয় বীণা ও অন্যান্য সঙ্গীত যন্ত্রের বিনাশ হয়।

পারসিক ইতিবৃত্তলেখক আলেকজান্ডার চর্টস্কো সাহেব বলেন যে, খৃষ্টের আট শত বৎসর পরে কানুন যন্ত্র কোন কোন অংশে পরিবর্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্বার আনীত ও স্থাপিত হয়। অধুনাতন ভারতবর্ষীয় কানুনের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত, প্রস্থ প্রায় এক হস্ত এবং বেধ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশে ব্যবহৃত কানুনে সচরাচর প্রায় বাইশটি হইতে ত্রিশটি পর্য্যন্ত তার যোজিত থাকিতে দেখা যায়। সেই তারগুলি লৌহাদি ধাতুনির্মিত। আধুনিক ভারতীয় কানুনের তারগুলি মিসর, আরব প্রভৃতি দেশীয় কানুনের স্থায় একটা কাঠের বাস্তুর মধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র সমতল স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক কোণস্বিশিষ্ট দুই হস্তের চারিটা চারিটা করিয়া আটটি অঙ্গুলিদ্বারা বাজাইতে হয়। কানুনের দ্বাবিংশতি সংখ্যক তার নিম্নলিখিত সুরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

তা	সা স্ম গ ম প ধ নি সা
	সা স্ম গ ম প ধ নি

সা স্ম গ ম প ধ নি

অথবা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

তা	সা স্ম গ ম প ধ নি সা স্ম গ ম প
	সা স্ম গ ম প ধ নি

প ধ নি

উপরে লিখিত প্রথম স্তবকটিতে বাইশটি তারের মধ্যে প্রথম সাতটি উদারা সপ্তকের সপ্ত সুরে, দ্বিতীয় সাতটি মুদারা সপ্তকের সপ্ত

স্বরে, তৃতীয় সাতটি তারা সপ্তকের সপ্তমরে এবং দ্বাবিংশসংখ্যক তারটি তারার উচ্চ সপ্তকের শুদ্ধ সা, সাকল্যে এই বাইশটি স্বরে আবদ্ধ আছে। তাহা হইলেই এই যন্ত্রে স্বাভাবিক তিনটি পূর্ণ সপ্তক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ সপ্তকের সা মাত্র পাওয়া যায় এবং তারার উচ্চ সপ্তকের স্বর জ্ঞাপনার্থ সেই স্বরের মস্তকোপরি একটা বিন্দু স্থাপিত করা গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকটিতে উদারার পঞ্চম হইতে তারার উচ্চ-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত সুর পাওয়া যায়।\*

এডওয়ার্ড্ এফ্ রিম্বল্ট্ এল, এল, ডি ( Edward F. Rimbault L. L. D ) সাহেবকৃত পিয়ানযন্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ইহুদীদিগের দেশে কানুন যন্ত্র “নাবি” অথবা “সালটরি” † ( Psaltery ) নামে বিখ্যাত ছিল।

রোসেলিনি বলেন, খ্রিস্ট সলমান ভারতবর্ষ হইতে মেহগনী কাষ্ঠ ( সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে নন্দিক কাষ্ঠ বলে ) আনাইয়া সালটরি যন্ত্র প্রস্তুত করাইতেন। ইহুদীয় সালটরি যন্ত্রে ১০টি, ১২টির অধিক

\* বাদকগণ প্রয়োজনানুসারে ঐ বাইশটি স্বরই কোমল ও তীব্রভাবে বিকৃত করিয়া লইতে পারেন।

† ডলসিমার নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র সালটরির প্রকারভেদে তৎকালে প্রস্তুত হইত, ডলসিমারের আকার ত্রিকোণ, ইহা প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, এবং ইহাতে পঞ্চাশটি তার একটা সেতুর উপর দিয়া কীলকে আবদ্ধ থাকিত। ডলসিমার যন্ত্র সম্মুখে সমতল ভূমিতে স্থাপনান্তর উভয় হস্তের তর্জনীতে মহিষশৃঙ্গ নিম্নিত দুইটি অঙ্গুলিত পরিধান করিয়া উহা বাজাইবার রীতি ছিল। ১৫৪০ খৃষ্ট অব্দে ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ডলসিমার ইংলণ্ড দেশে বহুল ভাবে প্রচলিত হয়। কথিত আছে, রাজাধিরাজ-অষ্টম হেনরী পীড়িতাবস্থায় ডলসিমার শ্রবণ করিলে অনেক সুস্থ হইতেন, সেইজন্য রাজপ্রাসাদের প্রায় প্রতি গৃহেই এক একটা উক্ত যন্ত্র সংস্থাপিত থাকিত। খ্রিস্ট জারমেন দেশীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার অটমেরাল লুসিনিয়ান বলেন, ডলসিমার জারমেন দেশে হ্যাকবোর্ড নামে খ্রিস্ট ছিল। হ্যাকবোর্ড যন্ত্র উভয় হস্তে দুইটি শলাকা বা দুইটি তাড়নী লইয়া বাজাইবার রীতি ছিল।

তার প্রায় থাকিত না। সাল্টরি, হারপ্, লাইয়ার, শাযুক\* প্রভৃতি যন্ত্র, সমুদয়ই প্রায় এক জাতীয়, তবে নিৰ্মাণগত ও উপাদানগত ভেদে ধ্বনির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ১১১৮ খৃষ্ট অব্দে নানাবিধ সাল্টরির চিত্রময় প্রতিক্রমপ্যারিসের কৌতুকাগারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। (MS) তৎকালে স্পেনদেশে উক্ত যন্ত্রকে কণ্টিকম্ বলিত, অত্যাশ্চর্য বীণাজাতীয় যন্ত্রের স্থায় অঙ্গুলিত্র অথবা কেবলমাত্র অঙ্গুলিদ্বারা সাল্টরি বাজান রীতি ছিল।

খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুইলাম নামক জনৈক শিল্পী কর্তৃক ইটালীদেশে কানুন যন্ত্রের প্রতিক্রম সিটোল্ নামে একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। সিটোল্ যন্ত্র তাড়নী বা অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত না হইয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলীদ্বারা বাজিত। মিষ্টার ফেটিস্ সাহেব বলেন, সিটোল্ যন্ত্র হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ইটালীদেশেই ক্লাভিকর্ড্ নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্লাভিকর্ড্ বেলজিয়ম্ এবং জারমেনী দেশে প্রস্তুত হইতেও আরম্ভ হয়।\* ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্রকে অনুকরণ করিয়া খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীতে ক্লাভিসিথিরীয়ম্ (Clavicytherium বা Keyedcithara) অথবা সকুল্লিক সেতার নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রসিদ্ধ লুসিনিয়াস্ এবং মারসেল বলেন, ক্লাভিসিথিরীয়মের আদি উৎপত্তি সেতারগণ হইতে।

\* শাযুক যন্ত্র বৃহদাকার সামুদ্রিক শযুক আবরণ দ্বারা প্রস্তুত হইত, সেই জন্ত ইহার নাম শাযুক হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিবেন, শাযুক শব্দের অর্থটা সংস্কৃত শব্দগত হইতেছে যথা—শযুকাত্ জাত ইতি শযুক।

\* ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথিরীয়ম এই দুইটা যন্ত্রের মধ্যে কোনটা অগ্রে এবং কোনটা পরে প্রস্তুত হয়। এতৎ সম্বন্ধে তার যন্ত্রের ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মিঃ ফেটিস্ সাহেবের মতে ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্র অগ্রে জাত।

† বীণা জাতীয় যন্ত্র সামান্ত অন্যান্য দেশে প্রায় সেতার নামে ব্যবহৃত হইত।

অনন্তর ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথেরীয়ম্ ক্রমশ্ ভার্জিনেল্<sup>©</sup> স্পিনেট্  
 \* \* হার্পসিকর্ড্ প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হয় ।

হার্পসিকর্ড্ দেখিতে অবিকল অধুনাতন অনুপ্রাহ মহাপিয়ান  
 ফোর্ট যন্ত্রের আয় ছিল । হার্পসিকর্ডের অনুকরণে হার্পসিকর্ডের উৎপত্তি ।  
 বেলজিয়মের অন্তঃপাতী আর্টর্প নগরবাসী প্রসিদ্ধ রকর্ কর্ভর্ক  
 হার্পসিকর্ডের বিশেষ চমৎকারিত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ হয় । ১৭২০ খৃষ্টাব্দে  
 ইটালীদেশের অন্তঃপাতী টস্কানী প্রদেশের রাজধানী পাডুয়া  
 নগরবাসী সিগনর বার্ভিলোমিয়া কৃষ্টিফালী ( Signor Bartilomnio

©Some authors have supposed that the name of this  
 instrument was intended to convey a complement to Queen  
 Elizabeth—the “Virgin Queen”; but what we have just  
 stated shows that the virginal was known anterior to the  
 date of her birth, Dr. Jhonson suggests that the instrument  
 was so called “because played upon chiefly by young Ladies”.

\*\* সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা যেমন বীণাযন্ত্রকে মহম্মাদেহের অন্তর্কৃতি  
 বলিয়া লিখিয়াছেন, তেমনি প্রসিদ্ধ মার্সেনাসের মতে স্পিনেট যন্ত্রকে  
 মহম্মা দেহের প্রতিকল্প বলিয়া লিখিত হইয়াছে । মার্সেনাস বলেন,  
 “The Sounding boards are the inuscles ; the cross bars, the  
 bones ; and the strings the organs of speech.” But what  
 is more valuable he adds, “the Spinnet had ordinarily forty  
 nine strings of which the lower thirty were made of cotton,  
 because that was strongest and deepest, and the higher ones,  
 nineteen in number were of steel and iron... There were  
 but Six or Seven sizes of strings ; but if the spinet were  
 made in real perfection, there would be strings of different  
 sizes, suited purposely to every note. Even in the length  
 of strings the makers are, careless and everythings.  
 depends upon the tension.”

Christophali) রোমের নাট্যালায় ঐক্যবাদন জন্য ফুরেন্স নগরে পিয়ানফোর্ড যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ফ্রান্স দেশীয় হার্পসিকর্ড নির্মাতা মেরিয়স্ (Merins) পিয়ান যন্ত্র নির্মাণ করিয়া স্বদেশে প্রচলন করেন। এইরূপ স্বল্পকাল মধ্যে এই পিয়ানযন্ত্র ইউরোপীয় সর্ববাদিসম্মত ও সর্বদেশপ্রচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহার নির্মাণ-কৌশল, ধ্বনিপারিপাট্য প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতিসাধন জন্য নানাদেশীয় শিল্পীগণ বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এ ব্রড্ উড্ কলর্ প্রভৃতি পিয়ান নির্মাতৃগণ এতৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল, আমাদের দেশে এই কানুন যন্ত্রের প্রতিক্রম স্বরূপ 'সুরপুরা' নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়াছি যন্ত্রকর্তা এরূপ যন্ত্রনির্মাণে বঙ্গদেশীয় কোন এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—সেই মহোদয়ই আবার সেই যন্ত্রের নামকরণ করেন। কলিকাতাস্থ কোন এক প্রসিদ্ধ যন্ত্রনির্মাতা সেই যন্ত্রের নির্মাণবিধি সম্পাদন করেন। সেই নির্মাতার নিকট হইতে আমরাও অবিকল সেইরূপ অথচ তাহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও উৎকৃষ্টতর আর একটা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। সুতরাং সেইটা নূতন যন্ত্র নহে, আমাদের দেশে ইহা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। আমরা জানি, অনেক মুসলমান সঙ্গীতদর্শী এতদ্বাদনে বিশেষ কুশলী। বস্তুতঃ এ যন্ত্র কানুনের অনুরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এডওয়ার্ড নরম্বলডের পিয়ানফোর্ড নামক গ্রন্থে ডল্‌সিমার অধ্যায়ে তাহা একটি চিত্রময় প্রতিক্রম দৃষ্ট হইবে। সুতরাং এ যন্ত্র নূতন বলিয়া কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। যে যন্ত্র মিসরে কাতুন, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে কানুন বলিয়া প্রচলিত, যাহার অনুকরণে অবশেষে ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ যন্ত্র 'পিয়ান' প্রস্তুত হইয়াছে, সে যন্ত্র যে ভারতের সহস্রাধিক বৎসর প্রচলিত কাতায়ান-বীণা তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল।

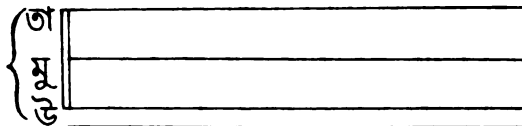
## সংখ্যা ১৫।

### প্রসারণী-বীণা।

ছইটি চিকারি পরিত্যাগে পাঁচটি কানবিশিষ্ট একটা কচ্ছপী-বীণার দণ্ড পার্শ্বে অপর তিনটি কীলকযুক্ত একটা ক্ষুদ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলেই প্রসারণী-বীণা হয়। এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটীতে ১৬ খানি এবং অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দণ্ডটীতেও ১৬ খানি, সাকল্যে ৩২ খানি সারিকা অবিকল কচ্ছপী আদি বীণার অনুরূপে বিস্তৃত থাকে। প্রধান দণ্ডস্থ পাঁচটি তার কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জণী-বীণার মত বন্ধন করার রীতি আছে এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থিত তারত্রয় প্রধান দণ্ডের তার বন্ধনের মধ্যসপ্তক করিয়া বাঁধিতে হয়, অর্থাৎ প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্নবিশিষ্ট তারটি যে সুরে বাঁধা থাকিবে, ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ দুই চিহ্নবিশিষ্ট তারটি তাহা অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হইবে। কিন্তু প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্নবিশিষ্ট তারটি উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধার রীতি আছে, সুতরাং ক্ষুদ্র দণ্ডের দুই চিহ্নবিশিষ্ট তারটি উদারার ষড়্জ সুরে আবদ্ধ হইবে। অপরোপর তারগুলি যে যে সুরে বাঁধিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

#### প্রধান দণ্ড

১      ২      ৩      ৪      ৫

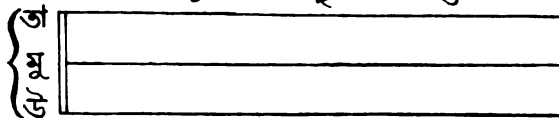


নিম্ন অতিরিক্ত রেখা

ম      সা      সা      ম      প

#### ক্ষুদ্র দণ্ডিকা

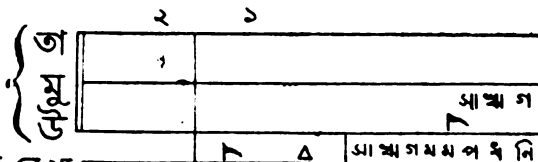
১              ২              ৩



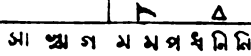
ম              সা              প

সেতারাদি অগ্ৰাণ্ণ যন্ত্র যে পদ্ধতিতে বাজাইতে হয়, ইহার বাদন-প্রণালী অবিকল তদনুরূপ নহে। প্রসারণী সমতল স্থানে বা ক্রোড়ে ঠিক সমভাবে শায়িত করিয়া বংশ বা কাষ্ঠ নির্মিত একটা ক্ষুদ্র শলাকা দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিযোগে ধারণ করণানন্তর তাহারই আঘাতে বাজাইতে হয় এবং বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী তারের উপরে সারিকায় সারিকায় টীপ ও ঘর্ষণ সহকারে সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতই যন্ত্রের সারিকা শূন্যস্থানে হওয়া উচিত। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে শলাকার পরিবর্তে কোণসও ব্যবহার করিতে পারেন। প্রসারণী-বীণাতে নিম্নলিখিত নিয়মে দুই দণ্ডে সাকল্যে সার্কট্রিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

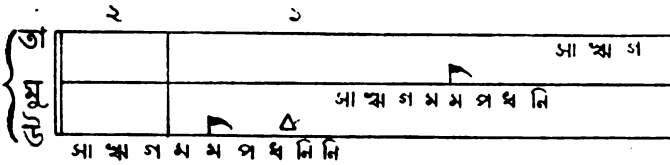
প্রধান দণ্ড



নিম্ন অতিরিক্ত রেখা



ক্ষুদ্র দণ্ডিকা



এই যন্ত্রে দুইটা দণ্ড যোজনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক স্বর অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু অপরাপর বীণাদিতে সার্কট্রিসপ্তকের অধিক স্বর পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে সার্কট্রিসপ্তক পর্য্যন্ত অক্লেশে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান দণ্ডস্থ তারের সুর নীচ এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ তারের সুর এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধা থাকাতে বাদন-কালে সময়ে সময়ে উভয় দণ্ডের উচ্চ ও নীচ সুর যোগ দিলে বাজ,

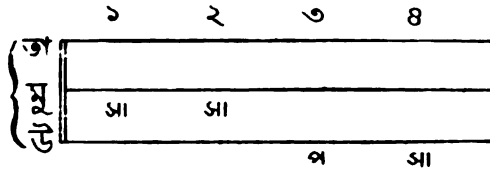


বিশেষ অলঙ্কৃত ও গুণিতে অতীব মধুর হয়। প্রসারণী বীণাটীও আধুনিক যন্ত্র।

### সংখ্যা ১৬।

#### স্বরবীণা।

স্বরবীণা সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী অতি প্রাচীন যন্ত্র, ইহা দেখিতে অনেক অংশে রবাবের মত। ইহার ধ্বনি কোষটী অলাবু নির্মিত এবং দণ্ডাদি অবশিষ্ট অবয়ব সমুদয় কাঠের। রবাবের ধ্বনিকোষ যেমন চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে, ইহার ধ্বনিকোষ তৎপরিবর্তে কাষ্ঠ ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। স্বরবীণার তার চারিটা নিম্নলিখিত স্বরে আবদ্ধ থাকে। যথা—



এই যন্ত্রে উদারা মুদারা, ও তারা এই তিনটা পূর্ণ সপ্তক পাওয়া যায়।

### সংখ্যা ১৭।

#### মোচঙ্গ।



মোচঙ্গ যন্ত্র বিশুদ্ধ লৌহ দ্বারা নির্মিত হয় এবং দেখিতে কতকংশে ত্রিশূলের অগ্রভাগের মত। ইহার মধ্যভাগে একখানি পাতলা সরু লৌহার পাত সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটী বামহস্তের সাহায্যে দণ্ডদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা উক্ত লৌহার পাতে আঘাত

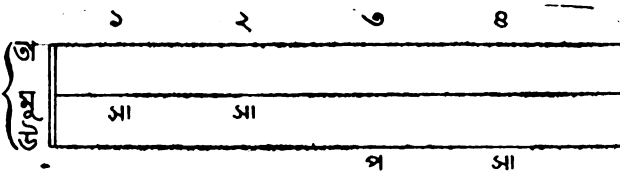
দিয়া বাজাইতে হয়। ইহাতে একটির অধিক স্বর প্রায় নিষ্পন্ন হয় না।

স্বরের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রতি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। মোচঙ্গ বাজাইবার এইটাই বিশেষ কৌশল। যাহারা সর্বদা মোচঙ্গ ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়ই দুরোগে ও শ্বাসরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদিচ এই যন্ত্রের সন্তোষজনক ধ্বনি-মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আভ্যন্তরিক ঐক্যতানিকা সহযোগে বাদিত হইলে একপ্রকার শুনিতে মন্দ লাগে না। নিপুণ মৌচাঙ্গকেরা ময়দা বা মোমদ্বারা মোচঙ্গের স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, কোন কোন সঙ্গীত কুতূহলী মহাত্মা ইহাকে ভারতবর্ষীয় হার্প বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু আমরা একথা যুক্তিমুক্ত বোধ করি না। যেহেতু ইহাতে হার্পের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না।

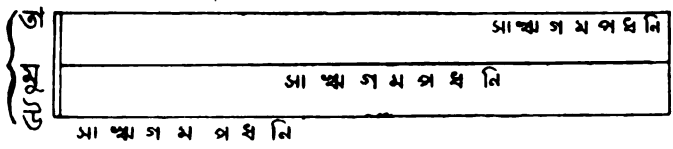
## সংখ্যা ১৮।

### সারঙ্গী।

সারঙ্গী যন্ত্রটি অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। ইহার ধ্বনিকোষ ও দণ্ড উভয়ই একখানি অথগু কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত, ধ্বনিকোষটি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটি কাষ্ঠের পট্ট্রিতে আবৃত হইয়া থাকে। দণ্ডের উর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটি করিয়া চারিটি কীলক এবং চারিটি কীলকে চারিগাছি তন্তু সংবদ্ধ করা যায়। দণ্ড পার্শ্বে নির্মাতার ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটি কীলক ও তাহাতে কীলক সংখ্যানুগত পিঙ্গলনির্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা থাকে। উল্লিখিত প্রধান চারিটি তন্তু অর্থাৎ তাঁত নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন সুরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—



এই যন্ত্র ক্রোড়ে লম্বভাবে বক্ষঃস্থলের ঠেস্ সহকারে স্থাপন করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অপর চারিটা অঙ্গুলির নখের ঘর্ষণে এবং দক্ষিণ হস্তধৃত ধনুদ্বারা বাজাইতে হয়। নখের ঘর্ষণগুলি তন্তুর পার্শ্বে পার্শ্বে হওয়া উচিত। সারঙ্গী যন্ত্রে নিম্নে প্রদর্শিত নিয়মে পূর্ণ ত্রিসপ্তক প্রতিপন্ন হয়। যথা—



সারঙ্গী কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির সুন্দরামুগত সামাজিক নৃত্যশালায় ব্যবহৃত হয়। সারঙ্গীর ধ্বনি অতীব মধুর, অথচ কঠিনরামুরূপ, এমন কি কখন কখন সুকণ্ঠী স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠের স্বরের সহিত ইহার ধ্বনি একরূপ সমন্বয়ে মিলিত হইয়া যায় যে উৎকম সুরঙ্গ সঙ্গীত ব্যবসায়ীরাও অতিকণ্ঠে উভয়ের পার্থক্য সহসা স্থির করিতে পারেন না, যন্ত্রধ্বনি ও কঠিনর দুইই এক বলিয়া প্রতীতি হয়। এই যন্ত্রটি যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বহুলভাবে প্রচলিত ও ধনুস্ততযন্ত্রের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহা জন্ বিসপ্ কত্বক্ অমুবাদিত বেঞ্জিয়ম রাজ্যের রাজধানী ব্রসেল্ নগরস্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ্, জে, ফেটীস্ সাহেবকৃত সুবিখ্যাত বাহুলীন নিম্নাতা এস্টেডিভে-ভেরিয়াসের জীবন বৃত্তান্ত এবং ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। কথিত আছে, খৃষ্ট জন্মের ৫০০০ বৎসর পূর্বে মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজাই এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করেন। পরে নানা দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

অবয়বভেদে নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইউরোপের 'ভায়লিন্', চীনের 'আর-হীন', জাপানের 'কোকীন', পারস্যের 'কামাঞ্চ' সারঙ্গীর অবয়বভেদে মাত্র, এসিরিয়া দেশেও ইহা অপ্ৰচলিত ছিল না।

## সংখ্যা ১৯।

### এস্‌রার।

এস্‌রার যন্ত্রটি অতি আধুনিক সেতার ও সারঙ্গী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। এই যন্ত্রের খর্পর হইতে দণ্ড পর্য্যন্ত সমুদায় অবয়বটি কার্ণনির্মিত। খর্পরটি কতকাংশে সারঙ্গীর স্থায় এবং দণ্ডটি অবিকল সেতারের দণ্ডের অনুরূপ। দণ্ডের উপরিভাগে যোজিত পাঁচটি কৌলকে পাঁচটি তার আবদ্ধ করা যায়। সেতারের পাঁচটি তার যে যে ধাতুনির্মিত এবং যে যে সুরে বাঁধা থাকে, ইহার তার পাঁচটিও ঠিক সেই সেই ধাতুনির্মিত ও সেই সেই সুরে বাঁধিবার রীতি আছে। অধিকন্তু ইহাতে পিত্তলের পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার সংখ্যা এবং সুরবন্ধন বাদকের ইচ্ছার অধীন। ইহার পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি পৃথকরূপে বাদিত হয় না, প্রধান তারের কম্পনেই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। বাদকগণ বামহস্তের আলগোচা আশ্রয়ে যন্ত্রটি লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণহস্তে ধৃত ধনুদ্বারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সেতার বাদনের প্রণালীতে ইহার বাদনে বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটি অঙ্গুলিরই সমধিক ব্যবহার দেখা যায়। এস্‌রারের লৌহ নির্মিত নায়কী তারটাই সর্বদা বাদিত হইয়া থাকে, অপর তারগুলি প্রায় সুরসহযোগিতার জন্যই ব্যবহার। এই যন্ত্রও কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির গানের মধুরতা বর্ধন নিমিত্তই প্রয়োজনীয় এবং তাহাদিগের গীতানুবর্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন সেতারাди যন্ত্রের স্থায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপেও বাদিত হইতে দেখা যায়।

সংখ্যা ২০।

মায়ুরী বা তায়ুশ্ ।

মায়ুরী-যন্ত্র এস্রারের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটি কাষ্ঠাদিনির্মিত ময়ুরের সগ্রীবা মুখ যোজিত থাকিতে দেখা যায়। ময়ুরাস্যসংযোগে নির্মিত হয় বলিয়াই এই যন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় 'মায়ুরী' ও পারস্য ভাষায় 'তায়ুশ্' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ধারণ, স্বরবন্ধন, বাদন ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই এস্রারের গায়। বঙ্গগত্যা ইহা অতি আধুনিক যন্ত্র। বিবিধ অনুসন্ধানে বোধ হয় উত্তর পশ্চিম হিন্দুস্থানীয় কোন ব্যক্তি ৪০ বৎসরের মধ্যে এস্রার যন্ত্রে একটা ময়ুরাস্য যোজন্য করিয়া তায়ুশ্ নামে বিখ্যাত করিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় ময়ুরকে তায়ুশ্ বলে। কেহ কেহ বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলীয় সেরারাম নামক জনৈক শিল্পীকে প্রথম তায়ুশ্ নির্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংখ্যা ২১।

অলাবু সারঙ্গী।

অলাবু সারঙ্গী সারঙ্গীর প্রকারভেদ মাত্র। বিশেষের মধ্যে এই যে, সারঙ্গীর সমুদায় অবয়বটী দারুনির্মিত। ইহার খর্পর হইতে প্রায় দণ্ডপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্ভাগটী একটী অখণ্ড অলাবু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে এই যন্ত্রের খর্পরটী কখন কখন নারিকেলের খোলের দ্বারা নির্মিত হইত। অলাবু সারঙ্গীর অঙ্গুলি-স্থান, ধ্বনি-পটুক প্রভৃতি অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কাষ্ঠের। ইহার প্রধান তন্ত্র, পার্শ্বতন্ত্রিকা, সপ্তকের সংখ্যা, স্বরবন্ধন এবং প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই সারঙ্গীর গায়; কিন্তু ধারণ ও বাদন প্রণালীতে সারঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষিত হয়। সারঙ্গীর গায় যন্ত্রটী ক্রোড়ে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়। ইহার পশ্চিম সন্নিকটস্থ খর্পরংশ

বামহস্তকে স্থাপন পূর্বক বামহস্ত কিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত করিয়া উক্ত হস্তের তালু ও অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিতে হয়; এবং বাদনকালে সারঙ্গীতে যেমন তন্ত্র নীচে নীচে বামহস্তের নখরের ঘর্ষণে স্বর নির্গত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎপরিবর্তে তারের উপরে উপরে অঙ্গুলির চীপযোগে ইউরোপীয় বাহুলীনের রীতিতে সুর-সকল প্রদর্শিত করিতে হয়। ফলতঃ বাহুলীন এবং অলাবু সারঙ্গী এতদুভয়ই একজাতীয়, সেই জন্ত কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে ভারতবর্ষীয় বাহুলীন বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক, অলাবু সারঙ্গী অতি প্রাচীন বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

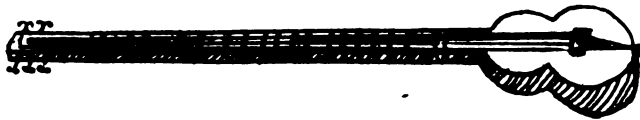
সংখ্যা ২২।

মীন-সারঙ্গী।

মীন-সারঙ্গী এস্রারের রূপান্তর মাত্র। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, মীন-সারঙ্গীর ধ্বনিকোষ হইতে দশপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাঙ্গাগটী একটী অখণ্ড দীর্ঘাকার অলাবু নিশ্চিত। ইহার সারিকার সংখ্যা ও বিস্থাস, কীলক, তারের সংখ্যা ও যোজনা, পার্শ্বতন্ত্রিকার নিয়ম, সুরবন্ধন, ধারণ, বাদন, অঙ্গুলিবিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এস্রারের অনুরূপ। যন্ত্রের ধর্পরের মূলদেশে কাষ্ঠাদিনিশ্চিত একটী মৎস্যের মুখ যোজিত থাকে বলিয়াই ইহাকে মীন-সারঙ্গী বলে।

সংখ্যা ২৩।

সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ।



সুরসঙ্গ যন্ত্র দেখিতে এস্রারের স্থায়। এস্রারের যে যে অঙ্গ যে যে উপাদানে নিশ্চিত হয়, ইহারও তন্ত্র অংগবৎ সেই সকল উপাদানেই

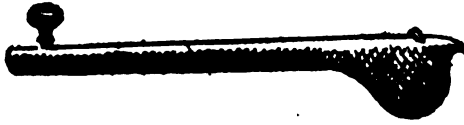


সারঙ্গী যন্ত্রটি সারিন্দার অনুকৃত, অথবা সারিন্দা সারঙ্গীর অনুকৃত । ইহা স্থির করা কিছু কঠিন ।

বস্তু সম্বন্ধীয় উন্নতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় সারিন্দাই আদিম যন্ত্র, কাল সহকারে দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হইয়া সারঙ্গীর আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাতেও একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয় ; যেহেতু সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে সারিন্দার নামোল্লেখ নাই, তবে সারঙ্গা নামক যন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায় । বোধহয় সারঙ্গারই নামাপভ্রংশে সারিন্দা হইয়া থাকিবে । সারঙ্গীর নাম প্রায় সকল গ্রন্থেই লক্ষিত হয় । যাহা হউক, উভয় যন্ত্রই অতিপ্রাচীন ।

## সংখ্যা ২৫

### একতন্ত্রিকা বা একতার।

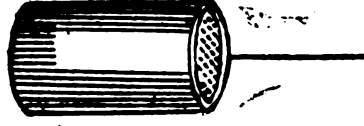


চম্বাচ্ছাদিত একটা অলাবু খর্পরে একটা বংশদণ্ড যোজিত এবং সেই বংশদণ্ডের উপরিভাগে একটীমাত্র কীলক সংবদ্ধ করিলেই একতন্ত্রিকা বা একতার। যন্ত্র প্রস্তুত হয় । উক্ত কীলকে একগাছি লৌহতার সংযোজিত থাকে । বাদকগণ ঐ তারটী স্বীয় কঠের অনুসারী করিয়া আবদ্ধ করিয়া লয় । এই যন্ত্রবাদনে বাদকের কিছুমাত্র পারিপাটা নাই, যন্ত্রটী দক্ষিণ স্বন্দে স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনীদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তুমুরা-বীণার অনুরূপে বাজাইতে হয় । এক-তন্ত্রিকা যন্ত্রটী অতি প্রাচীন এবং একতন্ত্রী-বিশিষ্ট বলিয়াই একতন্ত্রিকা নামে পরিচিত । ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় এই যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায় । বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি ভিক্ষাপঞ্জীবী ব্যক্তিরাই প্রায় এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাম্যগান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে, তন্ত্রিগ্ন অল্প কোন সম্প্রদায় দ্বারাই এ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না ।



সংখ্যা ২৬

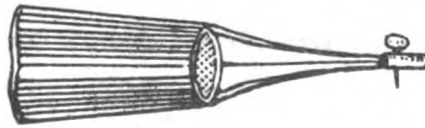
আনন্দ-লহরী



আনন্দ-লহরী গ্রাম্যযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। প্রায় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত একটা শূন্যগর্ভ কাঠের খোল, একগাছি তন্তু এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত একটা মৃন্ময় বা কাঠনির্ম্মিত ভাণ্ড, এই তিন প্রকার উপকরণে আনন্দ-লহরী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উল্লিখিত খোলটার এক মুখ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকা আবশ্যিক এবং সেই আচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করিয়া পূর্ব্ব কথিত তন্তুর এক প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত উক্ত মৃন্তিকাদি নির্ম্মিত ভাণ্ডের আচ্ছাদক চর্ম্মের মধ্যস্থিত ছিদ্রে সংলগ্ন করিতে হয়। যন্ত্রের কাঠ-নির্ম্মিত খোলটা বামস্বন্ধে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ভাণ্ডটা বামহস্তে সবলে আকর্ষণ করত দক্ষিণহস্তে ধৃত শলাকাদ্বারা তাঁতে আঘাত করিলে বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। বামহস্তের আকর্ষণের নূনাতিরেকেই সুরে উচ্চ-নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটীও ভিক্ষুকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

সংখ্যা ২৭

গোপী যন্ত্র



একটা সার্কহস্ত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থিযুক্ত প্রান্তের

ছয়-সাত আঙ্গুল অখণ্ডভাবে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ চারি সমান ভাগে চিরিয়া তাহার দুই অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দুই অংশ থাকে, তাহার প্রান্তে আনন্দ-লহরীর খোলের অনুরূপ একটা অলাবু নির্মিত খোল আবদ্ধ করিয়া তাহাতে আনন্দ-লহরীর স্রীতিতে একটা লৌহের তার সংলগ্ন করত ঐ তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটা কীলকে সংবদ্ধ করিতে হয়। যন্ত্রদণ্ডের প্রায় মধ্যস্থল দক্ষিণ হস্তের তর্জনী পরিত্যাগে অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জনী দ্বারা তারটীতে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। দণ্ডধারক অঙ্গুলি চতুষ্ঠয়ের আকৃষ্ট ও প্রসারণে ইহার স্বরের নীচতা ও উচ্চতা প্রকাশ পায়। এ যন্ত্রটীও বাউল প্রভৃতি ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

### ততযন্ত্রের উৎপত্তি

যে সকল ততযন্ত্রের বিষয় পূর্বে বিবৃত হইল তাহাদের মধ্যে যে অনেকেই এই আসিয়া বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাদেশে নানাবিধ সংজ্ঞায় প্রচলিত হইয়াছে, অঙ্গভেদে বিবিধ-বিলাসিত প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। তাহার কোথাও অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে, কোথাও বা আকারে কতক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কত যন্ত্রের আদিম প্রকৃত সংজ্ঞা দেশভেদে ভাষাভেদে বর্ণগত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে, মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, সেই একই যন্ত্র কোন এক দেশবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম বা আকার ধারণ করিয়াছে—তাহাদের বিলাস বিভ্রম বিভিন্ন হইয়াছে। কত যন্ত্র অধুনাতন প্রসিদ্ধতম যন্ত্র সকলের পত্তন ভূমি-স্বরূপ হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বিভিন্নদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য সমালোচনা করিতে গিয়া এইরূপ কত সত্য আবিষ্কার

করিতেছেন। অবশেষে এমন দিন আসিবে যদিনে আমাদের এই  
 বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে, পশ্চিমে পারস্য বা মিডিয়াঃ  
 দেশান্তর্গত ইরাণ প্রদেশ, পূর্বে মগধদেশ, দক্ষিণে বিষ্ণুগিরি এবং  
 উত্তরে হিমাচল, এই চতুঃসীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিবাসীদিগের  
 নিকট ইউরোপ অগ্ণাত অনেক বিষয়ের জ্ঞায় অধিকাংশ সঙ্গীত-  
 যন্ত্রের বিশেষতঃ ততযন্ত্রের নিমিত্ত চিরকালের জ্ঞান অধর্মণ রহিয়াছে।  
 আমাদের এই মত। আবার যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি, 'তাহা  
 হইলে জানিতে পারি যে, প্রায় সমুদায় ইউরোপীয় সঙ্গীত-ইতিহাস  
 লেখকগণও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ অমুমোদন করেন, তাঁহারাও  
 বলেন, 'আমাদের দেশে যে সকল প্রসিদ্ধতম সঙ্গীতযন্ত্র প্রচলিত আছে  
 সে সমুদয়েরই আদিম স্থল পূর্বাঞ্চল—সকলেরই মধ্যে কোনটাই  
 পূর্বাঞ্চলীয় যন্ত্র সকলের অনুকৃতি, কোনটাই বা তাহাদের আকার  
 পরিবর্তন সম্ভূত'। সুপ্রসিদ্ধ ফিটসের (Fetis) মতেও পূর্বাঞ্চলই  
 ইউরোপীয় সঙ্গীতদেবীর শৈশবদোলা। তিনি বলেন 'এই পশ্চিমাঞ্চলে  
 এমন কিছুই নাই যাহা পূর্বাঞ্চল হইতে আসে নাই।\* যদিও  
 ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্বাঞ্চলকে যাবতীয় সঙ্গীত যন্ত্রের জন্মদেশ  
 বলিয়া মুক্ত কর্তে স্বীকার করেন, তথাপি কেহই এই পূর্বাঞ্চলীয় কোন  
 এক দেশবিশেষকে আদিম জন্মভূমি বলিয়া সম্মান প্রদান করিতে চান  
 না। তাহাদের মতে সমুদয় যন্ত্রের জন্ম ইউরোপ কি মুখ্যসম্বন্ধে বা  
 কি গৌণসম্বন্ধে প্রধানতঃ মিসর, আরব, আসিরিয়া ও ভারতবর্ষ এই  
 কয় দেশের নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দেশ যে  
 প্রকৃত জন্মভূমি তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। সকলেরই  
 এখানে মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাবিদগণ কাল নির্ণয়ে হতাশ  
 হইয়াছেন। স্মৃত্যুতঃ তাহাদের জন্মকাল এত প্রাচীন যে ইতিহাসের  
 অধিকারের বহির্ভূত, আর তাহার সেই বহির্ভাগ এক ঘন বিস্তীর্ণ

\*Antoine Stradivari & C on the Bow-instruments By M. Fetis.  
 Page 9.

যবনিকা দ্বারা অন্তরিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন  
 যে, কতকগুলি যন্ত্র মিসর দেশ হইতে, কতকগুলি আরব দেশ হইতে,  
 কতকগুলি বা আসিরিয়া হইতে এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে  
 অবিকল অবস্থায় বা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়ার অগ্ণাণ দেশে ও  
 ইউরোপে সমানীত হইয়াছে। সমুদায় ধনুস্তত যন্ত্রের ও অধিকাংশ  
 অগ্ণাণবিধ ততযন্ত্রের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ তদ্বিষয়ে সকলেই এক  
 অবিসম্বাদী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মনসিয়র সনিরাট  
 (M. Sonnerat) বলেন যে, “যাবতীয় ধনুস্তত যন্ত্র পুরাকালে কি  
 আসিরীয়, কি হিব্রু, কি মিসরীয়-ইহাদের মধ্যে কাহারও পরিচিত ছিল  
 না। যদিও কোন কোন ইতিহাস লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, হিব্রুদের  
 ওরূপ কতকগুলি যন্ত্র ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেরই অঙ্গুলি একে  
 ধনুঃ বলিয়া ভ্রম ছিল। বস্তুতঃ ও ধনুস্তত যন্ত্র সকল ভারতেরই। রাবণাশ্রম  
 নামে হিন্দুদিগের যে এক অতি পুরাতন ধনুস্তত যন্ত্র আছে তাহা  
 প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাবণ নিৰ্মাণ করিয়া  
 স্বনাম প্রসিদ্ধ করেন। চীনের উরংহীন, জাপানের কোফিউ, হিন্দুদের  
 সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব ও পারস্যের কেমান্গে ও রবাব এ সকলই  
 সেই একই যন্ত্রের প্রতিক্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিক্রম  
 যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে  
 তাহা কতক সম্ভবপর।”\* এফ্ জে ফিটিস্ তাহার রেজুমি ফিলসো-  
 ফিকুই দে লা হিষ্টোরিই দে লা মিউসিকুই (Resume Philosophique  
 de la histoire de la musique) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে  
 যাবতীয় ধনুস্তত যন্ত্র ইউরোপ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া আসিয়ার  
 অগ্ণাণ দেশে নীত হইয়াছে। তিনি বলেন, ধনুস্তত যন্ত্র প্রথমতঃ  
 ইটালী হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীসে ও তথা হইতে আসিয়া মাইনরে  
 এবং অবশেষে পারস্য ও আরব দেশে কেমান্গে এরাউসি নামে

\* Voyage Aux Indes Orientales By M. Sonnerat Paris, 1806,  
 vol 1 P, 182

প্রচলিত হয়। কিন্তু আবার ইউরোপীয় ধর্মার্থ যুদ্ধযাত্রীগণ যখন জেরুজেলম হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে সেই যন্ত্রকে আবার স্বদেশে লইয়া যান। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাবণাজ্ঞাই উপরিউক্ত যাবতীয় যন্ত্রের মূল তাহা তিনিই আবার তাঁহার তৎপরকৃত গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, 'যে সময়ে আমি ওরূপ লিখিয়াছিলাম তখন আমি পূর্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম, ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর অবশেষে এই সত্যটি জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্বাঞ্চল হইতে আসে নাই এমন কিছুই এই পশ্চিমাঞ্চলে নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ সর্বদ্বন্দ্ব সম্পন্ন ভাষার (সংস্কৃত ভাষার), উচ্চ সোপানাধিকৃত সভ্যতার, মানবমনের বিবিধচিন্তা ও ভাব পরম্পরার প্রকাশক দর্শনশাস্ত্রের, সর্বদ্বন্দ্বমুন্দর কবিত্বের এবং তত্ত্বাত্মক অধিবাসীদিগের প্রধানতম আমোদপ্রদ সঙ্গীতের প্রাচীনতম চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই ভারতবর্ষ যাবতীয় ধনুস্ত্রযন্ত্রের আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে আসিয়ার অন্যান্য স্থলে সেই সকল যন্ত্র পরিচিত হইয়াছে। অনেক যন্ত্র আছে দেখিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি কোন ধনুস্ত্র যন্ত্রকে আদিম অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহার প্রাচীন সরল ভাবের অনুসন্ধান করিতে যাই, শিল্পনৈপুণ্য যাহার সম্পূর্ণতা সম্পাদনে প্রদর্শিত হয় নাই সেইরূপ যন্ত্রই গ্রহণ করি। ভারতবর্ষীয় রাবণাজ্ঞ প্রভৃতি দৃষ্টি কর'।\* অতদূর যাইবারই বা আবশ্যিকতা কি? যে

---

\* Hindoostan, the country where we derive the most ancient monuments of a well-developed language, of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thought have their expressions of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensibility of the natives finds expression—Hindoostan has it appears, been the birth place of the instruments played with the bow, and has made them

একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সমুদায় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিনাক যন্ত্র। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে দেবাদিদেব মহাদেব কর্তৃক নির্মিত ও তাঁহারই নিতান্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া থাকেন। †

যাহা হউক, সমুদয় ততযন্ত্রই যে পূর্বাঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহারা ধর্মুযন্ত্র সকল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন না হইয়া পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলেন, তাঁহাদের মত যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিটিস্ বলেন 'ভারতবর্ষই যাবতীয় ধর্মুযন্ত্রের জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে

known to other parts of Asia. This does not admit of a moments doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakable marks of their Indian origin. If we wish to find the instrument played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form, where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find it in the ravanastron, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed." Translated from Antoine Stradivere, precede de Rscherches historiques et eretigues sur L'origine et les Transformations des instruments a Archet at M. Fetis.

† এই যন্ত্র দেখিতে ধর্মুকের স্তায়। একটি স্থিতিস্থাপকগুণোপেত যন্ত্র, তাহার ছই সীমা একটা তক্ত দ্বারা অবনত ভাবে আবদ্ধ। ধর্মুকের স্তায় ইহার আঁকার বলিয়া মহাদেব যুদ্ধকালেও ইহার ব্যবহার করিতেন। কি যুদ্ধকালে কি ক্রীড়ার সময়ে কি অস্ত্র কোন সময়ে মহাদেব সকল সময়েই ইহাকে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহার একটা নাম পিনাকপানি।

নীত হইয়াছে। আমি যখন রাবণ ও অমৃতি এই দুই হিন্দু যন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় কেমান-গে আণ্ডজের সহিত তুলনা করি, তখন শেবোস্ত যন্ত্রকে পূর্বোক্ত যন্ত্রের অণুকৃতিমাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না।' একই যন্ত্র যে-কোন এক দেশ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে নামভেদে প্রচলিত হইয়াছে তাহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিরও অননুমোদিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছেন। যে যন্ত্র ইংলণ্ডে 'পাইপ', সেই যন্ত্রই জার্মানির 'ফিফে', ফ্রান্সের 'পিপিউ', গল দেশের 'পিওব', ওয়েলসের 'পিব', সুইডেনের 'পিপা' এবং ডেনমার্কের 'পিঞ্জপ', তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। যে যন্ত্র ইংলণ্ডের 'হার্প' তাহাই জার্মানির 'হার্কে', ফিনলণ্ডের 'হার্পু', আইসলণ্ডের 'হর্পা', হাঙ্গেরীর 'হার্কা', ফ্রান্সের 'হার্পে', স্পেনের 'আর্পা', অ্যাংলো স্যাক্সনদের 'হ্যার্পে' বা 'গ্যার্পে'। যে 'এলউদ্' যন্ত্র আরবের, সেই-ই স্পেনের 'লদ', সুইডেনের 'লুতা', ডেনমার্কের 'ল্যাং', জার্মানির 'লতে', ইটালীর 'ল্যাতো', ফ্রান্সের 'লুং' এবং ইংলণ্ডের 'লিউট'। আবার, যে যন্ত্র পূর্বাঞ্চল হইতে মুরজাতি কর্তৃক প্রথমে স্পেনে নীত হইয়া 'গীটার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সেই যন্ত্রই পরে জার্মানির পার্বত্য প্রদেশবাসীদিগের 'জিতার', নিউবিয়ার 'কিসার', পুরাতন গ্রীসের 'কিতারা' হয়, এবং মূলে সে যে পারস্য ও ভারতের 'সেতার' তাহা এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গ্রীমের নিয়ম (Gremian Law) অনুসারে বলিবেন—স ক গ জ ইত্যাদি শব্দ এক পরিবারের ও পরস্পর পরিবর্তনসহ।

যাহা হউক, পূর্বাঞ্চল প্রচলিত যন্ত্রদিগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় যন্ত্রসমূহের অনেক নাম সাদৃশ্য আছে। কখন না কখন এমন সময় অবশ্যই আসিবে যখন ইহাদের আদিভূমি নির্ণীত হইতে পারিবে।

## শুধির বস্তু

এই সকল যন্ত্র ছিদ্রযুক্ত। এইজন্য ইহাদিগকে শুধির\* যন্ত্র বলে। ইহারা ফুৎকার সহকারে বাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সচরাচর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইবে। এই সকল যন্ত্র প্রথমতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ;—একনল ও দ্বিনল। তাহারা আবার চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে—বংশী-জাতি, কাহল-জাতি, শৃঙ্গ-জাতি ও শঙ্খ-জাতি। বংশী-জাতির মধ্যে মুরলী, সরলবংশী বা লয়-বংশী ও বেণু ইত্যাদি। কাহল-জাতির মধ্যে রৌশনচৌকি, কলম ও সানাই ইত্যাদি। শৃঙ্গ-জাতির মধ্যে শৃঙ্গ, বনশৃঙ্গ ও তুরি ইত্যাদি। শঙ্খ-জাতির মধ্যে শঙ্খ, গোমুখ ইত্যাদি। এই সমুদায় একনল যন্ত্র গেল। দ্বিনল যন্ত্রের মধ্যে কেবল তুব্ড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পারস্য নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের এক একটা সংস্কৃত নামও আছে তাহা ক্রতোকের বিবরণ স্থানে উল্লিখিত হইবে। সুবিধার জন্য তাহারা যে নামে সাধারণতঃ পরিচিত সেই সকল নামেই ব্যবহার করা গেল।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও শৃঙ্গ অতি প্রাচীন যাবতীয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি। যাহাদিগকে শিল্পকৌশলদ্বারা সম্বন্ধ করা যায় তাহারাই যন্ত্রণ। সূতরাং ইহারা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহারা উভয়েই প্রকৃতিপ্রসূত পদার্থ—সত্যতার অনুন্নতির সময়েই প্রথম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। এই সমুদায় যন্ত্রই ততযন্ত্রের স্থায় বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি সভ্য, কতকগুলি বাহির্দারিক, কতকগুলি সামরিক, কতকগুলি গ্রাম্য, কতকগুলি বা

\* 'শুধিরং বিবরণ' বিলং আর, 'গর্ভোহবটো ভূবি স্বভ্রে সরজে শুধিরং ত্রিযু' এই অমরকোষ ও বচনধরানুসারে সরজ বস্তুকে শুধির বলে।

† 'বম' ধাতুর উত্তর 'এ' প্রত্যয়ে 'বস্তু' এই পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ বাহাকে সম্বন্ধ করা যায়।



মাঙ্গল্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি ছই বা তিন শ্রেণীভুক্তও হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :

সভ্য	বাহির্ষাণিক	সাময়িক	গ্রাম্য	মাঙ্গল্য
মুরলী	রৌশনচৌকি	তুরি	গোমুখ	শঙ্খ
বুকা	সানাই	রণশৃঙ্গ	শঙ্খ	গোমুখ
	কলম	শৃঙ্গ	তুবড়ি	রাম-শৃঙ্গ
সরল বংশী*	সরল বংশী		বেণু	

### বংশী-জাতি

সামান্যতঃ ধরিতে গেলে সুমুদায় ফুৎকার যন্ত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা বংশী। কারণ অতি পূর্বকালে প্রথমে সচ্ছিন্ন কোন ফুৎকার যন্ত্র প্রস্তুত হইবার সময় বংশেরই হইয়াছিল, পরে অগ্ণাত উপাদানে ও ইহার নির্মাণবিধি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং বাজাইবার রীতি-নৈচিত্র্য এবং উপাদানের ও ছিদ্রসংখ্যার বিভিন্নতানুসারে নানাপ্রকার আকার ও নাম হইয়াছে। যেমন তৈল, তিলোৎপল স্নেহদ্রব্যই প্রকৃত তৈল, কিন্তু অধুনা এরও সর্ষপাদি জাতদ্রব্য পদার্থও তৈল শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে বংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাকে মুরলী বলা যায়। গ্রীসের অভেনা, রোমের ফিঞ্চলা, মিসরের সিবি এবং অধুনাতন ইংরাজী ফুট, ও জার্মানীদেশীয় এলিমেন্ডি, ইহাদের সঙ্গে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যাহা সরল ভাবে বাদিত হইয়া থাকে পারস্য ভাষায় তাহাকে আলগোজা, বঙ্গভাষায় সরল-বংশী, সংস্কৃত ভাষায় বুকা, ইংরাজী ভাষায় ক্লাঙ্কি-উলেট্ এবং ল্যাটিন ভাষায় ফিঞ্চলামিনিমা বলে। সুমুদয় বংশীই

\* লয় বংশী, সভ্য ও বাহির্ষাণিক এবং শঙ্খ, গ্রাম্য ও মাঙ্গল্য উভয়বিধই হইতে পারে।

নলাকার, বর্জুল, সরল এবং পর্বদোষবিবর্জিত। ইহারা যদিও প্রথমে বংশের হইত, কিন্তু পরে খদির রক্তচন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠের, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুর হইয়া আসিতেছে; সময়ে সময়ে হস্তিদন্তের ও ফটিকেরও হইয়া থাকে; ইহারা শূণ্ণগর্ভ।

ইহাদের দুই সমী—শিরোদেশ ও অধোদেশ, শিরোদেশ প্রায় বন্ধ এবং অধোদেশ মুক্ত থাকে। ইহারা দৈর্ঘ্যে আট-নয় অঙ্গুলি হইতে এক হাত ও ততোধিকও হইতে পারে। যে বংশী মুরলী-পদবাচ্য তাহার বিষয় প্রথমে বিবৃত হইতেছে।

### মুরলী

ইহা নলাকার, বর্জুল ও সরল। ইহার দৈর্ঘ্য নানাপ্রকার হয়, কিন্তু সচরাচর একহস্ত পরিমিতই দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোভাগের তিন অঙ্গুলি পরিমিত নিম্নদেশে একটি ছিদ্র থাকে তাহার নাম ফুংকার রন্ধ। ঐ রন্ধের প্রায় চারি অঙ্গুলি ( কখন কখন তাহারও ) নিম্নে ছয়টি ছিদ্র থাকে। ইহাদিগের সাধারণ নাম তাররন্ধ। পূর্বের ফুটের ন্যায় ইহার দুই পার্শ্বে বন্ধন ( Key ) থাকিত, কিন্তু এখন তাহার আর বড় ব্যবহার নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমায় যেরূপে মুরলী দেওয়া যায় সেই রূপে ইহা তির্ধ্যগভাবে দুই হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়া থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সরলভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত, বাম স্কন্ধের দিকে ইষং অবনমিত করিয়া কোমল ভাবে রাখিয়া বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ করত অভ্যাস আরম্ভ করার বিধি দেখা যায়। মুরলী উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগে টীপ্ দিয়া ধরিয়া বামহস্তের তঙ্কনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলি মুরলীর শিরোদেশ ভাগের তিনটি ছিদ্রের মুখে এবং দক্ষিণ হস্তের ঐ তিনটি অঙ্গুলি নিম্নাহ তিনটি ছিদ্রের উপর বাজাইবার সময় প্রয়োজনানুসারে বিনিয়োজিত করিতে হয়।

পূর্বোক্ত প্রকারে আয়তানুসারে ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা

বাজান যায়। ফুৎকার রক্তকে একটু গালের দিকে হেলাইয়া তাহার উভয় অধরকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে রাখিয়া অধর ও গুঠকে একত্র চাপিয়া উভয়ের মধ্যে ফুৎকার নির্গমনের নিমিত্ত একটু স্বল্প পরিসর ছিদ্ৰ রাখিতে হয়। অধর একটু মুখের দিকে থাকিবে এবং ফুৎকার রক্তের অর্ধেকভাগ মুদিত রাখিবে, গুঠ একটু বাহিরে আসিবে এবং উক্ত রক্তের অনাবৃত ভাগকে আবরণ করিয়া থাকিবে। এক্ষেপে যখন ফুৎকার বাহির হয় তখন প্রায় সমুদায় ফুৎকারই রক্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, ফুৎকার আরম্ভ করিলে তাহার প্রয়োগকালীন বলের নুন্যাধিক্য বশতঃ স্বরেরও উচ্চতা ও নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন মুরলী, ইউরোপে সেইরূপ ফ্লুট (Flute)\*; এ উভয়েই অতি

\*Flute, a wind instrument of considerable celebrity : as it was known in the earliest ages, even the remote one, of fable, we cannot give any precise account either of its origine or the period of its invention. Several species of flutes have been named from their form the materials of which they were composed ; thus, the avena was merely an oaten straw ; the calamus, hollow reeds of different lenth united together. These simple instruments preceded the invention of those bores or holes, by means of which, a pipe gives several sounds. The tibia was a flute originally formed from a bone so called, in the leg of an animal, in tact, wind instruments in general were, for a long time, composed of materials hollowed by nature ; but when the are of forming artificial tube, was discovered, the process was adopted for flute, and they were made of box, laurel, ivory, copper, silver and even of gold.

From expressions annexed to the titles of some of Terenee's Comedies, we learn thar they were represented to the sounds of flutes, and that these flutes were pares, impares, dextre, sinistre, equal and unequal, right and left.

The audria was accompanied with equal flutes, right

প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। উভয়েরই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ উভয় দেশেই এতৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ভারতের মুরলী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ছিল এবং তিনিই ইহার নিৰ্মাতা।

ইউরোপের ফ্লুট পূর্বতন রোমের ফিস্চুলা (Fistula) এবং গ্রীসের আবলুস্ মিনর্ভাদেবীর অতি প্রিয়তম ও তাঁহার দ্বারাই নিৰ্মিত, এইরূপ কথিত আছে। পূর্বকালে ফ্লুট সৃষ্ট হইবার পরেই প্রথমতঃ ইতর জনেরাই ইহাকে ব্যবহার করিত এবং সেইজন্য ইহা তত আদরণীয় ছিল না; কিন্তু যখন গ্রামীয় লোকেরা পারস্যাদি দেশ জয় করে, সেই অবধি তথায় সঙ্গীতের সবিশেষ আলোচনা আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ফ্লুটের এত অধিক আদর হয়, এমন কি, তখন যিনি এই যন্ত্র বাজাইতে

---

and left, "tibiis paribus, dextris et sinistris;" the eunuchus with two flutes, the one right, and the other left, "tibiis duabus, dextra et sinistra; the heautontimorumenos, or the self-tormentor, first with unequal flutes, afterwards, with two right, "primum tibiis imparibus, deinde duabus dextris;" the adelphi, with Tyriah flutes, "tibiis Sarranis;" the phormio with equal flutes, and the hecyra with unequal flutes.

The performer played always upon two flutes at the same time, and placed round his mouth, a species of bandage tied behind the head, in order that the cheeks might not protrude, and for the better management of the breath, the right flute was held by the right, and the left flute by the left hand, the right flute had only two bores and produced low sounds; the left had several bores, and produced higher sounds when the musicians performed upon these two flutes of different sounds, it was said the piece was performed, "tibiis imparibus" or tibiis dextris et sinistris"

না জানিতেন, তিনি ভদ্র পদবাচ্যই হইতেন না । প্লুটার্ক ( Plutarch ) বলেন, বিখ্যাত গ্রামীয় রাজা পেরিক্লিস ইহার সমধিক উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে গ্রীসীয় আক্ষিঙ্কথিয়টরে প্রথম সন্নিবেশিত করেন । আমাদের পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ আসিরিয়া ও মিসরে মুরলীর গায় যন্ত্র অতি পূর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, অবয়বে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না । কথিত আছে, সুসার ( Susa ) প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি মৃন্ময় প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে এইরূপ যন্ত্র ছিল, তাহার আকার অবিকল মুরলীর গায় । কোন সময়ে এবং কি ঘটনায় যে সরূপ যন্ত্র সেখানে পাওয়া গেল, তাহা বলা যায় না । প্রতিমাখানি আসিরিয়া দেশেরই । এস্থলে এইটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদয় ফুংকার যন্ত্রের আদি যন্ত্র শব্দ ।

when they performed upon the two flutes of the same sound, it was said, that the piece was performed, "tibiis paribus dextris," that is to say, if upon those of grave sounds, or "tibiis paribus sinistris," if upon high sounding flutes. Since the invention of the flute, it has undergone a number of changes, both in form and name; some are curved, some are long, others short, small, middle sized, simple, double, right and left, equal and unequal, lastly, these same flutes have been differently named, in various countries; for example, the curved flute of phrygia, was the same as the tityrion of Greece and Italy, or the phaution of the Egyptians called the monavle.

Flutes have a compass of nineteen diatonic interval, viz, from D, first space below the treble clef, to A-sharp ( or B-flat ) the octave above the first leger line, including every chromatic interval; but, generally, only the second octave above the second line treble clef.

Encyclopædia by  
J. F. Danneley

সঙ্গীত ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ চার্লস বর্নি ( Charles Burney )  
 অধুনাতন মতের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন :\*

### সরল বংশী

ইহাকে পারস্য ভাষায় আলগোজা এবং ইংরাজী ভাষায় ফ্লাজ্জি-উলেট (Flageolet) বলে। এরূপ বংশীকে সরল ভাবে ধরা হয় বলিয়া ইহার নাম সরল বংশী হইয়াছে। মুরলীর স্থায় ইহাতেও সাতটি তার-রক্ত ও ফুৎকার রক্তস্থলে একটা বায়ুরক্ত থাকে। সেখান হইতে বায়ু নির্গত হয়। ফুৎকাররক্তে ফুৎকার দেওয়া হয় না, শিরোদেশ আমুক্ত থাকে, সেখানেই ফুৎকার দিলে বায়ুরক্ত মুক্ত রাখিয়া আবশ্যকমত তার-রক্ত সকলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধরিবার রীতি মুরলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ ইহাকে সরল ভাবে ধরিতে হয় এবং উপরিস্থিত চারিটা ছিদ্রে দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুলি এবং নিম্নস্থ তিনটা ছিদ্রে বাম হস্তের তিনটা অঙ্গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই মাত্র প্রাভেদ, অগ্ৰাণ্ণ সর্ববিষয়ে এই সরল-বংশী প্রায় মুরলীর স্থায়।

### লম্ব বংশী

এই যন্ত্র সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে, অবয়বে পূর্বেবর্ণিত যন্ত্রের সমান। লোকে ইহাকেও প্রায় সরলভাবে ধরিয়া বাজায়, তবে বিশেষ এই যে, ইহাকে মুখের এক কোণে একটু বক্র ভাবে ধরে। ইহার দুই মুখ অনাবদ্ধ থাকে এবং সরলবংশীতে যে একটা বায়ু নির্গমনরক্ত

---

\*"The Tibia was originally a flute made of the shank or shin bone of an animals, and it seems as if the wind instruments of the ancients have been long made of such materials as nature had hollowed, before the art of boring flutes was discovered."

Charles Burney's History Of Music Vol. 1 p. 487

থাকে, তাহা ইহাতে থাকে না। অগ্ৰাণ্য সকল বিষয়ে ইহা সরল-  
বংশীর স্থায়।

### কাহল জাতি

এই সকল যন্ত্রকে শর বা তৃপাধ্বজ্জ দিয়া বাজাইতে হয়। একরূপ  
যন্ত্র, কি পূর্বাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল, উভয়ই বিভিন্ন নামে প্রচলিত  
আছে। এতদেশীয় কলম, রৌশনচৌকি, সানাই এবং ইংরাজী ক্লার-  
অনেট্ ওব এ প্রভৃতি এক শ্রেণীর অন্তর্গত।

### কলম

ইহার আকার লিখিবার কলমের স্থায়, সেইজন্য ইহার নাম  
কলম। এই যন্ত্র এইরূপ নামে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই  
সংস্কৃতে কলম এবং পারস্য, আফগানিস্তান, তুর্কী, তাতার প্রভৃতি  
দেশেও কলম এবং গ্রীসের কলমস্ ( Calamus )। সেইজন্য বোধ  
হয় যে ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র হইবে। ইহার এক মুখ কলমের ন্যায়  
কর্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহা  
দৈর্ঘ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার তাররঞ্জ সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায়  
সাতটা থাকে, ইহা সরলভাবে বাজান যায়। কিন্তু অন্যান্য যন্ত্র  
যেমন ফুৎকাররঞ্জে ফুৎকার দিলেই বাজে ইহা সেরূপ নহে। মস্তকের  
দিকে অর্থাৎ যেখানে বাজায়, সেখানে দেশী সানাই-এর মত একটা ক্ষুদ্র  
নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্বে তাহাকে একটু থুথু দিয়া  
ভিজাইয়া লইতে হয়।

### রৌশনচৌকি।

ইহা আমাদের দেশে ও পারস্যে সমধিক প্রচলিত। দেখিতে  
অনেকটা ইংরাজী ওবাই-এর ( Haut boys ) মত। কলমের ন্যায়  
ইহার মুখে একটা নল দিয়া ইহাকে বাজান যায়। ইহার আকার—

উপরিভাগ কাঠের এবং নিম্নদেশ পিত্তলাদি কোন ধাতু নির্মিত এবং ধুস্তর পুষ্পাকার। কখন কখন সমুদায় অবয়বটীও শুদ্ধ কাঠের হয়। দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী প্রভৃতি দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহার স্বরও অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। আমাদের দেশে নববাদ বা নৌবতে যে রৌশন-চৌকি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার স্বর তীব্র অর্থাৎ সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা তিন চারি স্বর উর্ধ্বে থাকে। পূর্বতন মুসলমানদিগের রাজত্বকালে রাজাদিগের উৎসব ও মাজল্যজনক কার্য্য উপলক্ষে ইহার ব্যবহার সমধিক ছিল। অত্য়াপিও ইহা মুসলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে উক্তবিধ কার্য্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### সানাই

এই যন্ত্র কি অবয়বে কি বাদনপ্রণালী উভয় বিষয়েই অবিকল্প পূর্বকথিত যন্ত্রের স্থায়। এই উভয় যন্ত্রের স্বরগত যে বৈলক্ষণ আছে তাহাই ইহাদের ভেদনিদর্শক। এই যন্ত্র মুসলমান সম্রাট আকবর শাহ-র অতি প্রিয় ছিল। তিনি সর্বদাই নৌবতের মিলনে ইহার বাদন শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহার পারশ্ব নাম সির্গা।

### বেগু

ইহা আমাদের দেশে বেগু অর্থাৎ বংশ দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্য ইহারও নাম বেগু হইয়াছে। ইহা মিসরীয় নে\* ইংরাজরা যাহাকে ( Dervish ) দার্বিব ফ্লুট। ( অর্থাৎ তদদেশীয় ফকিরদিগের

---

\* The most common nay of the modern Egyptians known as the "Dervish flute" because it is played by Dervish accompany the songs at their religious dances called Zikrs & C

An account of the manners and Customs of the modern Egyptians.  
By Edward William Lane



বংশী বলিয়া ব্যবহার করেন।) ইহা মিসরের ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে জিকার নামক নৃত্যের সহিত ফকিরেরা ব্যবহার করিত। ইহার দৈর্ঘ্য বংশী জাতীয় অগ্গাণ্ড সমুদায় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। এই যন্ত্রের সম্মুখদেশে ছয়টি ও পশ্চাৎদেশে একটা মাত্র ছিদ্র থাকে। ইহার বাদন প্রণালী এ জাতীয় অগ্গাণ্ড যন্ত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। মুখ বন্ধ করিয়া যন্ত্রটীও বক্রভাবে ধরিয়া অল্প অল্প ফুৎকার ত্যাগ করত এই যন্ত্রের বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। সেই ফুৎকার দিবার সময় যে বলপ্রয়োগ করা যায়, তাহার ভারতম্যানুসারে নানাবিধ স্বর বহির্গত হয়। ভাল সুশিক্ষিত বাদকের হস্তে এই যন্ত্র হইতে অতি সুন্দর ও সুশ্রাব্য স্বর উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে বাজাইতে হইলে অনেকদিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য হইতে পারা যায় না।

### শৃঙ্গজাতি

এই সকল যন্ত্র মহিষ, মেঘ, গো প্রকৃতি দীর্ঘ শৃঙ্গধারী জন্তু সকলের শৃঙ্গকোষ দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জাতীয় যন্ত্র সকলের আদি শৃঙ্গ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শব্দ ও শৃঙ্গ এই বিবিধ যন্ত্রই প্রকৃতি সম্ভূত এবং সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি। এই শৃঙ্গ যে শুদ্ধ ভারতের কি এই পূর্বাঞ্চলস্থ সমুদায় দেশেরই এমন নহে, যাবতীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশে হরন্ (Horn) প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে—ইহাই ভারতের শৃঙ্গ, পারস্যের কারণে, হিব্রুর কেরেণ্ ; গ্রীসের কেয়াস্, রোমের কর্ণু (Cornu), ফ্রান্সের কর (Cor), জার্মানির হরন্। ওয়েল্‌সের করণ্, হঙ্গেরীর কুর্ট (Kurt) এবং ইংলণ্ডের হরন্। এই শৃঙ্গ আমাদের দেশে যে কত পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব ইহা ব্যবহার করিতেন। এ সকল যন্ত্রের মস্তকের দিক সূচিবৎ এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, আকার বন্ধিম। শিরোদেশে একটা কৃত্রিম ছিদ্র করা হয়, তাহাই ফুৎকার রক্তের কার্য্য করে।

## রগশৃঙ্গ

সকল দেশেই রগশৃঙ্গে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত বা তাহাদিগকে আহ্বান বা কোন ইঙ্গিত করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম রগশৃঙ্গ। যদিও উক্ত উপলক্ষে সকল দেশেই ইহার প্রচলন আছে, তথাপি পূর্বে আমাদের দেশে ও গ্রীসে ইহার অত্যন্ত সমাদর ছিল। অধুনা ইংরাজদের নিকট ব্যুগল্ দ্বারা যাহা হইতেছে, পূর্বে ইহা দ্বারাই সে কার্য সম্পাদিত হইত। শৃঙ্গ জাতীয় অগ্রাণ্ড সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা ইহার আকার বৃহত্তম। ইহা সচরাচর পিস্তলের বা তাম্বুর হইয়া থাকে। ফুংকারের ইতরবিশেষে ইহাতে স্বরের তীব্রতা বা কোমলতা সম্পাদিত হয়।

## রামশৃঙ্গ

ইহা মাজল্যকার্ঘ্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্বেোক্ত যন্ত্রের অর্থাৎ, কিন্তু আকারে ও স্বরে পরস্পর অনেক অন্তর। রগশৃঙ্গ অপেক্ষা ইহার ব্যাস বড় এবং যদিও উভয়ের স্বর তীক্ষ্ণ, তথাপি রগশৃঙ্গের স্বর সূক্ষ্ম আর ইহার স্বর স্থূল। বাদন প্রণালীতে উভয়েই একরূপ।

## ভুরী

ইহা ইংরাজী ট্রাম্পেট্ ( Trumpet ) যন্ত্রের অনুরূপ, শৃঙ্গজাতীয় অগ্রাণ্ড যন্ত্র হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহা সবল। ইহাও পিস্তল-নির্মিত, রগশৃঙ্গের অর্থাৎ ইহাও রগশৃঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা আহ্বান করে না। ইহার দৈর্ঘ্য ও ব্যাস রগশৃঙ্গ অপেক্ষা অল্প। ইহা আমাদের নববাদ বা নৌবতে বাদিত হয়। বাদন প্রণালী রগশৃঙ্গের ন্যায়।

## ভেরী

ইহাকে সচরাচর 'ভড়ভ' বলে। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার ও

তাহারই ন্যায় একটা নলের ভিতর আর একটা এইরূপ স্তবকে স্তবকে থাকে, বাজাইবার সময় এক একটা করিয়া বাহির করিয়া লয় ; ইহা পূর্বের যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন কেবল নৌবতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

### শঙ্খজাতি

এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও গোমুখ এই দুইটাই প্রচলিত আছে । শঙ্খ ইহাদের মধ্যে আদিমতর, এমন কি ইহা সমুদায় ফুৎকার যন্ত্রেরই আদি, কেবল শঙ্খের সঙ্গে সমসাময়িক শঙ্খের বিষয় পূর্বের এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা যে সমুদয় যন্ত্রের আদি, বার্ণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাসবেত্তারাও এ মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন ।

### দিনল যন্ত্র ।

#### তিক্তিরী

ইহা একটা দিনল যন্ত্র । এ জাতীয় এই একটা মাত্র যন্ত্রই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহাকে সচরাচর তুবড়ী বলে । সামান্য গ্রাম্য আহিতুণ্ডিকেরা ইহাকে ব্যবহার করে বলিয়া ইহা গ্রাম্য-যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । তাহারা ইহাকে সাধারণতঃ তুবড়ী বা পুগী বলে । এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিন্ন দুইটা নল পরস্পর সমসূত্র-পাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটা তিক্ত অলাবুর ( তিতলাউ-এর ) খোল যোজিত থাকে, সেই খোলকে বায়ুকোষ বলে । তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র হয়, এবং সেই নলাকারের শিরোদেশে একটা ছিদ্র থাকে, তাহাকে ফুৎকার রক্ত বলে । এই যন্ত্রে আর নয়টি রক্ত আছে, ইহার নির্মাণে কটুতুষ্ট্রী বা তিক্ত অলাবু ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে । ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীত ইতিহাস

লেখকেরা তিস্তি (Titty) বলিয়া থাকেন।\* ইহার সঙ্গে তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যাগ্‌পাইপের তুলনা করেন। কিন্তু আমাদের তিস্তিরী বা তুবড়ীর সঙ্গে অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপের নিস্মাণবিধির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাগ্‌পাইপের বায়ুকোষ চক্ষের, কিন্তু তিস্তিরীর বায়ুকোষ অলাবুর, সুতরাং ইউরোপীয়েরা যে কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন স্থলে অতি পূর্বকালে মুনি ঋষিদিগের সময়ে অলাবুর অভাবে মৃগচক্ষু ব্যবহৃত হইত, সুতরাং তদানীন্তন তিস্তিরী ও অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপ এ উভয়ের সমান হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, পুগী ও তুবড়ী একই। এই তুবড়ী যন্ত্র কখন কখন নাসিকাদ্বারাও বাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে নাসা বংশীও বলে, যাহা হউক এ যন্ত্রের এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টা ছিদ্র, আর এক নলে পাঁচটা ছিদ্র আছে, নয়টার সর্বনিম্নস্থ ছুইটা ছিদ্র মোম দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সর্বোচ্চ ছিদ্রটা নলের পশ্চাৎদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। অপর নলস্থ পাঁচটা ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটা অযুক্ত থাকে, আর তিনটা মোম দিয়া বদ্ধ করা হয়, শেষোক্ত নলটা সুরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর প্রথমোক্ত নলে যে সাতটা ব্যবহার্য ছিদ্র আছে, বাজাইবার সময় তাহাদের উপর আবশ্যিকমত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া ফুৎকার রক্তে ফুৎকার দিলে বিভিন্ন স্বর নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বংশী যন্ত্রে যে রূপ ফুৎকার দেওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা এখানে ফুৎকার প্রদান প্রণালী অনেক বিভিন্ন। এখানে একবারে মুখ পরিপূর্ণ বায়ু লইয়া ক্রমে ক্রমে আবশ্যিক মত পরিত্যাগ করিতে হয়। এই দ্বিনল যন্ত্র শুদ্ধ ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয় দেশেই অতি পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। পারস্যের নেয়াস্থানা প্রাচীন মিসরের জুকোয়ারা এবং আধুনিক মিসরীয় আন্তল এবং জুমারা যন্ত্রও

\* Travels in Siberia, by S. S. Hill, Esq.

অবিকল এইরূপ, তবে ইহার একটী নল অপরটীর অপেক্ষা দীর্ঘতর। মিসরীয় নাবিকেরা সচরাচর যে দ্বিনল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার নাম জুমারা, তাহা আর জুকোয়ারা একই, ইহাদের উভয় নলই সমান দীর্ঘ। দুইটী নল যখন বিভিন্ন এবং অলাবুশুণ্য থাকে, তখন মিসরীয়েরা তাহাকে থাম বলে। গ্রীসে ও রোমে এই যন্ত্র পূর্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার স্বর নিয়মের জ্ঞান কীলক দিয়া নলের ছিদ্রগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। এ দেশেও তৎপরিবর্তে মোম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে হিক্রদের বাইবেলের দানিয়েল অধ্যায়ে সাম্ফোনিয়া (Sumphonia) বলিয়া থাকে, ইহা ইটালীর অধুনাতন জাম্পোগনা (Zampogna) ও হিক্রমাগ্রেপাও সাম্ফোনিয়ার মত। কিন্তু অজগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে।

### শুষ্টির যন্ত্র\*

যাবতীয় প্রধান প্রধান ফুৎকার যন্ত্র বর্ণিত হইল। ততযন্ত্রের সৃষ্টির পরে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে যাবতীয় ততযন্ত্রের পরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ফুৎকার যন্ত্র ততযন্ত্রের পরেই সৃষ্ট হইয়াছে। ততযন্ত্র ও ফুৎকার যন্ত্র এ উভয়ের নির্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রথমোক্তের অপেক্ষা শেষোক্তের নির্মাণপ্রণালী অধিক সুন্দর ও দুর্লভ। সঙ্গীত মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ, ইহার উন্নতিও মানবের উন্নতির অনুসারিণী—মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনশক্তি যত পরিবর্ধিত হইবে, ইহারও পরিপুষ্টিত ততই সংলক্ষিত হইবে। সুতরাং মনুষ্য-সমাজ যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, যখন মানবের বুদ্ধি চাতুরী সমধিক অপরিপুষ্ট ছিল, যখন তাহাদের অভাববৃত্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহারা যাহা কিছু

\* ফুৎকার প্রভবো বাস্তব : পূর্বে তন্ত্রবন্ধনতঃ।

প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত হইত তাহারই ব্যবহার জানিত, তদ্ব্যতীত অশ্রু কিছুই অভাব বৃদ্ধি তাহাদিগকে নূতন আবিষ্কারে উত্তেজিত করিত না, সুতরাং তখনই অনায়াসলভ্য প্রাকৃতিক উপায় স্থলভ-কণ্ঠ-সঙ্গীত তাহাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, কণ্ঠ-সঙ্গীত সকলকারই ভাগ্যে ঘটে না, তখন অশ্রু উপায়ে ইহার সাধন করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু কি করে? পরে যখন তাহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শন শক্তি ও অভাব বৃদ্ধি পরিবর্ধিত ও বিস্তৃতায়তন হইতে লাগিল, তখন তাহারা উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ ও কৃতকার্য্যও হইল। তখন হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রথম সমাবর্তন হইল—আদৌ ততযন্ত্র, পরে শুবির বা ফুংকার যন্ত্র।

প্রথমে যে ততযন্ত্র সৃষ্ট হয় তাহা একতন্ত্রী—আমাদের দেশেও একতন্ত্রী যন্ত্র সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা যে পৃথিবীর সমুদয় ততযন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতম তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন অধুনাতন সভ্যতম জাতি সকলের মধ্যে অনেকেই জনসমাজে অশ্রুতনামা ছিল—কিষ্কা আরণ্য পশুদিগের স্থায় নিবিড়ারণে নিভৃত ছুর্ভেগ পর্বত গুহায় বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল দ্বারা অথবা সাত্তো-ব্যাপাদিত-পশু মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া নিষাদের স্থায় জীবন ধারণ করিত, যখন তাহাদের অধিষ্ঠিত দেশ সকল হয়ত সমুদ্রের অগাধ গর্ভে নিহিত, না হয় বিবিধ-হিংস্রজন্তু সমাকুল-ভীষণ-অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন এই যন্ত্র আমাদের দেশে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব একতন্ত্র-বিশিষ্ট পিনাক যন্ত্র প্রথম নিৰ্ম্মাণ করেন, সেইজন্তে ওঁহার একটা নাম পিনাকী। খৃষ্টীয় শকের যে কত সহস্র বৎসর পূর্বে মহাদেবের কীৰ্ত্তি-পরম্পরা সংসাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহা হউক, সেই একতন্ত্রী পিনাকে একটা মাত্র তার সমাবেশিত থাকিত এবং তাহাতে কোন সারিকা-বিষ্ণাস ছিল না, সুতরাং ইহার নিৰ্ম্মাণ কৌশলের

অতি অল্প মাত্রই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ফুৎকার যখন নির্মিত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই মানবের সেরূপ অবস্থা ছিল না। কারণ তাহার নির্মাণ সমধিক জটিল ও কষ্টসাধ্য। ফুৎকার যন্ত্রে যে সকল ছিদ্র-বিচ্ছাদন করা হয়, তাহাদের পরিমাণ সমান নহে—পরস্পরের দূরত্ব সমান নহে—তাহাদের প্রত্যেকের ব্যাসও সমান নহে, বিভিন্ন স্বরের জ্ঞান তাহাদের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সকল যখন সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক পরিমার্জিত ও দর্শনশক্তি সমধিক প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। বিশেষতঃ কথিত আছে, দ্বাপর যুগে কৃষ্ণাবতারে বংশীর প্রথম সৃষ্টি হয়। বংশীবাদনের নিয়মাবলী দ্বাপর যুগের পূর্বে যে কেহ জানিত ইহা কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব দ্বাপরের অনন্তকাল পূর্বে সত্যযুগে পিনাক যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, ইহার প্রমাণ নানা সংস্কৃতি পুরাণে লক্ষিত হয়। এরূপ উন্নতি কালসাপেক্ষ, সুতরাং ততযন্ত্র যে ফুৎকার যন্ত্রের পূর্বে হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, ততযন্ত্রের পূর্বেও দুই একটা ফুৎকার যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তাহাদের একথা কোন মতেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, তাহারা যাহাদিগকে ফুৎকার যন্ত্র বলিতেন তাহারা প্রকৃতকল্পে যন্ত্র নহে—বুদ্ধি কৌশল তাহাতে অণুমাত্রও বিনিয়োজিত হয় নাই। যেহেতু তাহারা প্রকৃতিসম্মত, যেমন শঙ্খ ও শূক। এই দুইটিকেই পুরাবিদগণ আদি ফুৎকার যন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ততযন্ত্র সমূহের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বহুল প্রচার যখন না হইয়াছিল, তখন এরূপ দুই একটীর প্রচলন অসম্ভব বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যখন শুষ্কির “যন্ত্র” এই উন্নত সংস্কা প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইল, যখন তন্নির্মাণে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের আবশ্যক হইল, তখন প্রথমে ফুৎকার প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে শঙ্খ ও শূক্রে দুই চারিটা মাত্র স্বর

'নির্নাদিত হইত, কিন্তু পরে যখন বিবিধ-স্বর বিভ্রম—বিবিধ রাগ-বিলসিত  
 প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তখন আর প্রকৃতি-মূলভ শব্দ বা  
 শৃঙ্গে সঙ্গীত কুতূহলী মানবের তৃপ্তি সংসাধিত হইল না। তখন  
 হইতেই ফুৎকার যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে একনল  
 যন্ত্র সৃষ্ট হয়, পরে তাহার অঙ্গভেদে, রচনাভেদে, বিবিধ অভিপ্রায়  
 সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন নামে  
 প্রচারিত হয়। পরিশেষে দ্বিনল যন্ত্রও সৃষ্ট হইয়াছে। এক নল যন্ত্রে  
 প্রথমে দুইটা মাত্র ছিদ্র বিগ্ৰস্ত করা হইত, সেক্ষেত্র একটা কন্দম-  
 নিনির্মিত যন্ত্র ব্যাবিলনের দক্ষাবশেষ হইতে আনিয়া কাপ্তেন  
 উইলক্ রএল, আসিয়াটিক্ সোসাইটীতে উপঢৌকন প্রদান করেন।  
 তাহাকেই এখন সকলেই ফুৎকার যন্ত্রের আদি বলিয়া থাকেন। কিন্তু  
 অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র প্রচলিত  
 ছিল। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোনটা যে অগ্রিম, আমরা তাহার  
 নিশ্চয়াবধারণ করিতে সমর্থ নহি। তবে ইহা যে পূর্বাঞ্চল হইতেই  
 প্রথমে উৎপন্ন তাহা সকলেই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন,  
 দ্বিনল যন্ত্রও এই পূর্বাঞ্চলেই প্রথমে প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন  
 ইহা মিসরের, কেহ বলেন ইহা ভারতের—মিসরে ইহার নাম “আগুর্ল”  
 ভারতে ইহার নাম “পুর্গা”। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোনটা যে অগ্রের  
 অত্মাপিও তাহার কোন নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। উভয়েই  
 দেবতাদিগের উপাসনার সময় ব্যবহৃত ও পুরোহিত দ্বারাই বাদিত  
 হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভারতে নাসিকাদ্বারাই নির্নাদিত হইত,  
 এখনও হইতেছে, কারণ তখন এই সংস্কার ছিল যে, যে যন্ত্র অপর  
 সাধারণ লোকেরা মুখে বাজাইত, তাহা পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদ্বারা সেক্ষেপে  
 ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণেরা সেইজন্ত তাহা নাসিকায় বাজাইতেন,  
 মুখদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সোসাইটী দ্বীপ  
 ও ফিজি আইলণ্ডেও ইহা নাসিকায় বাদিত হইত। ভারতের এ প্রথা  
 যে ক্রমে উক্ত দূরবর্তী দ্বীপে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না।



যে সমস্ত যন্ত্রে একনল, দিনল ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকার ভেদ এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভারতে অতি প্রাচীন-কাল হইতেই লক্ষ্যপ্রসার হইয়া আসিতেছে—এ সকল সম্বন্ধে সম্মান সম্পর্কে অগ্ণাণ দেশ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হইয়াছে—বস্তুতঃ প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ও প্রকৃত কাল নির্ণয়ের অস্থিরতা বশতঃ এরূপ নানা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সর্বদেশীয় যন্ত্রকার যন্ত্রের মধ্যে এষ্টটি যন্ত্রের নিমিত্ত আমাদের ভারত উন্নততম চূড়ায় অধিরোধণ করিয়াছে। সেটি ভারতের চিরকালের গৌরবের এবং নিজের ধন। তাহা অধুনাতন শ্বাসতরঙ্গ নামে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে তাহার নাম উপাঙ্গ ছিল—

“অষ্টৈকদেশমাত্রিত্য প্রবৃতির্য়শ্চ জায়তে।

উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিতিস্ত স্ব দর্শিভিঃ ॥”

এই অতি প্রাচীন সংস্কৃত পদ্য আমাদের উক্ত বাক্য সম্প্রমাণ করিতেছে।

#### আনঙ্ক-যন্ত্র

টোলক, টোল, মৃদঙ্গ, তলমৃদঙ্গ বা তব্লা, খোল, ঢকা, কাড়া, নাগরা, দামামা, জগবাম্প, ডমরু, ডুক্‌ডুকি, টিকারা, তাসা, খঞ্জনী, ডম্ফ, ছড়কা, যুটরা, ঘোষ যন্ত্র, খোর্দি, মাদল, জোড়ঘাই, এইগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অগ্ণাণ যন্ত্রের শ্রায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। বলিয়া ইহারাও সভ্য ও গ্রাম্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিশদ করিবার নিমিত্ত নিম্নে তাহাদের এক তালিকা দেওয়া গেল :

সভ্য	বাহির্দেশিক	সাময়িক	গ্রাম্য	মানস্য
মৃদঙ্গ	ঢকা	জগবাম্প	ডুক্‌ডুকি	টিকারা
তব্লা	টোল	ঢকা	খোর্দি	কাড়া
	নাগরা	কাড়া	জোড়ঘাই	ডম্ফ
		দামামা	খঞ্জনী	খোল
			ডমরু	
			ছড়কা	
			যুটরা	

ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলই অনুগতসিদ্ধ বাণ-গান ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদিত এবং কতকগুলি আবার পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে শুদ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেখানে নৃত্য বা গান কিছুরই সঙ্গে যোগ দিবার জগ্ন বাদিত হয় না, অথচ বাজাইবার সময় কোন কোন বাদক বাজাইতে বাজাইতে আমোদে এত প্রমত্ত হইয়া ওঠে যে, সে স্বয়ংই নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন উপাদানের এক একটা খোল এবং তাহার এক অথবা দুই মুখই চন্দ্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদন চন্দ্র-রজ্জু অথবা চন্দ্র সূত্রে সংযত থাকে। এই শ্রেণীস্থ অনেক যন্ত্র অতি পূর্বকালে সমরস্থলে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি বা নামভেদে ও উপলক্ষভেদে অত্য়পি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কোনটী আদি তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার্য্য কত সহস্র বৎসর অতীত হইল দেবাদিদেব মহাদেব ডমক যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক ঐত্যেকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

### মৃদঙ্গ

ইহার বিষয় মৎপ্রণীত মৃদঙ্গমঞ্চরী গ্রন্থে বিশেষরূপে উল্লেখ্য। এই যন্ত্র সভ্য যন্ত্রশ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত। ইহা প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইত, সেইজগ্ন ইহার নাম মৃদঙ্গ\* হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে ইহা মৃত্তিকা দ্বারা না হইয়া এক্ষণে কাষ্ঠের হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মৃত্তিকা-নিৰ্ম্মিতগুলিকে এক্ষণে সাধারণতঃ খোল বলিয়া থাকে। এই মৃদঙ্গের পারসিক নাম পাখওয়াজ, অর্থাৎ যাহা হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ নির্গত হয়। পুরাণে কথিত আছে, সত্যযুগে দেবাদিদেব ভগবান মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত চুর্জয় ত্রিপুরাশুরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-পরিবেষ্টিত ভাবে আনন্দে

\* মৃৎ মৃত্তিকা অঙ্গ অঙ্গভূতং যন্ত্রভূতং। এই শব্দের অর্থ—মৃত্তিকা বাহার অঙ্গভূত হইয়াছে।

নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যের আনুকূল্য-এর জন্ম ভগবান ব্রহ্মা মৃদঙ্গের প্রথম সৃষ্টি করেন এবং গণাধিপ গজ্ঞাননকে প্রথম উক্ত যন্ত্রে সমরবিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্ম অনুমতি দেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি।

কথিত আছে, সেই ত্রিপুরাবিজয়ের সময় ত্রিপুরাসুর-বধের পর তাহার রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল ভিজিয়া বর্ধমান্ত হয়, ভগবান ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং সেই অশুরের চর্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী শিরা-নিচয়ে বেষ্টনী রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন।\*

এই মৃদঙ্গ যন্ত্র অনেকদিন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন ইহাকে সচরাচর খদির, রক্তচন্দন, গাস্তার, পনস প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে খদির নির্মিত মৃদঙ্গই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চন্দন কাষ্ঠনির্মিত মৃদঙ্গের ধ্বনি অতীব গম্ভীর ও স্নমধুর হয়। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত ও যন্ত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠের দল দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত। মৃদঙ্গের বামমুখ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ব্যাস-বিশিষ্ট এবং দক্ষিণ মুখ বাম অপেক্ষা এক বা অর্ধাঙ্গুলি নূন। যন্ত্রের মধ্যদেশ পৃথুল। এই যন্ত্রের আচ্ছাদনী চর্ম সূত্রদ্বারা আবদ্ধ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার আটটি গুল্ম সেই চর্ম-রজ্জুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এই গুল্মগুলি হস্তিদন্তের অথবা কাষ্ঠের হয়। ইহারা স্বরবন্ধনের প্রধান উপযোগী। মৃদঙ্গের দক্ষিণ মুখ কৃষ্ণ খরলিযুক্ত করা হয় † এবং বামমুখ শুদ্ধ চর্মাচ্ছাদনীতে আবৃত থাকে। বাজাইবার সময় বাদকগণ সেই আচ্ছাদনীর উপর ময়দা লেপন করিয়া লন। এই যন্ত্র বাজাইতে হইলে খরলিযুক্ত মুখটি

\* ইহার অন্যান্য বিষয় যৎপ্রণীত মৃদঙ্গমঞ্জরী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† ভস্ম, গির্দিমাটি, অন্ন, কেন্দুক অর্থাৎ গাব, চিপীটক অর্থাৎ চিড়ে দিয়া খরলি প্রস্তুত করিতে হয়।

দক্ষিণ হস্তের দিকে আর ময়দা লেপন বিশিষ্ট মুখটা বাম দিকে প্রায়ই থাকে, কোন কোন বাদক ইহার বৈপরীত্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু যন্ত্রটা ক্রোড়ে রাখিয়া বাজাইবার সময়ে দুই মুখে দুই হস্তই ব্যবহার করিতে হয়।

এই মৃদঙ্গ যখন প্রথমে মৃত্তিকাদ্বারাই নির্মিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংকীৰ্ত্তনের সময়ই সমধিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনাতন কাঠের মৃদঙ্গ সভ্য যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা ধ্রুপদাদি গীতের সঙ্গেই প্রায় সচরাচর বাদিত হইয়া থাকে—কিন্তু পূজার সময় বিশেষ্বরের মন্দিরেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

### ঢোলক।

এই যন্ত্রটা সভ্য ও বাহির্দারিক উভয়ই। ঢোলক শব্দটা প্রাকৃত, ইহার কোষ কাষ্ঠ দ্বারাই সচরাচর নির্মিত হইয়া থাকে, এবং মধ্যস্থল মৃদঙ্গের ন্যায় উত্তান ও দুই মুখ পাতলচৰ্ম্ম দ্বারা আবৃত হয়। সেই দুইখানি চৰ্ম্ম-রজ্জু দ্বারা অন্যান্য দিকে তির্থাগ্ভাবে আবদ্ধ। স্বরের তারতম্যের জগ্ন্য আবশ্যিকমত সেই সকল রজ্জুতে লৌহ, পিতল ও রৌপ্যের অঙ্গুরীয়ক (কড়া) আবদ্ধ থাকে, তাহাদের অবস্থানভেদে রজ্জু সকলের বন্ধন-দৃঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে, ইহার দুই মুখ প্রায় সচরাচর সমান ব্যাস-বিশিষ্ট হয়। বামমুখে খরলি লেপিত থাকে। ইহার বাদনক্রিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া দুই হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হয়। মৃদঙ্গের ন্যায় বাজাইবার সময় ইহার খরলি শূন্য মুখে ময়দা লেপিত হয় না। এই যন্ত্র কিছু পূর্বে হাফ্ আকড়াইতে এবং এখন যাত্রা, পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রাম্য-লোকেরা বাহুলীন যন্ত্রের সঙ্গে বিপণি প্রভৃতি স্থলেও ব্যবহার করে। ঢোলকের অনুরূপ যন্ত্র লিডিয়া, এসিরিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বে ব্যবহৃত হইত এবং আধুনিক পারস্য প্রভৃতি স্থানে এখনও লক্ষিত হয়।

## তব্‌লা বা তল-মুদুজ ।

এই যন্ত্রটি সভ্য । ইহা দুইটি—বামক ও দক্ষিণক, সচরাচর যাহাদিগকে বাঁয়া ও ডাইনে বলিয়া থাকে । ইহার উভয়ই একত্রে, কখন কখন বা শুদ্ধ বামকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । খাদম্বরে বন্ধ থাকে বলিয়া বামককে সময়ে সময়ে তাল দিবার জন্য লোকে ব্যবহার করে । দক্ষিণকের পক্ষে সেরূপ হয় না । তাহা এক স্বরে আবদ্ধ থাকে । তব্‌লার একমুখে কেবল চর্ম্মাচ্ছাদনই আবদ্ধ থাকে । তব্‌লা এই একই সংজ্ঞায় আসিরিয়া দেশেও প্রচলিত ছিল ।

## ঢোল ।

ইহা গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক যন্ত্র । ইহার আকার অবিকল ঢোলকের স্থায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু বড় । ইহারও বাম মুখে খরলি থাকে । কিন্তু দুই হস্ত না দিয়া এক হস্ত আর একহস্ত ধৃত দ্বারা এই যন্ত্রকে বাজান হয় । বাজাইবার সময় ইহা রজ্জু দ্বারা গলদেশে ঝুলান থাকে । এই যন্ত্র বিবাহ ও পূজা প্রভৃতি উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয় । ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র কাংস্তিকা । বোধহয় ঢোলযন্ত্র কালে পরিণত হইয়া ঢোলক হইয়া থাকিবে ।

## ঢকা ।

এই যন্ত্রটি বাহির্দ্বারিক । ইহা সবর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অতি প্রাচীন যন্ত্র । এমন কি এই যন্ত্র ত্রেতাযুগে রাম রাবণের ঘোর যুদ্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছিল । ইহার দক্ষিণ মুখে দুইটি দণ্ড দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র আমাদের দেশে চড়কের ও সকল শক্তি পূজার সময় ব্যবহৃত হয় । ইহার আনুষঙ্গিক বাণ্ড কাংস্তিকা । ঢকা যন্ত্র পক্ষীর পালক চূড়ায় সুশোভিত থাকে । এই যন্ত্রটি ভারতবর্ষেরই বলিলে বড় অত্যাঙ্কিত হয় না । কারণ অত্যাধি যন্ত্রের যত চিত্র, যত প্রতিমূর্ত্তি নানা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহার প্রতিক্রম কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই কেবল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিসর দেশীয় ধ্বংসাবশিষ্ট

ধিবিসের কোন স্থল উৎখাদিত করিয়া এরূপ একটা যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

কাড়া।

এই যন্ত্রেরও এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে। ইহাকে গলায় ঝুলাইয়া দণ্ডদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহার মুখ পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। ইহা একটা বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, পূর্বকালে রাজাদের বহির্গমন ও যুদ্ধের সময়ে ইহা বাদিত হইত। অধুনা পূজার সময় জগবম্প প্রভৃতি অন্যান্য আনন্দ-যন্ত্রের সহিত ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বাগ্‌রা।

এই যন্ত্র দ্বিবিধ—ক্ষুদ্রনাগ্‌রা ও মহানাগ্‌রা। এ উভয়ই বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, উভয়ই মৃত্তিকা দ্বারা নিৰ্ম্মিত। ক্ষুদ্রনাগ্‌রা দেখিতে একটা গোলাকারের অর্দ্ধাংশ। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী কতকগুলি চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সেই সকল চর্ম্ম-রজ্জু আবার পশ্চাৎ দিকে একটা চর্ম্ম-বেষ্টনে আবদ্ধ। শোভার জন্ত এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ ও অশ্বকেশ চর্ম্ম-রজ্জুর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ধৃত হইয়া দণ্ড দ্বারা বাদিত হয়। ইহার ব্যবহার সর্বদা কাড়া যন্ত্রের সঙ্গে হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে যখন পক্ষি-পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে যে, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতি পূর্বকালে ইহা যুদ্ধ যন্ত্র ছিল। কিন্তু এখন রাজাদিগের বহির্গমন, পূজা ও বিবাহদিতে ইহার সমধিক প্রচলন।

মহানাগ্‌রা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর। এবং পশ্চাত্তাগে ক্রমে কোণাকার হইয়াছে। ইহা দুইটি—বাম ও দক্ষিণ। আকারগত অগ্ৰাণ্য বিষয়ে ইহা উপরি-উক্ত যন্ত্রের স্থায়। এই মহানাগ্‌রা টিকারানামক আর একটা যন্ত্রের সঙ্গে নৌবতে ব্যবহৃত হয়। বাদনক্রিয়া

ভূমিতে রাখিয়াই দুইটা দণ্ড দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্বে জয়িরাঙ্গদিগের গৃহপ্রত্যাগমনকালে উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত হইত, কিন্তু এক্ষণে বিবাহাদিতেও ইহা বাজাইয়া থাকে।

### জগবাম্প।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহা পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ইহা যুদ্ধ যন্ত্র ছিল। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্ম-রজ্জু বা ডুরি দ্বারা সম্বন্ধ থাকে। ইহার কোষ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। এই যন্ত্রকে গলায় এবং সম্মুখে রাখিয়া সচরাচর লোকেরা বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্র তাসা নামক একটা যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

### তাসা।

এই যন্ত্রটাও বাহির্দ্বারিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহা জগবাম্প যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে যে উপলক্ষে জগবাম্প, সেই সেই উপলক্ষে এই যন্ত্রকে বাজান যায়। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী কিঞ্চিৎ স্থূল অর্থাৎ মোটা। ইহার আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

### দামামা।

ইহার আর একটা নাম দগড়া। ইহা দেখিতে টিকারার স্থায়, কিন্তু ইহার মুখ প্রশস্ততর, তাহা চর্ম্মাচ্ছাদনী দ্বারা আচ্ছন্ন। ইহার কোষও মৃত্তিকানির্ম্মিত। এই যন্ত্রও দুইটা দণ্ড দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। পূর্বে এই যন্ত্র যুদ্ধ যন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রের সঙ্গেও টিকারা বাদিত হয়। কিন্তু এখন বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার ব্যবহার হয়।

### টিকারা।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী, ডুরি বা চর্ম্ম-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে, অপর মুখ কোণাকৃতি। সেই মুখে চর্ম্মবেষ্টন

দ্বারা উক্ত ডুরি বা চন্ম' রজ্জু সকল আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র মহানাগরার সহিত নৌবতে ভূমিতে রাখিয়া ছইটী দণ্ড দ্বারা বাদিত হয়, নাগরা যন্ত্রের শ্রায় বিবাহাদি উপলক্ষে হস্তী বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে রাখিয়া উহাকে বাজান হইয়া থাকে। ইহার আকার মহানাগরার শ্রায় বৃহৎ। ইহার কোষও মুস্তিকানির্মিত।

### জোড়ঘাই

এই যন্ত্রও বাহির্দ্বারিক। ইহা ঢোলের উপর একটা ক্ষুদ্র ঢোল যোজিত মাত্র। উভয়েই বাদিত হয়, ক্ষুদ্রতরে উচ্চস্বর এবং বৃহত্তরে নিম্নস্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদের ছই মুখ এবং ছই মুখই চন্ম'চ্ছাদনী দ্বারা আবৃত—চন্ম'চ্ছাদনী চন্ম'রজ্জু ও ডুরি দ্বারা আবদ্ধ এবং তাহাতে কড়া যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ঝুলাইয়া বামমুখে দণ্ড দ্বারা এবং দক্ষিণ মুখে হস্ত দ্বারা দামামা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয়। ইহার বাম মুখ অপেক্ষা দক্ষিণ মুখে উচ্চস্বর নিনাদিত হইয়া থাকে।

### ধোরদক

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক এবং ছইটী বাম ও দক্ষিণ—বাম অপেক্ষা দক্ষিণের মুখ স্বল্পতর প্রশস্ত। ইহাদের মুখ একটীমাত্র এবং চন্ম'চ্ছাদনীদ্বারা আবৃত। বাম মুখের মধ্যস্থলে ক্ষীরণ লেপিত থাকে। দক্ষিণটীকে অধিক তীব্রস্বর করিবার নিমিত্ত রজ্জু যোজনার একটু বিশিষ্টতা আছে। ইহা কেবল রৌশনটোঁকি বাজের সহিত ভাল দিবার জগ্গ ব্যবহৃত হয়।

### ডমরু

এই যন্ত্রটী গ্রাম্য যন্ত্র-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অতি পূর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের অতি প্রিয়তম যন্ত্র ছিল। ইহা



আকারে অতি ক্ষুদ্র দুই মুখেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত। এই যন্ত্রের মধ্যভাগ সন্ধীর্ণ, সেই স্থান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যস্থলে রাখিয়া নাড়িলে ইহার দুই দিকে যে দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তজু দ্বারা আবদ্ধ দুইটা সীসক গুটিকা থাকে, চর্ম্মাচ্ছাদনীর উপর তাহাদের আঘাত লাগিলে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রকে সচরাচর লোকে ডুকুড়ুকি বলে, সর্প ও বানর ব্যবসায়ীরা ইহার সমধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্র প্রায় আসিয়াস্থ এবং আফ্রিকাস্থ প্রাচীন দেশ মাত্রই এখনও সময়ে সময়ে দুই একটা দেখা যায়।

### আনদ্ধ যন্ত্র

প্রচলিত সমুদয় আনদ্ধ যন্ত্র বিবৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল উপলক্ষ্যভাববশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বে অগ্ণাণ প্রাচীন দেশের গায় আমাদের দেশেও মানব মণ্ডলীর সঙ্গে দেবতা ও অঙ্গুরা প্রভৃতির সংপ্রীত ছিল। যুদ্ধের জয়ের সময় আর তাহার সাহায্য অথবা অভিনন্দন করিবার জন্ত নানা প্রকার বাণ বাদন করা হইত, সেই সকল বাণের মধ্যে ছন্দুভিই অধিক প্রশস্ত। পূর্বকালে যুদ্ধ সময়ে নানাবিধ বাণযন্ত্র বাদিত হইত, কিন্তু এখন সে সকল যুদ্ধের কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন অগ্ণাণ উপলক্ষে ও নামান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অধুনা তন যে সকল আনদ্ধ যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সে সমুদয় ঈষৎ রূপান্তর ভেদে আসিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশের মৃদঙ্গ, ঢোলক ও খোল প্রভৃতির গায় সিংহল দ্বীপের বেরি বা ভেরী মিসর দেশে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, এরূপ যন্ত্র আসিরিয়া দেশেও এককালে প্রচলিত ছিল। মিসর ও আসিরিয়া দেশীয় যন্ত্রে মৃদঙ্গের গায় গুল্লের ব্যবহার ছিল। সকলেই স্বীকার

করেন যে মৈসর ও আসিরীয়দের ছায় ইছদীদেরও নানা প্রকার আনন্দ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ডোফ্‌ই অধিক প্রসিদ্ধ। মৈসর ডোফ্‌ আরবীয় দারা-বুখ ও আমাদের ডফ একই সামগ্রী। আমাদের ডফের ছায় উক্ত ডোফ্‌ যন্ত্র কোন বাহির্দারিক আনন্দ সমারোহ উপলক্ষে নারীগণ কর্তৃকই বাদিত হইত। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ মিরিয়াম্‌ ইহার সমধিক ব্যবহার করিতেন—কেরোয়ার সৈন্তগণ যখন বিনষ্ট হয়, তখন তিনি অন্যান্য ইস্রাএল্‌ রমণীদিগের সহিত ইহা বাজাইতে বাজাইতে আনন্দ গান করিয়াছিলেন।

সকল দেশেই আনন্দ যন্ত্রের সৃষ্টি যে কোন সময়ে হইয়াছিল তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। পৃথিবীর মধ্যে এখনও এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহাদিগের নিকট কোনরূপ সঙ্গীত যন্ত্রই পরিচিত নাই। যদি তাহাদের কখন কখন কঠসঙ্গীতের সঙ্গে ভাল দিবার জন্য কোন সামগ্রীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে করতালি বা কোন দুই কাঠখণ্ডের পরস্পর আঘাতে সে কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার অধুনাতন এমন অনেকগুলি অসভ্য জাতি আছে যাহারা ঢোলক ইত্যাদি আনন্দ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

#### ঘন-যন্ত্র।

সপ্ত শরাব, মন্দিরা ঘটতালী ( খটতাল্ ), করতালী, রাম করতালী, ঘণ্টা, কাঁসর, ঘড়ি, ঝাঁজর ( Gaung ), ঘুনিটকা ( ঘুমুর ), নূপুর। ইহারাও পূর্বোক্ত যন্ত্র সকলের ছায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহারাও সভ্য, গ্রাম্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা প্রায় সকলই কোন ধাতব পদার্থে নির্মিত। সময়ে সময়ে কাচ স্থিতিস্থাপকগুণোপেত ও স্বরোদগমনোপযোগী বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী কাচেরও হইয়া থাকে। ইহারা যে কোন সময়ে ব্যবহৃত

হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, তবে এইটী অবশ্যই স্বীকর্তব্য যে ধাতুর আবিষ্কার পরই ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। সভ্যতার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সমুদয় ধাতুর অগ্রে লৌহের আবিষ্কার হয়। সুতরাং প্রথমতঃ যে সকল ঘন-যন্ত্র নির্মিত হয়, তাহারা লৌহেরই হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সমুদয় যন্ত্রের সাধারণ নাম ঘন অর্থাৎ লৌহ। পরে অন্যান্য ধাতুর আবিষ্কার পর যখন লোকে যে সকল ধাতুকে উপযোগী দেখিল, সেই সকল দ্বারা এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়ই মাক্কল্য ক্রিয়ার জন্য ও অন্যান্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল মন্দিরা, ঘটতালী ও করতালী এই কয়টা অল্পগতসিদ্ধ। সপ্ত-শরীর ইহাদের মধ্যে সর্কোংকৃষ্ট ও ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র। এই শ্রেণীস্থ অনেকগুলি পরম্পর আঘাতে বা কোন যন্ত্রের অথবা মুদগরের আঘাতে বাদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলই ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

### ঝঞ্জা বা ঝাঁজর।

এই যন্ত্র বোধহয় সমুদয় ঘন-যন্ত্রের আদি হইবে। কারণ এই যন্ত্রই প্রথমে লৌহের হইত, এখনও এরূপ লৌহনির্মিত যন্ত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আরও যখন এই যন্ত্রের অণু কোন বিশেষ নাম নেই, কেবল ইহা দ্বারা যে শব্দ নিনাদিত হয়, সে শব্দেই ইহার নাম হইয়াছে, তখন ইহা যে প্রাচীনতম তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ অতি পূর্বকালে যখন ভাষার তত পরিপূষ্টি হয় নাই এবং সেইজন্য প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ নাম হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই সময় এইরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যেহেতু ‘ঝঞ্জার’ এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, যে যন্ত্র ‘ঝঞ্জা’ ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে \* ইহাকে চলিত কথায় ঝাঁজর বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল

\* ঝঞ্জা, ইতিহাসে ১৭৩৭।

এবং মধ্যভাগ ইমং মুজ, সেইখানেই আঘাত করা হয়। পূর্ব কালে দূরাহ্বানের জন্তু অথবা কোন সংবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত রাজারা ব্যবহার করিতেন। এখন মঙ্গল কার্যের জন্তুই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ইংরাজেরা ঘণ্ড্ বলে। আশ্চর্যের বিষয় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশে এই যন্ত্র ঘণ্ড্ নামে প্রসিদ্ধ।

### সপ্ত-শরাব।

ইহা আমাদের দেশে অতি পুরাতন যন্ত্র। ইউরোপীয় হান্সনিকা যন্ত্রের সদৃশ। পূর্বের সাতখানি শরাবকে যথোচিত ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজান হইত। এইগুলি পূর্বের প্রসিদ্ধ মূল সপ্ত স্বরানুসারে গণিত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়েও ঐরূপ যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখন অধিক সংখ্যায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রই নানা দেশে নানা প্রকারে দৃষ্ট হয়। ইউরোপে কাচে, চীনদেশে ও ব্রহ্মদেশে স্থিতিস্থাপকগুণেতে কাষ্ঠে নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শেষোক্তদিগের আকার অনেকটা নৌকার গ্রায়। ঐরূপ যন্ত্র কাংস প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুরও হইতে পারে। এ যন্ত্র আফ্রিকার অগ্ন্যাগ্ন দেশেও দৃষ্ট হয়।

গ্রাম্য যন্ত্র।—ঘটতালী, করতালী প্রভৃতি যন্ত্র সকলের চলিত সংজ্ঞা ঘটতালী।

### নৃপুর।

ইহা একটা অলঙ্কার স্বরূপ। ইহা পায়ে পরিধান করিয়া তালে তালে বাদিত হইয়া থাকে। নৃত্যের সময়েই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

### ঘড়ি।

এই যন্ত্র পূর্বের লৌহের হইত, অধুনা কাংসের হইয়া থাকে। ইহার আকার গোল ও সমতল। দূরাহ্বান, সংবাদ সূচনা ও সময় নিরূপণের

জল, পূজার সময়, মাজল্য ক্রিয়া ও রাজাদিগের সমারোহে বহির্গমন  
 প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মুদগর দ্বারা  
 ইহার বাদনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে প্রাচীন  
 রাজবংশীয়দের গৃহে বাজির অথবা জলের ঘড়ি আছে। পূর্বকালে  
 যখন অধুনাতন কলের ঘড়ি নির্মিত হইত না, তখন কালনিরূপণের  
 জন্য কোন এক নির্দিষ্ট আয়তনের বাটীতে বালুকা অথবা জলপূর্ণ  
 করিয়া তাহার তলদেশে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখা হইত; সেই  
 ছিদ্র দিয়া উক্ত জল বা বালুকারাশি সমুদয় নিপতিত হইতে যত সময়  
 লাগিত, সেই পরিমিত সময়ের নাম দণ্ড এবং সেইটী সূচনার জন্য  
 ঘড়িতে এক মুদগরাঘাত করা হইত। সেইজন্য এক দণ্ডকে এক ঘটিকাও  
 বলিয়া থাকে। এখনো কোন কোন ধনীর বহির্দ্বারে এইরূপ জল-  
 ঘড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতিরা এই  
 যন্ত্রকে মাজল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরে না কেবল সময় নিরূপণের জন্যই  
 ব্যবহার করিয়া থাকে।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ঐকতান-বাদন

#### হিন্দু ঐকতান-বাদন

কতকগুলি ভিন্নজাতীর যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বর সংযোগে এককালে বাজানকে ঐকতান-বাদন কহে। আমাদের দেশে “আখ্‌ড়াই বাত্ব” “নৌবত”\* ও “রৌসন-চৌকি” প্রভৃতি অনেক প্রকার বাত্ব প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বর-সংযোগ না থাকায় তত্ত্বাক্ষর ঐকতান-বাদন মধ্যে সম্যক্রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যাবনিক নৌবত এবং রৌসন-চৌকির বাত্ব সময় বিশেষে দূর হইতে শ্রবণ মধুর বটে, কিন্তু তাহা প্রায় এক স্বরগ্রামেই বাদিত হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে যদিও ভারতবর্ষে অধুনাতনের স্থায় ঐকতান-বাদন ছিল না বটে, কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এক প্রকার অবগত হওয়া যায়, তখন হিন্দু ঐকতান বাদন অসম্পূর্ণাবস্থায় ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব চারি হস্তে রুদ্রবীণা, ডমরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহাকে এক প্রকার ঐকতান-বাদন বলা অসম্ভব বোধ হয় না। রামায়ণে রাম রাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরাপর পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধ জাতীয় যন্ত্র যন্ত্র এককালে বাদিত হইত; সুতরাং তাহাকেও একপ্রকার ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা অযুক্ত নহে।

ঐকতান-বাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক। অনাবৃত স্থানে

---

\* ফরা, হালি ও বাহারি আজম্ তোয়ারেখ ও পারস্ত লোগদ গ্রন্থে লিখিত আছে, সেকেন্দার ( Alexander ) বাদসাহ ‘নৌবত’ সৃষ্টি করেন।

রাজ্যহিতে হইলে বৃহদাকার-যন্ত্র-বহির্ভূত উচ্চস্বর সংযোগের আবশ্যিকতা হয়, তাহা না হইলে 'কঁক' শোনায়। গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এসুয়ার প্রভৃতির যোগে বাজান কর্তব্য, তাহা হইলেই সুমিষ্ট লাগে। বাহির্দ্বারিক ঐকতান গৃহাভ্যন্তরে বাদিত হইলে অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সঙ্গীত মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য মধুরতা।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উল্লিখিত দুই প্রকার ঐকতান-বাদনই স্থূলরূপে ছিল। সময়ে সময়ে বিবিধ জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র সমুদয়ের যুগপৎ বাদন ক্রিয়া কিম্বা উৎসবাদি উপলক্ষে অপরাপর যন্ত্র সকলের এক সাময়িক বাগ্গকে বাহির্দ্বারিক ঐকতান-বাদন বলা যাইতে পারে এবং রাজাদিগের ভবন মধ্যস্থ ক্ষুদ্রজাতীয় ভিন্ন প্রকার যন্ত্রসমূহের যুগপৎ বাগ্গকে আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন বলিয়া অভিহিত করা যায়। বিরাট পর্বেবর বিরাট রাজহুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অন্ততর দৃষ্টান্তস্থল। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সভ্য ঐকতান এবং গ্রাম্য ঐকতান। রাজাদিগের সমর সংঘটনকালীন যুদ্ধ যন্ত্রসমূহের বাগ্গ এবং উত্তরার সংগীতশালায় গাহস্থ্য যন্ত্রনিচয়ের বাগ্গকে ক্রমাগ্রে সভ্য বাহির্দ্বারিক ও সভ্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলা যায়। এবং গ্রাম্য বিবাহাদি উপলক্ষে নানা জাতীয় যন্ত্র-সমূহের বাগ্গ এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবলস্বিগণের দেবালয়ে খোল, শৃঙ্গ, করতলাদির এককালীন বাগ্গকে ক্রমাগ্রে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক এবং গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন কহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবদিগের এককালীন যন্ত্র সমুদয়ের বাদনকে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক ও গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। নিরাজন কীর্ত্তন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাগীন হিন্দুদিগের ঐকতান-বাদন সম্বন্ধে মিঃ প্রিন্সেপ্ সাহেবও কতক অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, “হিন্দুদিগের প্রাতরৈকতান-

বাদন ( Morning Concert ) সারিন্দা, চোতারা, শরৎ, দারা প্রভৃতি কতিপয় ততযন্ত্রের সংযোগে বাদিত হইত ।

যে সময় হইতে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রীয় চর্চা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হয় । যদিও তাঁহারা হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন, তথাপি উক্ত সঙ্গীত শাস্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বাহির্দারিক ও আভ্যন্তরিক দুই প্রকার ঐকতান-বাদনেরই ঔৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ ছিলেন । মুসলমান রাজাদের সময়ে ঐকতান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশবাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতন রূপে ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হইয়াছিল । নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে :—

এচ্, ব্লচম্যান সাহেব ( H. Blochmann ) বলেন, আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, সম্রাট আকবরের নাকারাহানা ( Naqqarahkhanah ) অর্থাৎ নাগারাশালায় ঐকতান-বাদনের অল্প নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত :\* যথা :—

১. কুবর্গা ( Kuwargah ), ইহার সাধারণ নাম দামামা ( Dama-mah ) । এই যন্ত্র অনুান আঠার জোড়া থাকিত এবং ইহার ধ্বনি অত্যন্ত গভীর ।

২. চল্লিশটি নাকারা ( Naqqahrah ) অর্থাৎ নাগারা ।

৩. চারিটি ডুহল ( Duhul ) ।

৪. অনুান চারিটি করণা ( Karana or Karrana ), এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অল্প কোন ধাতব পদার্থে নির্মিত ।

৫. ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্না ( Surna ), এই যন্ত্র নয়টি একত্রে বাদিত হইত ।

---

\* Ain-i-Akbari Vol. 1 Ain 9



৬. ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং ইউরোপীয় নাক্ষির.  
( Nafir ) যন্ত্র ।

৭. গোশঙ্কাকৃতি পিন্ডলের শিং ( Sing ) অর্থাৎ শৃঙ্গ যন্ত্র ।

৮. তিন যোড়া সঁজ ( Sanj ) অর্থাৎ বৃহৎ করতাল ।

পূর্বের রজনী আগমনের চারি-ঘড়ির ( ঘটিকার ) পূর্বে ঐকতান বাদিত হইত এবং প্রভাত হইবার চারি ঘড়ির পূর্বেও সেইরূপ বাদিত। কিন্তু আকবরের সময়ে সেরূপ না হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে প্রথমবার এবং প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বাদিত হইত ।

সূর্যোদয়ের এক ঘড়ি পূর্বে বাদকেরা সর্ণা বাজাইয়া নিজে  
বান্ধিদিগকে জাগাইত এবং ভানুদয়ের এক ঘড়ি পরে তাহারা নাগারা  
যন্ত্র বাতীত কুবর্গা, করণা, নাক্ষির এবং অপরাপর যন্ত্র সংযোগে  
মঙ্গলাচরণিক ঐকতান-বাদন করিত। তদনন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম  
করিয়া পুনর্বার সর্ণা বাজাইত। এক ঘণ্টার পর নাগারা বাত্ আরম্ভ  
হইত, এবং সেই সঙ্গে বাদসাহের মঙ্গল-সূচক অস্ত্রায় সমুদয় যন্ত্রগুলি  
বাদিত হইত। আকবর শাহের সময় ঐকতান-বাদন মুসালি, ইখলাতি,  
খোয়ারিজ্‌মাইত প্রভৃতি সাত প্রকারের ছিল। আকবর শাহ অত্যন্ত  
সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ উল্লিখিত ঐকতান-বাদনে তাঁহার  
আনন্দিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি স্বয়ং ঐকতান-বাদনের উল্লতির  
জন্য খোয়ারিজ্‌মাইত সুরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।  
আকবর শাহের নিকট অনেক ভাল ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয়  
স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদনক্রিয়ায় তিনি সাতিশয়  
বিচরণ ছিলেন। এক্ষণে আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান-  
বাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যউক :

আমাদের আভ্যন্তরিক ঐকতানে যে কি কি যন্ত্র দিলে সুশ্রাব্য  
হয়, তাহার এ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থিরীকরণ হয় নাই ; যাহারা যেরূপ  
ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ,  
আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান প্রণালীটির এক্ষণে তরুণাবস্থা।

যাহা হউক, সংগীতশ্রিয় দেশীয়গণের ক্রমিক উৎসাহ ও অধ্যবসায়-শীলতা থাকিলে আর কিছুকাল পরে ইহার আত্যন্তিক উন্নতি হইবে। তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এদেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদন প্রণালী মদীয় পূজ্যপাদ অগ্রজ রাজকুমারী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাগাছুরের যত্নে আমার পূজনীয় সংগীতগুরু অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রথম সৃষ্ট হয়। উক্ত-সঙ্গীত পারদর্শী গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি ঐকতানিক গৎ প্রস্তুত করিয়া “ঐকতানিক স্বরলিপি” নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদন সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থখানি যে আদি এবং ঐকতান-বাদকমণ্ডলীর পথদর্শক তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল, পাইকপাড়ার সুবিখ্যাত রাজা ৬প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ বাগাছুরের “বেলগাছিয়া ভিলা” নামক উদ্যানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে এই ঐকতান একবার বাদিত হয়। একদা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হালিডে বাগাছুর উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শনার্থ আসিয়া উল্লিখিত ঐকতানের লিপিবদ্ধ গৎগুলির বাদন শুনিয়া সর্বেশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশীয় ঐকতানে এক্ষণে টিনর, ফুট, ভায়লিন্‌সিলো, ক্লারিওনেট, ডবলবাম, পিয়ানো, হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় যন্ত্রের দ্বারা ঐকতান প্রস্তুত করিলে অধিকতর ভাল হইতে পারে। ইউরোপীয়েরা যেমন তাঁহাদিগকে ঐকতানে আমাদিগের কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন না, সেইরূপ তাঁহাদের যন্ত্র লইয়া আমাদেরও ঐকতানের অঙ্গপুষ্টির কিছু আবশ্যিকতা নাই—এ দেশের যন্ত্রেই এদেশীয় সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হইতে পারে। তজ্জগৎ আমরা আমাদের নিজের ঐকতানে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহার করি।  
যথা :—

১। { একযোড়া তারস্বরী এস্‌রার ।  
      { একযোড়া মধ্যস্বরী এস্‌রার ।

- ২। { একটি তারস্বর কমর্চা ।  
 একটি মধ্যস্বর কমর্চা ।
- ৩। { একটি তারস্বর কচ্ছপী বীণা ( কচ্ছুয়া সেতার )  
 একটি মধ্যস্বর কচ্ছপী বীণা ( ঐ )
- ৪। { একটি তারস্বর বংশী ।  
 একটি মধ্যস্বর বংশী ।
- ৫। { একটি তারস্বরী শরৎ ।  
 একটি মধ্যস্বরী শরৎ ।
- ৬। { একটি তারস্বরী রবাব ।  
 একটি মধ্যস্বরী রবাব ।
- ৭। { একটি তারস্বরী সারঙ্গী ।  
 একটি মধ্যস্বরী সারঙ্গী ।
- ৮। একযোড়া খাদস্বরী নাদেশ্বর যন্ত্র ।
- ৯। একটি তানপুরা ।
- ১০। একটি মৃদঙ্গ ।
- ১১। একযোড়া খরতালী ।
- ১২। একযোড়া মন্দিরা ।
- ১৩। এক প্রস্থ সপ্তশরাব ।
- ১৪। একটি মোচঙ্গ ।
- ১৫। একটি কলম ।

### আসিরায় ঐকতান-বাদন ।

আসিরায় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের দ্বারা দেবপূজা এবং মঙ্গল কার্যে বিশেষ রূপে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত । তন্ত্রদেবীখোদিত প্রতি-মূর্তি এবং রাজা নেবুকাডনেজার ( Nebuchadnezzar ) কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণ নিশ্চিত বেল (Baal) দেবতার নিকট সসঙ্গীত অর্চনাদির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় :—

“তখন একজন রাজদূত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মানবগণ ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি ততযন্ত্রের, ঢকা প্রভৃতি আনন্দ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন-যন্ত্রের বাজ শ্রবণ করিবে, তখন মহারাজ নেবুকাডনেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্তি বেল দেবতার নিকট সকলে শ্রবণত হইবে” । ( Dan iii 4, 5. )

উপরি-উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমাদের জ্ঞাত রাজসভাতেও সঙ্গীত-চর্চা করিতেন । যখন তখন গীতবাগ্গাদি না করিয়া, প্রত্যহ দিবাকাল কিম্বা অণ্ড কোন নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাদের সঙ্গীতালাপ হইত । কারণ, জানা গিয়াছে যে, মিদবংশীর রাজা দরায়ুস্ ( Darius the mead ) যৎকালে ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল্ ( Daniel )-কে সিংহগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন । ( Dan vi-18 ) ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সঙ্ঘ্যার সময়ে তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্র সকল বাদিত হইত ।

### শ্লিষ্টকীয় ঐকতান-বাদন

আসিরীয় এবং বাবিলীয়দিগের শ্যায় জেরুসালম রাজসভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত । অপরূপ রাজাদের অপেক্ষা দায়ুদ ( David ) এবং সলমন ( Solomon ) ভূপাল-দ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল । তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় গুপ্ত ঐকতান ( Royal Private Concert ) ছিল । ( 2 Sanx xix 35 )

দায়ুদ-পুত্র সলমন পার্থিব ভোগবিলাসিতার অসারতা ও অস্থায়িতা সম্বন্ধে তদীয় গুপ্ত ঐকতানের ( Private Orchestra ) উল্লেখ করিয়া-ছিলেন ;—তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, “আমি নানা প্রকার

সঙ্গীত যন্ত্রের স্থায় পুংগায়ক, স্ত্রীগায়িকা এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যবসায়ী-দিগের দ্বারা নানা প্রকার আনন্দ পাইয়াছিলাম” ( Ecclico I18 )

### পারস্য ঐকতান-বাদন

অধুনা পারস্য দেশে হার্প ( Harp ) যন্ত্র কচিং দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্রসমূহের মধ্যে একটি উচ্চদের যন্ত্র ছিল। স্মার রবার্ট কার্ পোর্টার ( Sir Robert Ker Porter ), কার্-মান্‌শা ( Kermansha ) নগরীর নিকটস্থ তক্তিবোস্টা ( Tackt-i-Bostan ) পর্বতে এতৎ সম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এইরূপ কথিত আছে, ছয়শত খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্য দেশীয় রাজা খসরু পুরভিজ ( Khosroo Purviz ) সেইগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি দুইটি উন্নত খিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়দিগের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির স্থায় আর কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে হার্প যন্ত্র বাজাইতেছে। বন্টিং ( Bunting ) সাহেবও পারস্য দেশীয় বীণৈক-তানবাদন ( Harp Concert ) সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন।

Buntings Historical and Critical Dissertation on the Harp in his “General Collection of the Ancient Music of Ireland ”

উপরে কথিত হইল, খৃষ্ট ছয় শতাব্দীতে পারস্যদেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। অপিচ আর একটা খোদিত মূর্ত্তি ব্যাগপাইপ বাজাইতেছে, ইহাও ঐ সকল উপরি-উক্ত প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যাগপাইপের নাগবন্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। আসিরীয়, হিব্রু, রোমক এবং গ্রীক জাতিরাও এই যন্ত্র অবগত ছিল, কিন্তু প্রাচীন মৈসরদের মধ্যে ইহা ছিল কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

## মিসর-ঐকতান-বাদন

হিরোদতস্ ( Herodotus ), প্লেতো ( Plato ), দায়োদরস্ ( Diodorus ), সিক্যুলাস্ ( Siculus ) এবং স্ত্রাবো ( Strabo ) । ইহারা সকলেই মিসরদেশ দর্শন করেন এবং তথাকার ঐকতান সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া যান । হিরোদতস্ এবং স্ত্রাবোর মিসর দর্শনের প্রায় ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে তথায় ধর্ম-সঙ্গীত এবং বিলাস-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল ।

হিরোদতস্ ( জন্ম বৎসর ৪৮৪ খৃঃ পূঃ ) বলেন যে, মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্বাহসমূহের মধ্যে বুবস্থিস্ ( Bubastis ) নগরে দায়ানা ( Diana ) দেবীর পূজার্থ মেলা হইত । ঐ মেলাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৌকারোহণ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং সেই সময়ে কতকগুলি পুরুষবংশী এবং কতকগুলি রমণী ক্ষুদ্র ঢকা যুগপৎ বাজাইত । অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দশূচক ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিত ।

অধিকন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা হার্প, তাম্বুরা, ফুট প্রভৃতি যন্ত্র সহযোগে ঐকতান বাদন অবগত ছিল । এতৎ সম্বন্ধীয় একটা খোদিত দৃশ্য বার্লিন ( Berlin ) এবং লিডেন ( Lyden ) নগরের চিত্রশালায় আছে । লেপসিয়স্ ( Lepsius ) সাহেব বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী দ্বারাও ঐকতান বাদন করিত । ( Lepsius Egyptian Antiquities ) বংশী ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । লেপসিয়সের মতে উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্বেই হইবে ।

সমাপ্ত

## পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষের যে সকল তত শুধির, আনন্দ ও ঘন-যন্ত্রের প্রচলন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় যন্ত্রকোষের মূল মধ্যে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লুপ্ত, প্রাচীন ও কতকগুলি প্রচলিত যন্ত্রের এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দেশের বাতায়ন্ত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতদূর দৃঢ়তর অনুসন্ধান দ্বারা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

( আভিধানিক বর্ণানুসারে লিখিত )

অ

**অঙ্কল** ( ANGLUNG, a wind instrument of Javanese ) এক প্রকার গ্রাম্য শুধির যন্ত্র এবং ইহা কতকগুলি বংশনলে নির্মিত। যাবা দ্বীপের পশ্চিমস্থ পাকবর্তীয় জাতীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। উক্ত দ্বীপবাসিগণের যাবতীয় বাতায়ন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটি অধিক পুরাতন।

**অক্টাকর্ড বা অক্টাকর্ডি** (OCTACHORD or OCTACHORDE, an instrument of music composed of eight sounds ) অষ্টস্বর সমন্বিত বাতায়ন্ত্র বিশেষ।

**অক্টাকর্ডম্** (OCTACHORDUM, the Pythagorean lyre ) পিথাগোরীয় বীণা যন্ত্র।

**অক্টেভ্ ফ্লুট** (OCTAVE FLUTE, a small wind instrument) এক প্রকার ক্ষুদ্র শুধির যন্ত্র। ইহা মধ্যসপ্তকে না বাজিয়া উচ্চ সপ্তকে বাদিত হয়। ইহাকে ফ্লুট্ আবেক্ ( Fluteabec ) বলে।

**অক্সফিয়র্ন** (OXPHEORN, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার অবয়ব পাণ্ডোরার ( Pandora ) হ্রায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

**অগদ** ( AGADA, an Egyptian and Abyssinian wind instrument ) মৈসর এবং আবিসিনিয় জাতিদের বংশী জাতীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ ।

**অগাধপল** ( AUGADHAPALA, an ancient Hindu instrument of percussion ) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র বিশেষ ।

**অজকাক্সলি** ( AJACAXTLI, a Mexican ancient musical instrument ) মেক্সিকো দেশীয় প্রাচীন নর্ভকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত । ইহার আকার প্রভৃতি প্রায় শিশুদিগের কুনুুনীর স্থায় ।

**অঞ্জলিক** ( ANGELIQUE, a stringed instrument ) এক প্রকার ততযন্ত্র । কচ্ ( Koch ) সাহেবের মতে প্রাচীনকালে ইংলণ্ড দেশে এই যন্ত্র সচরাচর দৃষ্ট হইত ।

**অপল্লন** ( APOLLON, a stringed instrument set with twenty strings ) লুটজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ এবং ইহাতে কুড়িটা তার যোজিত থাকে । ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এম্ প্রম্পট্ সাহেব ( M. Prompt ) এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন ।

**অপল্লনিয়ন** ( APOLLONION ) জে. এচ. ভলার সাহেবের ( J. H. Voller ) মতে একটি প্রসিদ্ধ বাতযন্ত্র ।

**অফেন্ ফ্লোট্** ( OFEN FLOTE, a wind instrument ) একটা শুষির যন্ত্র ।

**অমতি** ( AMATI, a stringed instrument of violin kinds ) একপ্রকার ততযন্ত্র । অমতি ( Amati ) নামক একজন বাহুলীন যন্ত্র-নির্মাতা আপনার নামে এই যন্ত্রটী সৃষ্টি করেন । ইহার অবয়ব ভায়োলিন্ বা ভায়োলিন্‌সেলোর স্থায় ।

**অমৃত** ( OMRITO, a very ancient musical instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা অতি প্রাচীন বাত যন্ত্র । (See রবণ )

**অর্গ্যান্** ( ORGAN, a remarkable and well esteemed musical instrument generally used in churches ) একটা সুবিখ্যাত



এবং অভ্যস্ত আদৃত বাণ্যন্ত্রবিশেষ । ইহা সচরাচর ধর্ম মন্দিরাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অর্গানেটো (ORGANETTO) } ছোট অর্গ্যানকে কহে ।  
অর্গ্যানো (ORGANO)

অর্কেস্ট্রিয়ন্ (ORCHESTRION) ডেস্‌ডেন্‌ নগরবাসী এফ্‌ এফ্‌ কফ্‌ম্যান্ (F. F. Kaufman) সাহেবের নির্মিত একপ্রকার বাণ্যন্ত্র । এই যন্ত্রে উগ্র ও মৃদুস্বর উভয়ই উদগত হয় । বিশেষতঃ এই যন্ত্রের আর একটা গুণ এই যে, পূর্ণ ঐকতানের ( Full concert ) ধ্বনি সমষ্টি ইহার দ্বারা অনুকৃত হইতে পারে ।

অর্কিঅরিয়ন্ ( ORPHEOREON, a stringed instrument ) ধাতুনির্মিত অষ্টতারবিশিষ্ট ততযন্ত্র বিশেষ ।

অর্ফিকা ( ORPHICA, a Small and ancient Clavier stringed instrument ) কুঞ্জিকায়ুক্ত একটা ক্ষুদ্র প্রাচীন ততযন্ত্র । বালকেরা ক্রীড়াকালে এই যন্ত্র ব্যবহার করিত ।

অর্ফিয়ন্ ( ORPHEON, a stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র ।

অলস্‌ (AULOS, an ancient flute) একটি প্রাচীন শুধির যন্ত্র ।

অল্টজীজ (ALTGEIGE) মধ্যস্বরী বাহুলীন যন্ত্র ।

অল্টফ্লুট (ALTFLUTE) মধ্যস্বরী শুধির যন্ত্র ।

অল্টম্বর (ALTAMBOR, a drum) স্প্যানিয়ার্ড জাতির ঢকার শায় আনন্দ যন্ত্রবিশেষ ।

অসসরা (ASOSRA, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ ।  
( See Schatzotzerooth )

অস্কারম্ (ASCARUM, a stringed instrument) ওয়াল্‌থার্ন সাহেবের মতে (Walthern) ইহা দীর্ঘ-চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ ।

অস্কারস্‌ (ASCARAS, a stringed instrument) ততযন্ত্র বিশেষ । ( See অস্কারম্ )

অস্কারস্, নাগ্গেল (ASCARUS NAGGALE, an ancient Greek instrument of percussioa ) প্রাচীন গ্রীকদিগের আনন্দযন্ত্র বিশেষ ।

অস্কাউলস্, (ASKAULOS, an ancient Grecian wind instrument ) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষির যন্ত্র ।

আ

আর্কর্ডিয়ন্ (ACCORDION, a keyed instrument like Organetto ) একটা চাবিয়ুক্ত যন্ত্র এবং দেখিতে কতকটা ছোট অর্গানের ন্যায় । এই যন্ত্রের ইম্পাংনির্মিত স্প্রিং সকল বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কম্পিত হইলে সুমধুর শব্দ উদগত হয় । প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অতীত হইল এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

আজাক্লি-কেমান (AJAKLI-KEMAN, a stringed instrument of the Turks ) তুরস্ক দেশীয়দের ব্যবহৃত বাহুলীন জাতীয় তন্তযন্ত্র বিশেষ ।

আডিফোনন্ (ADIAPHONON, a species of pianoforte with six octaves ) ষষ্ঠ অক্টেভযুক্ত একপ্রকার পিয়ানোফোর্টি যন্ত্র । ইহার সুর কখনো বিকৃত হয় না । ভিয়েনা নগরস্থ ঘটিকায়ন্ত্র নির্মাতা সস্টার ( Schuster ) কর্তৃক ১৮২০ খৃঃ ইহা নির্মিত ।

আথেনা (ATHENA, a species of Grecian flute ) গ্রীক, জাতীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ । এরূপ কথিত আছে যে, মিনার্ভাদেবীর নিকট থিবান্ নিকোফেলাস্ (Theban Nicophelus ) কর্তৃক ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয় ।

আদুফ্, (ADUFE, an Arabian instrument of percussion ) আনন্দ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি আরবদেশীয় যন্ত্র । ইহার আকার চতুষ্কোণ । বার্বেরি রাজ্যে এখনো ইহার সমধিক ব্যবহার হইয়া থাকে । এই যন্ত্র যিহুদীদের টপযন্ত্রের এবং প্রাচীন মিসরবাসীদের চতুষ্কোণ আনন্দ যন্ত্রের সদৃশ ।

আনাকারা বা আনাকরিষ্টা (ANAKARA, or ANAKARISTA,

the kettle drum.) আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। (See kettle drum) আনিনো কর্ড বা আনিনো কর্ডি (ANINOCORD or ANINOCORDI, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের তন্তুর উপর বায়ু সঞ্চালন করিলে শব্দ নির্গত হয়। ১৭৮৯ খৃঃ প্যারিস নগরে জন্ জেকব্ শ্নেল সাহেব (John jacob shnell) কর্তৃক নির্মিত। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি সাধারণ্যে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

আপলো-নিকন্ (APALLO NICON, a large musical instrument like an organ) অর্গ্যানের স্থায় একটি বৃহৎ যন্ত্র। ইহা পূর্ণ ঐকতান বাতের ধ্বনি অনুকরণ করে। ইহা নলিদ্বারা স্বয়ং বাদিত হয়। ১৮২৮ খৃঃ লণ্ডননগরে ফ্লাইট এবং রব্‌সন্ (Flight and Robson) সাহেব কর্তৃক নির্মিত।

আপলো-লাইরা (APALLO-LYRA, an ancient stringed instrument) ছোট হার্প বা লায়ারের স্থায় একপ্রকার প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই। ইহা উচ্চে এক ফুট, বিস্তারে অর্ধ ফুট এবং দ্বাদশটি চাবিযুক্ত হইত। এই যন্ত্রের মুখ পিত্তলনির্মিত এবং ইহা শৃঙ্গযন্ত্রের স্থায় বাজিত।

আবুব্ বা আবাব্ (ABUB or ABABH, a Hebrew musical instrument) একপ্রকার হিব্রু জাতীয় বাতযন্ত্র। ওল্ড টেস্টামেন্টে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

আভেনা (AVENA, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষ্ক যন্ত্র বিশেষ। ইহা ওট্ (Oat) বৃক্ষের নলে নির্মিত হইত।

আম্বিরা (AMBIRA, a wind instrument used in Africa) ইহা একটি শুষ্ক যন্ত্র বিশেষ। আফ্রিকাদেশে ইহার প্রচলন। ইহা উক্ত দেশে বিভিন্ন স্থলে ঝাঞ্জি, মারিগা, ইবেকা, বিসান্দক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ সেনিগাম্বিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ গিনিবাসীদের ইহা সমধিক প্রিয়। এই যন্ত্রে একটি কার্ত্তনিস্থিত

বায়ের মধ্যে কতকগুলি স্বরনিঃসারক কাষ্ঠ বা বেত্রখণ্ড অথবা লৌহ-জিহ্বা একপভাবে সম্বন্ধ থাকে যে, বৃদ্ধাক্ষুষ্ঠ কোন দণ্ডদ্বারা চাপিত হইলেই তাহাদিগ হইতে স্বরকম্পন উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার বন্ধনপ্রণালী অনেকটা ইচ্ছামত হইয়া থাকে। Victor Scoecher.

আগুর্ল (ARGOOL, a recent Egyptian wind instrument made with double pipes) আধুনিক মিসরীয়দের একটি দ্বিভঙ্গ যন্ত্র-বিশেষ। ইহার একটি নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও নিম্নস্বর উৎপাদনের জন্য এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নলটি সুস্বরানুক্রমিক গান ও গৎ বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একপ যন্ত্র পৃথিবীর অসংখ্য দেশেও প্রচলিত আছে। (See p. 88 and 93)

আর্চ-লুট (ARCH-LUTE, a stringed instrument) ততযন্ত্র বিশেষ। (see থিওর্বো)

আর্চ-লুথ (ARCH-LUTH, a stringed instrument) ইহাও একপ্রকার ততযন্ত্র। (see থিওর্বো)

আর্জিয়ান (ARGYAN, a trumpet.) শুঁফির যন্ত্রবিশেষ।

আর্পা (ARPA, the Spanish name of the English Harp) ইংরাজি হার্পযন্ত্রের স্পেনিশ নাম।

আর্পাডপ্পিয়া (ARPADOPPIA, the double harp) ডবল হার্প যন্ত্র।

আর্পানেটা (ARPANETTA, a kind of Italian harp) ইতালীদেশীয় ততযন্ত্র বিশেষ। আইরিশ হার্পযন্ত্রের স্থায় ইহা নিশ্চিত। এবং ইহাতে লৌহ ও পিত্তলনির্মিত তার সমূহ যোজিত থাকে।

আর্মনিকা (ARMONICA, the musical glasses) কাচনির্মিত বাতযন্ত্র।

আর্সিলিউটো (ARCILIUTO, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্র এবং থিওর্বো একই।

আর্সিসিম্বেলো ( ARCICEMBALO, a clavier or Keyed instrument ) চাবিস্কৃত বাতায়ন্ত্রবিশেষ ।

আল্গোজা ( ALGHOZA, a wind instrument used in Hindoostan etc ) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত শুবিরযন্ত্রবিশেষ । ( see page 79 )

আল্টস্ ( ALTOS, a Stringed instrument ) বাহুলীন জাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ ।

আল্টো-বাসো ( ALTOBASSO, Stringed instrument ) ডিনিসীয় ততযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অধুনা অপ্ৰচলিত । একপ্রকার ধর্ম-স্বারা ইহা বাদিত হইত ।

আল্টো-ভায়োলা বা ভায়োলা ( ALTOVIOLA or VIOLO, a large Stringed instrument ) বৃহৎজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ অর্থাৎ বড় বেহালা । সাধারণ বেহালায় ৫টি খাদস্বর উৎপন্ন হয় ।

আল্‌পেন্‌হর্ন ( ALPENHORN, a cow Horn ) গো-শৃঙ্গযন্ত্র ।

আলাপিনী বীণা ( ALAPINI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্র ।

আল্‌ফর্ন ( ALPHORN, a wind instrument used in Switzerland ) সুইটজার্লণ্ড দেশে প্রচলিত একটি শুবির যন্ত্র । কতকগুলি কার্ণনলখণ্ড একত্রে দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

আসিয়াস্ ( ASIAS, a cittern or lyre ) একপ্রকার ততযন্ত্র । বুলঞ্জর ( Bullanger ) সাহেবের মতে তর্পন্দরের শিষ্য সিপিয়ন্ কর্তৃক এই যন্ত্র প্রথমে আবিষ্কৃত হয় ।

আসোর্ ( ASOR, a stringed instrument of the Hebrews ) স্মিহদীদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে দশটি তার সংযুক্ত থাকে, এবং ইহা অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয় । ইহা উক্ত জাতির নেবেল্ নামক তানপুরা যন্ত্রের সদৃশ । ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ একটি আসিরীয় যন্ত্রকেও “আসোর্” এই নাম দিয়া থাকেন ।

## ই

**ইউকিন্** ( YEUKIN, a chinese stringed instrument ) একটি চীনে ততযন্ত্র । চীন জাতিদের ইয়ান্‌কিন্ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাদিত হইয়া থাকে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে পূর্ণশশিবীণা ( Full moon guiter ) এই আখ্যা দিয়াছেন ।

**ইউফন্** ( EUPHON, a musical instrument ) একপ্রকার বাণযন্ত্র । লিখনাধারের শ্রায় ( Desk ) ইহার আকার । ইহাতে কতকগুলি কাচনির্মিত নল সমসূত্রপাতে সংযোজিত থাকে । কাচযন্ত্রের শ্রায় ইহারও বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয় ।

**ইংলিশ ভায়োলেন্ট** ( ENGLISH VIOLET, a very ancient stringed instrument ) ভায়োল্ ডামোর ( viol d'mor ) যন্ত্রের আকার-গত একটি অতি পুরাতন ততযন্ত্র ।

**ইংলিশ হার্প্** ( ENGLISH HARP, a large wind instrument of hauthboy kinds ) ওয়জাতীয় বৃহৎ শুষির যন্ত্রবিশেষ । ইহা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্মিত এবং ইহার আকার সরল না হইয়া বক্রভাবে হইয়া থাকে ।

**ইদৌথস্** ( IDOUTHUS, a name of a Grecian flute ) একপ্রকার গ্রীক্‌জাতীয় শুষির যন্ত্র ।

**ইনফাল্‌টিলিয়া** ( INFALTILIA, a wind instrument ) এক প্রকার শুষির যন্ত্র ।

**ইন্সট্রুমেন্টো এ কেম্পানেল্** ( INSTRUMENTO a CAMPANEL, a keyed instrument like a piano-forte ) পিয়ানোফোর্টের শ্রায় চাবিস্কৃত যন্ত্রবিশেষ । ইহাতে ১, ২ বা ততোধিক উচ্চস্বর প্রকাশকরণক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা যোজিত আছে । সেইগুলি প্রকৃত স্বরগ্রামে ( Diatonically ) বদ্ধ থাকে ।

**ইবেকা** ( IBEKA, a wind instrument like an ambira ) আম্বিরা যন্ত্রের শ্রায় একটি শুষির যন্ত্র । নিগ্রো জাতিরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে । ( see Ambira )

**ইয়ান্কিন্** ( IANKIN, a chinese stringed instrument )  
 একটা চানদেশীয় পিন্ডলতারসম্বন্ধ ততযন্ত্র । ইউরোপীয়দের ডল্‌সিমা-  
 যন্ত্রের স্থায় ইহা দুইটি ক্ষুদ্র মুদগর দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । ইহা  
 জাপানদেশীয় কোটো যন্ত্রের স্থায় । এই যন্ত্রটির স্বর অতি সুশ্রাব্য ।

**ইয়াম্বাইস্** ( IAMBICE, a stringed instrument ) একটি  
 ততযন্ত্রবিশেষ । পোলক্স্ ( Pollux ) সাহেবের মতে এই যন্ত্র  
 ত্রিকোণ বিশিষ্ট লায়ারযন্ত্রের স্থায় ।

**ইয়ার্পি** ( EARPE, the Anglo Saxon name of harp ) হার্প  
 যন্ত্রের একলো সাকসন নাম । অপিচ এই ভাষাতে হইকে হিয়ার্পি  
 ( Hearpe ) ও কহে ।

**ইয়োল্** ( YO, a flute ) একটি শুষ্ক যন্ত্র ।

**ইয়োলাইন্** ( ÆOLINE, a keyed instrument ) একটি চাবি-  
 যুক্ত যন্ত্র । ইহার স্বর অর্গ্যানের স্থায় । পাইপ না হইয়া ইহাতে  
 ইম্পাতের স্থিঃ থাকে এবং ভঙ্গাসঞ্চালনে উহা কম্পিত হইলে শব্দ  
 উৎপন্ন হয় ।

**ইয়োলিয়ন্ পিয়ানো** ( ÆOLION PIANO ) ইহা ইয়োলো-  
 ডিকন যন্ত্রের স্থায় । ইহার স্থিঃগুলি ধাতব না হইয়া কাষ্ঠনির্মিত  
 হয় ।

**ইয়োলিয়ন্ হার্প** ( ÆOLIAN HARP, a stringed instru-  
 ment. the tones of which, as its name denotes, are not  
 produced by the hands of an artist but by means of nature  
 herself, through the action of the wind ) একটি ততযন্ত্রবিশেষ ।  
 কোন বাদকের হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয় না, কিন্তু প্রকৃতি সঞ্চালিত  
 বায়ুদ্বারা বাজিয়া থাকে ; এই জন্ম ইহার ঈদৃশ নাম হইয়াছে । এই  
 যন্ত্রটি বিখ্যাত এবং ইহার ধ্বনি চমৎকার ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট । এই  
 নিমিত্ত সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বর্গীয় বীণা বলিয়া থাকেন ।  
 সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিস্তীর্ণ ইংরাজি অভিধানকার ডাক্তার ওয়েব্‌টার ( Dr.

Webster) সাহেব মুর (Moore) সাহেবের মতে বলেন যে, গ্রীক-দিগের বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইয়োলস (ÆOLUS) হইতে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। একটা লম্ব চতুষ্কোণবিশিষ্ট বাস্তুর মধ্যে বা উপরিভাগে নয়টি বা ততোধিক চক্ষুতন্তু উচ্চ নীচ সুরানুসারে বাঁধিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত অনাবৃত আনালায় ইহা লম্বমান করিয়া রাখিলে উচ্চ নীচ স্বর সমুদয় মিশ্রিত হইয়া সুমধুর শুনায়। বায়ু কর্তৃক আবদ্ধতন্তু সকল আঘাতিত হইবে বলিয়া ইহার তন্তুস্থাপনভাগ এবং তলভাগ অনাস্ছাদিত রাখিতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে অতি পুরাতন বলেন; কিন্তু ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে এইরূপ বায়ুবাণ বীণা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও ইহার সহিত তাহার অবয়বগত বিভিন্নতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু গুণে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। “দেবর্ষি নারদ দেবগণ প্রেরিত হইয়া বসুদেব গৃহবাসী ত্রীকঙ্ককেশিশুপালবধার্থ উদ্ভেজনা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে দেবলোকে হইতে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার বীণা যে প্রকার গান করিতেছিল, মাঘ কবি তাহার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রগন্তুরাঘটনয়া নভস্বতঃ

পৃথগ্‌বিভিন্ন শ্ৰুতিমণ্ডলৈঃস্বরৈঃ।

ক্ষুটীভবদ গ্রামবিশেষ মূচ্ছনা।

মবেক্ষমাণঃ মহতী মুছমূছঃ।

নারদের বীণার নাম মহতী। সেই বীণায় বায়ুর আঘাত লাগিয়া ষড়্জাদি স্বরগ্রাম আরোহ অবরোহ ক্রমে একরূপ স্পষ্টভাবে শ্রবণগোচর হইতেছে যে, স্বরের অবয়বভূত শ্ৰুতিগুলি পর্য্যন্ত এক একটা করিয়া গণিয়া লওয়া যাইতেছে। নারদ বিস্ময়পরবশ হইয়া বারম্বার সেই বীণা দর্শন করিতেছেন।

মাঘ কবি ১৫/১৬ শত বৎসরের লোক হইবেন। তাঁহার সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যখন এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, যন্ত্র বাঁধিবার



কৌশলে স্বর যন্ত্র হইতে আপনি বাজিত, তখন তাহার বহুকাল পূর্ব হইতে যে উহার চর্চার আরম্ভ হয়, ইহা সহজেই অনুমান হয়।” অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ মহতী বীণার প্রচলন দৃষ্ট হয়, উহা প্রাচীনকালের উক্ত বীণা হইতে কতক পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। পূর্বতন মহতী বীণা হস্ত ও বায়ু উভয়েরই দ্বারা বাদিত হইত, এক্ষণকার মহতী বীণা হস্ত ব্যতীত বাদিত হয় না। ( see Page 3 )। মিলান নগরের আবিগাটনি ( Abbe Gattoni ) আর একপ্রকার বৃহৎ ইয়োলিয়ন্ হার্প নির্মাণ করেন। এই যন্ত্রটির নাম মিটিয়রলজিকাল হার্মোনিকা ( Meteorological Harmonica )। তিনি কোন একটা পিঙ্কটার একটা চূড়া হইতে অপর একটা চূড়া পর্যন্ত ১৫টি লৌহ তার সমান্তরালভাবে আবদ্ধ করিয়া উক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই তারগুলি স্বাভাবিক সপ্তস্বরানুসারে সর্বদাই বদ্ধ থাকিত এবং বায়ু কর্তৃক কম্পিত হইয়া অর্গ্যান্ পাইপের ( organ pipe ) স্থায় বাদিত হইত।

**ইয়োলোডিকন বা ইয়োলোডিয়ন (ÆOLODICON or ÆOLODION, a keyed instrument )** চাবিযুক্ত যন্ত্র বিশেষ ( see ইয়োলাইন্ )।

**ইয়োলোপান্টালন (ÆOLOPANTALON, a species of piano-forte )** একপ্রকার পিয়ানোফোন্ট যন্ত্র। ইয়োলোডিকনের সহিত ইহার আকার ও অবয়বগত সম্বন্ধ আছে।

**ইয়োলোমেলোডিকন (ÆOLOMELODICON, a musical instrument of the æolodicon kinds )** ইয়োলোডিকন্ জাতীয় বাস্তব যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অপর একটা নাম কোরোলিয়ন্ (Choroleon)।

**ইসিটালি (ICITALI, a stringed instrument )** একপ্রকার ততযন্ত্র ইহাতে দুইটা ইম্পাং নির্মিত তার সংযুক্ত থাকে এবং তুরস্ক জাতির। এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

## উ

উগাব (UGAB, a Hebrew wind instrument) ইহা যিহুদীদের একটি শুবির যন্ত্র। কথিত আছে, জুবাল ইহার নির্মাতা। ইংরাজেরা ইহাকে সিরিংস্ অথবা পণ্ডিয়ান্ পাইপ (Syrinx or Pandean pipes) বলেন।

উদ (OUD, an Arabian Stringed instrument) আরবদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার হিন্দুদিগের তানপুরার স্থায় এবং উক্ত যন্ত্রের স্থায় ইহাতেও সারিকা বিজ্ঞাস নাই।

উদকী (UDAKE, small instrument of percussion used in Ceylon) একটি ক্ষুদ্র আনন্দযন্ত্র। কাহার জাতির ছড়ুকা যন্ত্রের স্থায় ইহার আকার। সিংহল দেশীয়েরা ইহা ব্যবহার করে।

উর্নহীন (URNEEN, a kind of chinese Violin) একটি চীন-দেশীয় বাহুলীন যন্ত্র। ইহা আমাদের দেশের সারিন্দা বা সারঙ্গীর, জাপানদেশীয় কোকিউ যন্ত্রের এবং আরব ও পারস্যদিগের রবাব্ ও কেমনেগে যন্ত্রের স্থায়। (see page 67)

## উ

উম্পূচ্বা (OOMPOOCHWA, a Stringed instrument used in Africa) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার বাজের স্থায়, কিন্তু এক পার্শ্বখোলা। আফ্রিকার লোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

## এ

এক্সাকর্ড বা হেক্সাকর্ড (EXACHORD or HEXACHORD, a Stringed instrument with Six Strings) একটি ষট্‌তন্ত্র বিশিষ্ট বাতযন্ত্র। ইহাতে ছয়টি সুর উৎপন্ন হয়।

এঞ্চাম্বী (ENCHAMBEE, a kind of Stringed instrument of the Ashantee and Fantee of Africa) আফ্রিকার আশাণ্টা এবং ফান্টী জাতিদ্বয়ের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে তাল বৃক্ষের মূলজাত পাঁচটি সূত্র যোজিত হইয়া ইহার শিরস্থ বংশনির্মিত পাঁচটি

কীলকের সহিত আবদ্ধ থাকে। দুই হস্তে এই যন্ত্র বাদিত হয় এবং যদিও ইহার স্বর বিভিন্ন প্রকারের নহে। তথাপি বিশেষ মধুর। এই জন্মই উক্ত জাতিদ্বয়ের সমুদয় যন্ত্রাপেক্ষা ইহা উত্তম বলিয়া গণিত হইয়াছে।

এপিগোনিয়াম (EPIGONIUM, a Stringed instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে সর্বশুদ্ধ চল্লিশটা তন্তু সংযুক্ত থাকিত। এপিগোনিয়াম (Epigonus) স্বীয় নামে এই যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এপিনেট (EPINETE, the Spinete) স্পিনেট্, যন্ত্র। (see Spinete)

এপ্টাকর্ড (EPTACHORDE, an instrument with Seven Strings) একটা সপ্ততন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্র। (See Hepatchord)

এরবেব্, (ERBEB, the Morocco name of rebab রবাব যন্ত্রের মরক্কদেশীয় নাম।

এলিফান্টাইন্ (ELEFANTINE, a flute Supposed to be made of ivory) একটা শুবির যন্ত্র। বোধ হয় হস্তি দন্তে ইহা নিৰ্মিত। ফিনিসীয় জাতি (Phænicians) এই যন্ত্রের সৃষ্টি করে।

এলিমাস্ (ELEMAS, the name of a Phrygian flute) ফ্রিজীয় ফ্লুটের নামান্তর। ইহাও কাষ্ঠ নিৰ্মিত শুবির যন্ত্র বিশেষ।

ও

ওফিক্লিড্, (OPHICLEIDE, a wind instrument concerning to wars) যুদ্ধসম্বন্ধীয় শুবির যন্ত্র বিশেষ।

ওবয় (AUTHBOY, a wind instrument) একটা শুবিরযন্ত্র।

ওবোয় ডামোর বা ওবোয় লুয়ান্গো (OBOE D'AMORE or OBOE LUANGO, a wind instrument) একপ্রকার শুবির যন্ত্র।

ওম্বাই (OMBI, a harp kind instrument used in Africa)

আফ্রিকাদেশের সেনিগাম্বিয়া ও গিনিদেশবাসীদের হার্পজাতীয় যন্ত্র-বিশেষ। তাহারা লতা ও বৃক্ষের মূল দিয়া ইহার তন্তু নির্মাণ করিয়া থাকে। ইহার একটা নাম বোলো (Boulow)। মিসরদেশীয় হার্পযন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

**ওয়াল্ডহর্ন** (WALDHORN, a large wind instrument generally called french horn) একটা শৃঙ্গযন্ত্র। সাধারণতঃ ইহাকে ফরাসী শৃঙ্গ কহে।

**ওসী টিবিয়া** (OSSEATIBIA, one of the first wind instruments of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা প্রথম গণনীয় শুষ্ক যন্ত্র।

### ও

**ও** (OU, a chinese instrument played with a bow) চীন-দিগের ধনুর্দ্বারা বাদিত ততযন্ত্র বিশেষ।

### ক

**কঃহরন** (KUHORN, a Swedish or Alpine horn) একটা সুইডিশ বা আল্পাইন শৃঙ্গযন্ত্র।

**কচ্ছপী বীণা** (CACH'HUPI BINA, a Stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্র বিশেষ।

**কঙ্ক** (CONCH, the English name of a Hindoo wind instrument called Shankha) শঙ্খ যন্ত্রের ইংরাজি সংজ্ঞা।

**কড়ুলী** (KARRULI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনক্‌যন্ত্রবিশেষ।

**কন্ট্রাফ্যাগটো** (CONTRAFAGOTTO, the large bassoon) একটা বৃহৎ শুষ্ক যন্ত্র। সাধারণ বাসুণ অপেক্ষা ইহাতে আরও একটা নিম্ন স্বরগ্রাম বাদিত হইত। এক্ষণে ইহা অপ্ৰচলিত।

**কন্ট্রাবাসো** (CONTRABASSO, the double bass) বাহুলী জাতীয় যন্ত্রসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং খাদস্বরবিশিষ্ট।

এই যন্ত্র দুই প্রকার। একপ্রকার তিনতন্ত্রবিশিষ্ট। অপরপ্রকার চারিতন্ত্রসম্বলিত। ইংলণ্ডে তিনতন্ত্রবিশিষ্ট কনট্রাবাসো প্রচলিত। কিন্তু জর্মানি ভিন্ন অপরটি প্রায় অথ কোন দেশে দেখা যায় না। শেখোক্ত প্রকার যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত চারিটা নিম্নস্বর বিশিষ্ট। ( see Double bass )

কন্ট্রাবাসি ( CONTRA BASSE ) } ডবল বাসের  
 কন্ট্রাভায়োলন ( CONTRA VIOLON ) } অগতর সংজ্ঞা  
 কন্সার্টিনা ( CONCERTINA ) ছয়কোণবিশিষ্ট একটা ছোট  
 বাতায়ন্ত্র। হস্তে ধরিয়া ইহা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রের দুই পার্শ্বে  
 কতকগুলি কুঞ্জিকা আছে, ঐগুলি অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যন্ত্রের  
 মধ্যস্থিত ধাতব জিহ্বা সমূহ ( Metal tongues ) হইতে শব্দ বহির্গত  
 হইয়া থাকে। ইহার ধ্বনি অবিচ্ছিন্নরূপে শ্রুত হইবার জন্য অনবরত  
 ইহার ভঙ্গাসঞ্চালন করিয়া বায়ু সংগ্রহ করিতে হয়।

কপলডোল ( KOPPLEDOL, an ancient wind instrument ) একপ্রকার প্রাচীন শুবির যন্ত্র।

কপলফ্লেট KOPPLE FELETE, a wind instrument ) একটা  
 শুবির যন্ত্র। ইহার আর একটা নাম জেম্‌স্‌হর্ন ( Gemshorn )।

কম্পানম্ ( CAMPANUM, an ancient Grecian instrument of the bell-kinds ) প্রাচীন গ্রীকদিগের ঘণ্টাজাতীয় শুবির যন্ত্র-বিশেষ।

কম্পল ( KAMPUL, a Javanese instrument of percussion ) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র।

কম্বোন ( KOMBONE, a wind instrument of the Sing-halese ) সিংহলীয়দের শুবিরযন্ত্রবিশেষ।

কন্সার অরগ্যান্ ( CHOIR ORGAN ) একটা মৃত্তস্বরবিশিষ্ট অরগ্যান্। ইহা সলো ডুয়েট ( Solo, duet & c ) প্রভৃতি গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত।

কর্ন ( COR, horn ) শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ ।

কর্ন ( CHOR, a Stringed instrument like spinet ) স্পিনেটের  
স্থায় একপ্রকার ততযন্ত্র ।

কর্ন অম্লিটোনিক ( COR OMNITONIQUE, a wind instrument ) একটা শুষ্ক যন্ত্র, কিন্তু ইহার সুরগুলি বিকৃত । এই যন্ত্রে  
চাবিদ্বারা প্রকৃত খোলা সুরের স্থায় বিকৃত সুরগুলি পরিষ্কাররূপে  
প্রকাশ পায় ।

কর্ন আংলাইস্, ( COR ANGLAIS, a long hautboy ) একটা  
শুষ্ক যন্ত্র । ইহার স্বর মিষ্ট, ভাবব্যঞ্জক ও শোকসূচক । ( see ওবয় ) ।

কর্ন ডি সিগ্‌নাল (COR DE SIGNAL, a bugle) একপ্রকার  
শুষ্ক যন্ত্র ( see ব্যুগল ) ।

করনা বা কর্ণা ( KERRANA or KURNA, a large trumpet,  
Common in Hindoostan and Persia ) একপ্রকার বৃহৎজাতীয়  
শুষ্ক যন্ত্র । ভারতবর্ষ এবং পারস্য দেশে ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয় ।  
ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং ধ্বনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ( see P. 83 )

করতাল বা করতালী ( CARATAL, or CORTALI, the metallic  
instrument of the Castagnettes Kinds, Common in Hindus-  
tan ) ভারতবর্ষ প্রচলিত ঘনযন্ত্র বিশেষ ।

করিক্ ( CHORIQUE, the name of a Species of flute )  
একপ্রকার শুষ্ক যন্ত্র ।

কর্ডমিটার ( CHORDOMETER ) স্বর সঙ্গীয় মাত্রামাপক  
যন্ত্র বিশেষ ।

কর্ডমেলোডিয়ন্ ( CHORDAUMELODION ) বা

কর্ডলোডিয়ন্ ( CHORDOLODION ) বড় ব্যারেল অর্গ্যান যন্ত্রের  
নাম । ইহা স্বয়ং বাজে ।

কর্ডিচাসী ( COR DE CHASSE, a hunter's horn ) এবং

কর্ডিভাসী ( COR DE VACHES, a Shepherd's horn )  
শিকারী এবং মেঘপালকের শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ন ( CORNO, a French horn ) ফরাসী দেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ন ইংলিস ( CORNO INGLESE, a English horn ) ইংরাজি-  
শৃঙ্গ যন্ত্র ।

কর্ন ডি কাসিয়া ( CORNO DE CASSIA, a hunter's horn )  
শিকারীর শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্ন ডি বাসেটো ( CORNO DE BASSETTO, a wind instru-  
ment ) একটা শুবির যন্ত্র । বাস ক্লারিনেটে যতগুলি সুর নির্গত হয়,  
ইহাতেও তাহাই হইয়া থাকে । অস্ট্রোপটিক্রিয়োপলক্ষে মোজার্ট  
( Mozart ) এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন ( see বাসেট হর্ন ) ।

কর্নামুসা ( CORNAMUSA, a bagpipe ) একটা শুবির যন্ত্র ।  
এই যন্ত্র কেবল স্কটলণ্ডে ব্যবহৃত নহে, ইতালী দেশেও ইহার ব্যবহার  
দেখা যায় ।

কর্নি ( CORNI, the Italian pluralized name of horn )  
শৃঙ্গ যন্ত্রের ইতালীয় বহুবচনাস্ত নাম ।

কর্নু ( CORNU, or KORNU, the Roman horn ) রোমীয়  
শৃঙ্গযন্ত্র । ( see P. 83 and কেরেণ )

কর্নেট ( CORNET, the post horn ) পোষ্ট হর্ন অর্থাৎ পত্র-  
বাহকের শৃঙ্গযন্ত্র ।

কর্নেট আ পিষ্টল ( CORNET-a-PISTONS, a wind instru-  
ment used in wars ) সামরিক শুবির যন্ত্র বিশেষ ।

কর্নেট আ বৌকুইন ( CORNET-a-BOUQUIN, a wind  
instrument ) একপ্রকার শুবির যন্ত্র । ( see Bouquin ) ।

কর্নেটিনো ( CORNETTINO, a wind instrument ) শুবির  
যন্ত্রবিশেষ ।

কর্নেটো ( CORNETTO, a brazen wind instrument like a  
trumpet ) ট্রাম্পেটের ছায় পিষ্টলনির্মিত শুবিরযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু  
অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট । স্তত্রাং ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু ।  
ইহাতে কৌশল করিয়া অর্কসুর পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে ।।

কর্ণেটো টর্টো ( CORNETTO TORTO, the name of a Crooked Cornet ) বক্রাকার কর্ণেটযন্ত্রের অগুত্তর নাম ।

কর্ণেটো মুটো ( CORNETTO MUTO, a very ancient species of soft to ned cornet ) একপ্রকার অতি প্রাচীন কোমলস্বরী কর্ণেট যন্ত্র ।

কলন্ড্রোনে ( COLONDRONE, a wind instrument used by Italian peasants ) ইতালী দেশীয় কৃষকদিগের এক প্রকার শুবিরযন্ত্র;

কলমস্, ( COLOMUS ),

কলমস্, পাষ্টোরালিস্, ( COLOMUS PASTORALIS ) বা

কলমৌলস্, ( COLOMAULOS, the Shepherd's pipe, one of the most ancient of all musical wind instrument ) এক প্রকার প্রাচীনতম শুবিরযন্ত্র এবং মেঘপালকেরা ইহা ব্যবহার করিত ।

কলিনেট ( COLLINET ) ক্ল্যাজিলেট শব্দ দেখ ।

কল্লিনিকস্, ( KALLINICUS, a Turkish violin ) তুরুস্ক দেশীয় বাহুলীন যন্ত্র ।

কাউ-হর্ন ( COW-HORN, a wind instrument ) একটা গো-শৃঙ্গাকার শুবিরযন্ত্র । রুসীয়দের নিকট ইহা প্রসিদ্ধ । ইহার অবয়ব কর্ণেটের স্থায় এবং দৈর্ঘ্য এক হইতে চারি ফুট পর্য্যন্ত । কাষ্ঠ কিম্বা বৃক্ষ স্বকে ইহা নির্মিত ।

কানুন ( KANOON, a well known stringed instrument of Hindoostan ) একটা ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ তন্তযন্ত্র ।

কান্তেলি ( KANTELE, an Oriental horn ) ইহা একটা পূর্বাঞ্চলীয় হার্প যন্ত্র । ফিনলণ্ড দেশেও এই নামে প্রসিদ্ধ । কথিত আছে, ইহা ফিনলণ্ড বাসীদিগের ওয়েনেন্ মোইনেন্ নামক দেবতার অতি প্রিয়তম যন্ত্র । তিনি গ্রীসদেশীয় আর্ফিম্‌স্ দেবের স্থায় ইহার বাদনক্রিয়া একরূপ চমৎকারিতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, কি



মল্লযোঁর, কি ইতর জন্তদের সকলেরই মন হরণ করিতে পারিতেন ।  
 উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এস্থানিয়া প্রাদেশস্থ লোকেরা এই যন্ত্র  
 ব্যবহার করিত । সে দেশের পরিব্রাজকেরা এই যন্ত্র হস্তে লইয়া  
 গান করিয়া বেড়াইত । সে দেশের যে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক—১৮১২  
 খৃষ্টাব্দে মৃত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রের ব্যবহারও লুপ্ত  
 হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এতদ্ভিন্ন ফিনদের উক্ত নামে আর একটা  
 জাতীয় যন্ত্র আছে । সে যন্ত্রে একটা কাষ্ঠ নির্মিত বাস্তের মধ্যে পাঁচটা  
 তার সম্বন্ধ থাকে । এরূপ যন্ত্র ফিনলণ্ড দেশে এখনও প্রচলিত আছে ।  
 ডাক্তর ক্লার্ক ( Dr. Clarke ) সাহেব লাপলণ্ডবাসী উগ্রী বংশধরদিগের  
 হস্তে এইরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন । পূর্বেবাস্ত যন্ত্রের সঙ্গে এরূপ যন্ত্রের  
 কোন সাদৃশ্য নাই, বরং দেখিতে ডলসিমর যন্ত্রের স্থায় । *Estuische  
 Volkslieder heransgegeben Von Neus Reval, 1850.*

*Travels in Various countries, by E. D. Clarke, Part III*

কাবা-জরুনা ( KABA-ZURNA, a large Turkish wind  
 instrument used in battles ) তুরস্কদেশীয় সামরিক বৃহৎ শুধির যন্ত্র  
 বিশেষ ।

কাবারো ( KABARO, a small drum common in Egypt and  
 Abyssinia, struck with the hands ) একটা ক্ষুদ্র ঢকা । ইহা মিসর  
 এবং আবিসিনিয়া দেশে ব্যবহৃত এবং হস্তদ্বারা বাদিত হয় ।

কারনিঙ্ক্স ( CARNYNX, a Species of ancient Grecians  
 trumpet ) প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের একপ্রকার শুধিরযন্ত্র । ইহার ধ্বনি  
 উচ্চ ও তীব্র । পূর্বে ফ্রান্সেও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত ।

কারিলল ( CARILLONS, a group of Small bells ) ঘণ্টা  
 স্তবক । ইহা ইউরোপীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ । আমাদের দেশেও এইরূপ  
 যন্ত্র ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ধর্মমন্দিরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কার্ণাই ( KARNAI, a persian trumpet ) একটা পারস্যদেশীয়  
 শৃঙ্গযন্ত্র । যিহুদীদের কেরণ, গ্রীকদের কেয়াস, রোমীয়দের কণু,

ফরাসীদের কর, জর্জিয়ন ও ইংরাজদের হর্ন, ওয়েল্‌সবাসীদের কর্ণ, হুগ্নেরী বাসীদের কুর্ভ এবং হিন্দুদের মদঙ্গ যেরূপ, ইহাও সেইরূপ যন্ত্র ।

**কালাসিওন্** ( CALASCIONE, a Stringed instrument Common in Italy. Swept by the fingers ) একটা ইতালী দেশীয় ততযন্ত্র । ইহা দেখিতে আমাদের দেশের তানপুরার স্থায়, কিন্তু ইহাতে পর্দার সন্নিবেশ আছে । এই যন্ত্রে দুইটা তন্তুর তার যোজিত থাকে এবং ইহা তাড়নী দ্বারা বাদিত হয় । আসিরিয়া ও মিসর দেশেও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ছিল । এক্ষণে ইতালী দেশের কৃষিজীবীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে ।

**কালিচন্** ( CALICNON, a most ancient stringed instrument, in the form of lute ) লুটের স্থায় একটা প্রাচীনতম ততযন্ত্র । ইহাতে পাঁচটা তন্তু যোজিত থাকিত ।

**কালিসনসিনি** ( CALLISSONCINI, a long necked Stringed instrument ) একটা দীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট ততযন্ত্র বিশেষ ।

**কাষ্টানেট** ( CASTAGNETTES ) কাষ্ঠনির্মিত, মাত্রল্যয়ন্ত্র বিশেষ । পূর্বতন কোন কোন জাতিদ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইত । বর্তমান সময়েও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মমন্দিরে ইহার প্রচলন দেখা যায় । ( See crotala )

**কাস্** ( KAS, a Species of drum একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র । ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত আঙ্গোলা দেশীয়দের একমাত্র বাণযন্ত্র ।

**কাসা** ( CASSA, a large drum ) একটা বৃহৎ ঢকা । ইহার আর একটা নাম গ্রাণ টাম্বুরো ( Gran Tamburo ) ।

**কাসা গ্রাণ্ডী** ( CASSA GRANDE, a large drum ) ইহাও একটা বৃহৎ ঢকা ।

**কাসুটো** ( KASSUTO, a musical instrument of the inhabitants of Congo ) কঙ্গদেশীয়দের একপ্রকার বাণযন্ত্র ।

কিঙ্ ( KING, a Chinese musical instrument ) একটা চৈন সঙ্গীতযন্ত্র । বিভিন্ন উপাদানের ও আকারের অনেকগুলি প্রস্তর গুটিকা দ্বারা ইহা নির্মিত । সেই সকল প্রস্তরের পরস্পর আঘাতে মথবা যষ্টির আঘাতে ইহার বাদন ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

কিট্ ( KIT, a very small instrument ) একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ততযন্ত্র । জে, এফ, দানিলি ( J. F. Danneley ) সাহেবের মতে ইহা এত ক্ষুদ্র যে ইহাকে অঙ্গুরক্ষকসংলগ্ন মুদ্রাধারে ( জামার বগ্নীতে ) রক্ষা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া যাওয়া যায় । কিন্তু এতদ্বিধয়ে হামিলটন্ ( Hamilton ) সাহেবের স্বতন্ত্র মত । তিনি বলেন, ইহা একটা ক্ষুদ্র বাহুলীন এবং নৃত্যাধ্যাপকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত ।

কিতারা ( KITARA, a Grecian Stringed instrument ) ইহা একটা গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । কিতারা, জার্মানদেশীয় পার্বতীয় লোকদের “জিতার” পারস্য হিন্দু ও আসিয়াস্থ অগ্ন্যগ্ন দেশের “সিতার” বা “ত্রিতন্ত্রী” নিউবীয়দের “কিসার” এ সকল একই যন্ত্র । ( see খিতারা ) ।

কিন্ ( KIN, a well known Chinese Stringed instrument ) একটা চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র । নীল, লাল, হরিৎ, শুভ্র এবং কৃষ্ণ এই পাঁচ বর্ণের পাঁচটা করিয়া সর্বসমেত ইহার পঁচিশটা সেতু আছে । মহাত্মা কনফিডসস্ প্রভৃতি চীনদেশীয় পূর্বতন ঋষিগণ ইহা ব্যবহার করিতেন । সেই জগ্ন চীন দেশে এরূপ যন্ত্রের সমাদর সমধিক । ইহার তন্তু সকল পট্টসম্মত ।

কিন্নর ( KINNOR, a most ancient Stringed instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একটা অতি প্রাচীন ততযন্ত্র । ইহা অতি লঘু, সহজে বহনীয় এবং বত্রিশটা তন্তুযোজিত । ইহা বাইবেলোক্ত দাযুদ ( David ) রাজার অতি প্রিয়তম যন্ত্র । তিনি প্রতিরাত্রে ইহা স্বীয় উপাধানের নিকট রাখিতেন । এই যন্ত্রটা দেখিতে অনেকটা ইংরাজী লায়ার ( Lyre ) যন্ত্রের স্থায় । এলড টেপ্টামেন্টে লিখিত

আছে, যে, জুবাল (Jubal) ইহার নির্মাতা। গ্রীকদের “কিতারা” এবং নিউবীয়দের “কিসার” যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। (sec কিতারা) এরূপ কথিত আছে যে, দায়ুদ রাজা সাল (Saul) রাজার সম্মুখে এই যন্ত্র বাজাইতেন। কাল্‌মেটের (Calmet) মতে এই যন্ত্রটি অবিকল প্রাচীনদিগের লায়ার যন্ত্রের সদৃশ। কিন্তু অগ্ন্যাগ্ন সঙ্গীতবিদেরা ইহাকে ভিন্ন প্রকারের বলিয়া থাকেন। যদিও উহাদের মধ্যে কেহ ইহাতে ত্রিশ এবং কেহ দুই শত তন্ত্র যোজনায় বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন, কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহাকে এইরূপ ( $\Delta$ ) ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট কহিয়া থাকেন। ইতিহাস লেখক জোজেফস্ (Josephus) বলেন এই যন্ত্র দশতন্ত্র সংযুক্ত এবং অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত হইত। ওলড্ টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত জেনিসিস্ (Genesis) নামক পুস্তকের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ইহার বিয়য় উল্লিখিত আছে।

**কিন্নরী বীণা (KINNARI BINA, a stringed instrument of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্র ;

**কিয়স্ (KIOS, a Turkish instrument of percussion used in battles)** তুরস্কদেশীয়দের সামরিক আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটা তাম্রনির্মিত।

**কিসার (KISSAR, a well known stringed instrument of the harp kinds common in Nubia)** নিউবিয়া দেশের একটা বীণা জাতীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইংরাজেরা ইহাকে নিউবীয় বীণা (Nubian Lyre) বলেন। ইহা চর্ম এবং কাষ্ঠ নির্মিত। একখানি উদারাকার শৃঙ্গগর্ভ কাষ্ঠখণ্ড মেঘচর্মদ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক, সেই চর্মআচ্ছাদনীতে তিনটি এবং কখন কখন ততোধিক সমান্তরাল স্বরোদগমনচ্ছিন্ন করিয়া এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয়। ইহাতে উষ্ট্রের অন্ত্রসমভূত পাঁচটা তন্ত্র তার সংযুক্ত থাকে। উক্ত কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না বলিয়া, যন্ত্রের একমুখে আবদ্ধ একটা কাষ্ঠের সেতুতে

তাহারা বদ্ধ থাকে। দক্ষিণ হস্তে কঠিন চর্ম্ম অথবা শৃঙ্গনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রের কাষ্ঠাবয়বের গঠন চতুষ্কোন, এবং তাহাতে ছয় অথবা ততোধিক তার আবদ্ধ থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাদ আছে, খাব, অথবা হার্ম্মিণ কর্ডান কর্তৃক মিসর হইতে ইথিওপিয়া দেশে এই যন্ত্র সমানীত হয়। এবং তথা হইতে নিউবিয়া দেশে প্রচলিত হইয়াছে। আধুনিক মিসরীয়েরা এরূপ যন্ত্রকে “গিতারা বাব্বারিয়া” বলেন। কিথারা, সিভারা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও প্রায় ইহার ঞায়। ( see Kithara )।

**কীটক** ( KETUK, an instrument of percussion, Common in Java ) .যাবাদ্বীপের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। একখানি কাষ্ঠাধারে স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

**কীড্‌বুগল** ( KEYED BUGLE, a wind instrument used in battles ) ইহা একপ্রকার সামরিক শুবিরযন্ত্র।

**কুইন্ট** (QUINTE, a tenor viola) একটা মধ্যস্বরী বাহুলীন যন্ত্র।

**কুইন্টফ্যাগট** (QUINT FAGOTT, a double basoon or contre fagotto) একটা ডবল বাসুন বা কন্ট্রাফ্যাগটো যন্ত্র। অধুনা প্রায় ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাকে সাধারণ বাসুন অপেক্ষা এক সপ্তক নিম্নে বাঁধিতে হয়। ফ্যাগটিনো বা ছোট বাসুনকে কখন কখন এই নামে অভিহিত করা যায়।

**কুইন্ট বাস** ( QUINT BASS, a stringed instrument ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ।

**কুইন্টার্ন** (QUINTERNE, an unused Italian stringed instrument) একটা অপ্রচলিত ইতালীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে লুট্‌ যন্ত্রের ঞায়।

**কুমা** ( QUMA, a wind instrument, Common in Hindoo-sthan ) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় শুবির যন্ত্র।

**কুয়েটজ** বা **অগদ** ( KWETZ or AGADA, a wind instru-

ment of the flute kinds, Common in Egypt and Abyssinia )  
মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ ।

**কুর্ভ** ( KURT, a Hungarian trumpet ) একটা হঙ্গেরীয় শৃঙ্গ  
যন্ত্র । দেখিতে ইংরাজি হর্ন এবং হিন্দুদিগের শৃঙ্গযন্ত্রের স্থায় ।

**কুসির** ( KUSSIR, a Turkish wind instrument ) একটা  
তুরস্কদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । একটা শুষিগর্ভকাঠনির্মিত খোলে  
চর্মআচ্ছাদনপূর্বক, ততুপরি পাঁচটা তন্তু সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত  
হয় ।

**কেটেলড্রম** ( KETTLEDROM, a well known instrument of  
percussion ) একটা প্রসিদ্ধ ঢকাজাতীয় আনন্দযন্ত্র । পিত্তল কিম্বা  
তাম্রনির্মিত খোলের দুই মুখে ছাগচর্মাদি দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করিয়া  
এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয় । ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান দেশান্তর্গত  
ফ্রান্সফোর্টনিবাসী ইভেঞ্জার ( Ebhenger ) নামক জনৈক ব্যক্তি  
কর্তৃক স্বনির্মিত কেটেলড্রম বাদন বিষয়ে নূতনবিধ প্রণালী প্রদর্শিত  
হইয়াছিল । সেইজন্ত অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা ইহার বিশেষ  
প্রশংসা করেন । পূর্বে ইউরোপীয় ঐকতানবাঞ্চে এরূপ দুইটা মাত্র  
যন্ত্র ব্যবহৃত হইত—একপেও উক্ত ঐকতানে কেটেলড্রমের ব্যবহার  
দেখা যায় । এই যন্ত্রবাদন সময়ে নিম্নলিখিত কয়েকপ্রকার আঘাত  
করিতে হয় । যথা;—সরলাঘাত ( Simple beat ) . দ্বিগুণাঘাত  
( Double beat ),—পূর্ণাঘাত ( Perfect beat ), ভগ্নাঘাত ( Divided  
beat ) ইত্যাদি ।

**কেনেট** ( KENET, an Egyptian and Abyssinian trumpet )  
মৈসর ও আবিসিনিয় জাতদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহার আর  
একটা নাম মিলিকেট ( Meleket ) ।

**কেম্কেম্** ( KEMKEM, an Egyptian instrument for measur-  
ing the time concerning music ) মিসরীয়দের একটা সঙ্গীত সম্বন্ধীয়  
কালমাপক যন্ত্র । Villoteau.

কেমান্ (KEMAN, a Turkish Stringed instrument with three Strings ) একটা হুরস্ক দেশীয় ত্রিতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র ।

কেমানগে (KEMANGEH, a Stringed instrument of the Arabs and Persians ) আরবীয় এবং পারস্যদের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা চীনদের ‘উরহীন’ জাপানদের ‘কোকিউ এবং হিন্দুদের ‘সারঙ্গ’ যন্ত্রের সদৃশ ।

কেমানগে আ গুজ (KEMANGEH a GOUZ, a Stringed instrument used by the Arabs ) আরবদিগের ব্যবহৃত একটা ততযন্ত্র । মিষ্টার ফিটস (Fetis) বলেন যে, হিন্দুদিগের অমৃতযন্ত্র এই যন্ত্রসৃষ্টির মূল । (see অমৃত, কেমানগে )

কেমানগে ফার্ক (KEMANGEH FARK, an Arabian Stringed instrument ) একটা আরবীয় ততযন্ত্র ।

কেমানগে রোমী (KEMANGEH ROWMY, an Egyptian violin ) একটা মিসরীয় বাহুলীন যন্ত্র । কিন্তু গ্রীস দেশেও উক্ত যন্ত্র এই নামে প্রচলিত ছিল । এই যন্ত্র পূর্বে মৈসরদিগের ছিল, পরে গ্রীসে সমানীত হয় ।

কেমানগে সোঘাইর (KEMANGEH SOGHAI, a Stringed instrument ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ ।

কেরেণ (KEREN, a Hebrew wind instrument ) যিহুদীদের একটা শৃঙ্গযন্ত্র । উক্ত জাতিদের তিনটা শৃঙ্গযন্ত্র—‘কেরেণ’, ‘শোফার’, ‘কাট্‌জোজেরা’ । তন্মধ্যে প্রথম দুইটা বৃষ বা মেঘশৃঙ্গনির্মিত ও অধিক বক্র । এবং শেষোক্তটি সরল ও সার্বৈকহস্তপরিমিত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট । কেরেণ যন্ত্র কখন কখন রোপ্য প্রভৃতির দ্বারাও নির্মিত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র জেরিকো (Jericho) ধ্বংসের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই কথা বাইবেলের অন্তর্গত জশুয়া (Joshua) গ্রন্থের ষড়ধায়ে লিখিত আছে । এইজগ্য সঙ্গীতবেত্তারা ইহাকে অতিপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া নির্দেশ করেন ।

কেল্টিক্ ( CELTIC, a trumpet ) একটা শৃঙ্গযন্ত্র । ( see কারনিবক্স )

কেরাস্ (KERAS, a Grecian trumpet) একটা গ্রীসীয় শৃঙ্গযন্ত্র । ( see কার্ণে )

কোকিউ ( KOKIU, a Japanese Stringed instrument ) একটা জাপানদেশীয় ততযন্ত্র ( see কোমানগে আ গুজ )

কোটো ( KOTO, a Japanese Stringed instrument ) একটা জাপানদেশীয় ততযন্ত্র । অঙ্গুলিগুলিতে আঙ্গুলিত্র পরিয়া ইহাকে বাজাইতে হয় । ইহা দেখিতে কতকটা 'ডল্‌সিমার' ও চীন দেশীয় 'কিন' যন্ত্রের স্থায় । ( see Dulcimer and Kin )

ক্যাট্ ( CAT, a stringed instrument of the Burmese ) ব্রহ্মদেশীয়দের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্রটি বিড়ালের স্থায় আকার বিশিষ্ট । সঙ্কোচিতপদ হইয়া বিড়াল যেমন কোন কোন সময়ে বসিয়া থাকে, ইহাও সেইপ্রকারে গঠিত এবং বিড়ালের লাঙ্গুল যেমন কখন কখন ধলুরাকারে সম্মুখদিকে হেলিয়ে পড়ে, ইহাতেও সেইরূপ একটি লাঙ্গুল আছে । ঐ লাঙ্গুলের উর্ধ্ব হইতে পৃষ্ঠের উপর দ্বাদশটি তার সংলগ্ন থাকে এবং ঐগুলিই বাদিত হয় ।

ক্যান্ডেল ( KANDELE, a stringed instrument common in Finland ) ফিনলণ্ডদেশে প্রচলিত একটি ততযন্ত্র ।

ক্যাম্পানেটা ( CAMPANETTA, a Group of small bells ) একপ্রস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টা । প্রকৃত সপ্তমুরে বন্ধ থাকে এবং চাবিদ্বারা বাদিত হয় ।

ক্রকচ ( KROKOCHA, a war instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটা যুদ্ধযন্ত্র । মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু ইহা কোন্ জাতীয় যন্ত্র, তাহা অনুধাবন করা দুঃসহ ।

ক্রমো ( KROMO, a Javanese instrument of percussion ) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।



ক্রমোর্গ ( CROMORNE, ancient name for the fagotto or bassoon ) ফ্যাগটো বা বাসুনযন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

ক্রম্মহর্গ ( KROMMHORN, the name of a most ancient wind instrument ) একটি অতিপুরাতন শুষ্কযন্ত্রের নাম ।

ক্রাব্ (CRAB, a Species of Castagnettes) একপ্রকার করতালী যন্ত্রবিশেষ ।

ক্রিমোনা ( CREMONA, the name of a city in Italy ) ইতালীর অন্তর্গত একটা নগরের নাম । এখানে বিস্তর প্রসিদ্ধ বাহুলীন যন্ত্র নির্মাণের বাস ছিল । তাঁহাদের নির্মিত বাহুলীন যন্ত্রগুলি কখন কখন 'ক্রিমোনা' সংজ্ঞায় অভিহিত । এই ক্রিমোনা নগরেই বিখ্যাত-নামা স্ট্রাডুয়ারিয়স্ ( Straduaris ) অমতি ( Amati ) এবং স্টীনার ( Steiner ) এই তিনজন বাহুলীন যন্ত্র নির্মাণী বাস করিতেন ।

ক্রিম্বল ( CREMBALA, an ancient musical instrument ) একটা প্রাচীন সঙ্গীত যন্ত্র ।

ক্রিম্বলম্ ( CREMBALUM, the Jewish harp ) যিহুদীজাতীয় বীণায়ন্ত্রবিশেষ ।

ক্রিসেন্ট ( CRESENT, a Turkish instrument used in battles ) একটা তুরস্কদেশীয় সামরিক যন্ত্র । ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত থাকে ।

ক্রুজ ( KROUZ, a Stringed instrument of the welsh ) ওয়েলশ্ জাতিদের একটা ততযন্ত্র ।

ক্রুথ্ বা ক্রোথ্ ( CRUTH or CROWTH an instrument Common in Wales, resembling a Violins' but mounted with six strings ) ওয়েলস্ প্রদেশে প্রচলিত বাহুলীনের স্থায় একপ্রকার ততযন্ত্র । কিন্তু ইহাতে ছয়টা তন্তুসংযুক্ত থাকে । প্রাচীনকাল হইতে উক্ত প্রদেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । ইহা আকারে চতুষ্কোণ । ও অঙ্গুলিস্থান ( Finger board ) বিশিষ্ট । ধনুর্দ্বারা এই যন্ত্র বাদিত

হয়। ইংলেণ্ডে ইহাকে অপরাপর বাহুলীন ( Violin ) জাতীয় যন্ত্রের আদি বলি যাইতে পারে।

ক্রোটা ( CHROTTA, the Corrupted name of cruth crwth or Crouth ) ক্রুথ্ যন্ত্রের নামাপভ্রংশ

Fetis

ক্রোড্ ( CROWD, a Species of fiddle ) ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র।

ক্রোতালম্ ( CROTALUM, a Species of Castagnettes ) একপ্রকার ঘনযন্ত্র। সাইবিল ( Cybele ) দেবতার পুরোহিতগণের হস্তে এই যন্ত্র সর্বদা দৃষ্ট হইত। ( See Crotala )। ক্রোতালমকে ক্রোতেল ( Crotale ) বা ক্রোতালিস্ত্রে ( crotalistræ ) যন্ত্রও বলে। ( See Crotala and Corotal )

ক্রোতালী ( CROTALA, Species of Castagnettes of the Greeks ) গ্রীকদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজদের কাষ্টনেট এবং আমাদের করতাল বা করতালী যন্ত্রের সহিত এই যন্ত্রের কতকটা কার্যগত সাদৃশ্য আছে। ক্রোতালীযন্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাদক এক এক খণ্ড এক এক হস্তে ধরিয়া, বাহু অথবা নৃত্য কালে তালদিবার জগ্য়, একটীর উপর অপরটীর আঘাত করিয়া বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আকার বর্তুলের স্থায় এবং কখন কখন মনুষ্যের মস্তকাকারেও গঠিত হয়। এই যন্ত্র স্তম্ভগর্ভ, ধাতব এবং দুইটী দস্ত দ্বারা ধৃত। কিন্তু আমাদের দেশের করতাল যন্ত্র এরূপ নহে! উহা দুই খণ্ড গোলাকার ধাতব পদার্থে নির্মিত হইয়া থাকে। ( see করতাল বা করতালী )। মিসরদেশীয় এরূপ যন্ত্রকেও ক্রোতালী বলে—

ক্রোতালো ( CROTALO, an instrument like Crotalum ) ক্রোতালমের স্থায় একপ্রকার ঘনযন্ত্র। তুরস্ক, ফ্রেন্স প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত। এই যন্ত্রে কেবল একস্বর নিঃসারক শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাদ্বারা গীত বা বাছের মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের ধ্বনি এত উচ্চ যে, চল্লিশটী ঢকা যুগপৎ বাদিত হইলেও, তন্মধ্য হইতে ইহার শব্দ পরিষ্কার রূপে শ্রুতিগোচর হয়।

ক্রোলি ( CROWLE, an ancient English wind instrument )  
একটা প্রাচীন ইংরাজি শুবিরযন্ত্র ।

ক্লানি ( KLANI, a wind instrument Common in Siam ) শ্ৰাম  
দেশের একটা শুবিরযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার ক্লাজিওলেটের  
( Flageolet ) ছায় ।

ক্লাভিকর্ড ( CLAVICHORD, the pianoforte ) পিয়ানো-ফোর্টে  
যন্ত্র । ( see 1st note )

ক্লাভিয়্যার অর্গ্যানম্ ( CLAVIER ORGANUM, an organi-  
zed pianoforte ) একটা চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ ।

ক্লাভিয়্যার ইলেকট্রিক্ ( CLAVIER ELECTRIQUE, a  
Clavier or keyed instrument, invented by De la Borde, a  
Jesuit ) ডি লা বোর্দি নামক জনৈক জেসুইট কর্তৃক আবিষ্কৃত একটা  
চাবিযুক্ত যন্ত্র ।

ক্লাভিয়্যার গাম্বি ( CLAVIER GAMBE, an instrument  
invented by Hans Haydn in 1709 ) একপ্রকার সঙ্গীতযন্ত্র ।  
১৭০৯ খৃষ্টাব্দে হাঁস্ হেন্ কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত ।

ক্লাভিসিথেরিয়ম্ ( CLAVICITHERIUM, the spinet )  
স্পিনেট্ যন্ত্র । ইহাকে ক্লাভিয়্যার হার্ফি ( Clavier harfe ) এবং  
ক্লাভিয়্যার সিথার ( Clavier Cither ) ও কহে । ( see 1st note )

ক্লাভিসিন্ ( CLAVECIN or CLAVESSIN, a species of  
French spinet and it is also called harpsichord ) একপ্রকার  
ফ্রান্সদেশীয় স্পিনেট্ যন্ত্র এবং ইহাকে হার্পসিকর্ড যন্ত্রও কহে । বোধ  
হয় খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর পূর্বে এই ক্লাভিসিন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া  
থাকিবে । ইহা জার্মানি দেশের ক্লাভিসিহেল ( এখন আর তাহার  
ব্যবহার নাই ) এবং ইতালীদেশের সিম্বালো । ( see Clavicimbel  
and Symbalo ).

ক্লাভিসিন্ অক্টোষ্টিক্ এবং ক্লাভিসিন্ হান্স্যানিউ ( CLAVESIN

ACQUSTIQUE and CLAVECIN HARMONIEUX, are two stringed instrument of which the first was invented in the year 1771, and the other in 1777) দুইটা ততযন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি ১৭৭১ এবং অপরটি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ক্লাভিসিন্ এ পিউ ডি বফল (CLAVECIN A PEAU DE BUFFLE, a species of harpsichord) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে চাম্বিক জিহ্বিকা-নির্মিত তাড়নী সকল (leather tongued jacks) আছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ক্লাভিসিন্ রয়েল্ (CLAVECIN ROYAL, a pianoforte) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ছয়টা বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রের সুর অনুকৃত হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গট্‌লবওয়াগ্নার (Gottlob wagner) কর্তৃক নির্মিত।

ক্লাভিসিম্বলম্ (CLAVICIMBALUM, an ancient musical stringed instrument, with thirty strings placed perpendicularly) একটা প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহাতে সমান্তরাল ভাবে ত্রিশটা তন্তু সংযোজিত থাকিত।

ক্লাভিসিম্বালো (CLAVICIMBALO, the harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্র।

ক্লাভিসিম্বেল (CLAVICIMBALE, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্র। (see ক্লাভিসিন্)

ক্লায়রণ্ (CLAIRON, the trumpet) শৃঙ্গযন্ত্র (see ক্লারিনো)।

ক্লারিকর্ড বা মণিকর্ড (CLARICHORD or MANICHORD, a musical instrument, in the form of a spinet) স্পিনেটের-আকারগত একটা-সঙ্গীতযন্ত্র (see স্পিনেট)।

ক্লারিওন্ (CLARION),

ক্লারিওনেট (CLARIONET),

ক্লারিওনেটি (CLARIONETTE),

ক্লারিওনেটো (CLARIONETTO),

ক্লারিন্ ( CLARIN ),

ক্লারিনেট ( CLARINET ),

ক্লারিনেটো ( CLARINETTO ) এবং

ক্লারিনো ( CLARINO, these are the well known wind instruments almost of the same kind, but for the Variety in tone and form they are designated under these different names ) এই সমুদয় যন্ত্রগুলি প্রায় একবিধ শুষ্কির যন্ত্র, কেবল শব্দ ও গঠনের তারতম্যানুসারে ইহাদের পরস্পর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি শৃঙ্গজাতীয় শুষ্কিরযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। ক্লারিওন্ অথবা ক্লারিন্ হইতে উক্ত জাতীয় সাধারণ যন্ত্রাপেক্ষা অধিকতর তীব্র স্বর সমুদগত হইয়া থাকে। ক্লারিনেটে একটা ( Reed ) থাকে। ইহা ত্রিবিধ—সি ( C ) অথবা ষড়্জ, এ ( A ) অথবা ধৈবত এবং বি-ফ্লাট্ ( B-flat ) অথবা কোমল নিষাদ। অর্থাৎ এই এক একটা স্বর দিয়া ইহাদের এক একটীর স্বরগ্রাম আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার ক্লারিওনেট আছে, তাহাদের নাম বাস ক্লারিওনেট ( Bass clarionet )। ক্লারিণো আবার আর একটা অর্গ্যানষ্টপ্ ( Organ Stop ) অর্থাৎ অর্গ্যান যন্ত্রের বন্ধনী বিশেষ। তাহার দৈর্ঘ্য চারিফুট এবং তাহা কাংশের দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে।

ক্লারো ( CLARO, the abbreviated name of Clarino )  
ক্লারিণো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লারিটো ( CLARITTO, the abbreviated name of Clarinetto )  
ক্লারিনেটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লেপ্সিড্রা ( CLEPSYDRA, an instrument Originally used to measure time, by the fall of a given Quantity of Waters )  
একপ্রকার কালমাপক যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে কতকটা পরিমিত জল ঢালিয়া রাখিলে, ঐ জল ক্রমে ক্রমে পতিত হইয়া পূর্বকালে সময় নিরূপিত হইত। কেহ কেহ বলেন মিসরবাসীরা ইহার আবিষ্কারক ; আবার কাহার কাহার মতে গ্রীকদের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত। কিন্তু

আমাদের বোধহয়, ভারতবর্ষই ইহার সৃষ্টিভূমি। কারণ বহুকাল পূর্ব হইতে আমাদের দেশে এইরূপ কালমাপক 'জল ঘটিকা' বা 'জল ঘড়ি' সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্বিন্ন একটা সচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট পাত্রে বালুকা রাখিয়াও এদেশে কাল বিভাজনক্রিয়া সম্পাদিত হইত। এখনো কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায়। ক্লেপসিড্রার সহিত আমাদের উক্ত যন্ত্রের যদিও আকারগত বিভিন্নতা অনুমিত হয়, কিন্তু গুণ সম্বন্ধে একপ্রকার।

ক্লোচেট (CLOCHETTE, a small bell) ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

ক্ল্যাপেন্ ফ্লুজেন্ হর্ন (KLAPPEN FLUGEN HORN, the keyed bugle) সঙ্কীর্ণক বুগল যন্ত্র (see বুগল)

খ

খঙ-নঙ (KHONG-NONG, a metallic instrument Common in Siam) একপ্রকার শ্যামদেশীয় ঘনযন্ত্র। একটা বংশনির্মিত ফ্রেমে কতকগুলি ঘটিকা সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র গঠিত হয় এবং রাণ-নান (Ran-nan) নামক তদ্দেশীয় আর একটা যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হইয়া থাকে।

খঞ্জনী বা খঞ্জরী (KHANJANI or KHANJARI, a small instrument of percussion, Common in Hindoostan) একটা ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনন্দযন্ত্র বিশেষ। ইহা একটা আধুনিক যন্ত্র। একটা অধিশিত চক্রাকার কাষ্ঠখণ্ডের একমুখে ছাগাদির চর্মআচ্ছাদন-পূর্বক এই যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। দেখিতে সুন্দর হইবে বলিয়া ঐ কাষ্ঠাবরণের বহির্ভাগ বিভিন্ন প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিতে হয়। খঞ্জনী তিন চারি প্রকার। বাদনকালে সুশ্রাব্য হইবে বলিয়া কোনটিতে ক্ষুদ্র করতালী, কোনটিতে ঘুংগুর গুচ্ছ সংযোজিত থাকে। সচরাচর ভিক্ষুকেরই এই যন্ত্র বাজাইয়া গান করে। খঞ্জনীবাদনে বঙ্গদেশীয় এক এক জন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদন কৌশল দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাহার। নানা প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জনী হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায় এবং মস্তকে ধারণ করিয়া বিবিধতালে যুগপৎ বাজাইতে

পারে, এবং কখন অঙ্গুলির আঘাতে, কখন পরস্পর খঞ্জনের আঘাতে ভিন্নপ্রকার বোল বাজাইয়া থাকে। আবার “অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ” “ভেটকী মাছের ছোট কাঁটা” প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ মুখে উচ্চারণ করিয়া সেইগুলি খঞ্জনীতে পরিষ্কার রূপে না হউক, অনেকাংশে নির্গত করিতে সক্ষম। এইরূপ খঞ্জনীবাদকদের খঞ্জনীগুলি প্রায় সর্বচর্মেই আচ্ছাদিত দেখা যায়।

**খট্‌তাল বা খট্‌তালী** (KHATTAL or KHATTALI, the instrument of the Costagnettes kind Common in Hindoostan ) ভারতবর্ষ প্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ।

**খমক** (KHAMAKA, a recent Percussive instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা আধুনিক আনন্দযন্ত্র। ইহা গ্রাম্য যন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত।

**খরতালী** (KHARATALI, the metallic instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা সভ্যযন্ত্রের মধ্যে গণনীয়। লৌহ, ইস্পাত, বা কাংশু দ্বারা এই যন্ত্র নির্মিত হইয়া থাকে। খারতালিকেরা ছই হস্তে এই যন্ত্রের ছই যোড়া লইয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে হস্তের শিরাসঞ্চালনে ইহা হইতে যে একপ্রকার অনুরণন উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় মধুর ও কৌশল সম্বৃত। এই যন্ত্র অনুগতসিদ্ধ, এইজন্ত ঐকতানাদি বাদনের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদন শ্রবণে অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ আনন্দিত হইতে দেয়া যায়।

**খিতারা** (KHITARA, a Stringed instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদের একটা ততযন্ত্র। ( see কিতারা )।

**খোরদুক্** (KHOREDUK, an instrument of percussion Common in Hindoostan) ইহা ভারতবর্ষ প্রচলিত আনন্দযন্ত্র বিশেষ।

**খোল** (KHOLE, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র বিশেষ। ইহার আকার

প্রায় মৃদঙ্গের স্থায় স্বরবন্ধনোপযোগী গুল্মও থাকে না। এই যন্ত্র মাল্যায়ন্ত্র সমূহের মধ্যে পরিগণিত। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার সমধিক সমাদর।

## গ

**গঙ্** ( GONG, an Indian musical instrument of percussion of a most extraordinary vibration ) ইহা ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ ঘন-যন্ত্রবিশেষ। ইহার অনুরণন বহুক্ষণ স্থায়ী এবং শব্দ বহুদূরব্যাপী। সচরাচর ইহাকে ঘড়া কহে এবং ইহা ইউরোপে ঘণ্ড্ বলিয়া পরিচিত (See Dictionary of Music by J.F Danneley) কারল এঞ্জেল ( Carl Engel ) সাহেব বলেন প্রাচীন মৈসরদিগেরও এইরূপ যন্ত্র ছিল। উহা হস্তিদন্তের অথবা কাঠের মুগদরদ্বারা বাদিত হইত।

**গঙ্-গঙ্** ( GONG GONG, an African instrument of percussion ) আফ্রিকীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা লৌহনির্মিত এবং লৌহদণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ঘড়ির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ( see গঙ্ and ঝাঁঝর )

**গজ্জা** ( GUZLA, a musical instrument mounted with one string made of horse-hair ) অশ্বপুচ্ছের একতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্র বিশেষ।

**গাম্বং বা গাম্বংকায়ু** ( GAMBUNG or GAMBUNGKAYU an instrument of Percussion, common in Malay, and Indian Archipelago ) একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ আনন্দযন্ত্র। মালাইদেশে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়।

**গাম্বং গংসা** ( GAMBUNG GANGSA, an instrument like an European harmonia ) এই যন্ত্র দেখিতে অনেকটা ইউরোপীয় হার্মোনিয়া যন্ত্রের স্থায়। ইহাতে ধাতব সারণা বা সারিকা (key) আবদ্ধ থাকে। ইহাতে পঞ্চস্বরে গ্রাম বদ্ধ হয়।

**গাম্বা** ( GAMBA, an ancient stinged instrument ) একটা



প্রাচীন ততযন্ত্র । এক্ষণে ইহার পরিবর্তে ভায়োলিনসেলো (violincello) ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাদকের বাহুদ্বয়মধ্যে ধৃত হইয়া বাদিত হইত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা । এই যন্ত্রের আর একটা নাম ভায়োল ডা গাম্বা ( viol da Gamba )

গালোবেট ( GALOUBET, a wind instrument with three stops ) একটা ত্রিবন্ধনিবিশিষ্ট শুবির যন্ত্র । এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত, কিন্তু কখন কখন ফ্রান্স দেশে লক্ষিত হয় ।

গিংগ্রাস ( GINGRAS, a kind of wind instrument )-এক প্রকার শুবির যন্ত্র । ইহা কেয়িয়া এবং সাইপ্রাস্ দ্বীপে প্রচলিত । তদ্দেশের আদোনিম্ নামক দেবতার উদ্দেশে করণরসাত্মক সঙ্গীত শ্রায়িবার জগ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

গিংগ্লারস্, ( GINGLARUS, an Egyptian small flute ) একটা মিসরদেশীয় ক্ষুদ্র শুবিরযন্ত্র ।

গিগা ( GIGA, an unused stringed instrument ) একটা অপ্রচলিত ততযন্ত্র ।

গিটিথ্, ( GITTITH, a stringed instrument of the Hebrews ) যিহুদীদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র । কথিত আছে বাইবেলধৃত গীতাবলীর ( Psalms ) সঙ্গ্রে উক্ত যন্ত্র বাদিত হইত । কিন্তু কেহ কেহ বলেন উক্ত নামে যিহুদীদিগের কোন এক বাণ বা অভিনয়কে বুঝায় ।

গিতার বা গিতারা ( GUITAR or GUITRA, called in former days the cittern, mounted with six double rows of strings made of wire ) একপ্রকার ততযন্ত্র । পূর্বকালে ইহাকে সিতার্ণ বলিত । এই যন্ত্র ষড়্ভিগুণীকৃততারসযন্ত্র ।

গিনথ্, ( NGINOTH, the general name for all stringed instruments of the ancient Hebrews ) প্রাচীন যিহুদীদের সমুদয় ততযন্ত্রের সাধারণ নাম ।

গুইমবার্ডি ( GUIMBARDE, the Jew's harp ) যিহুদীদিগের বীণাযন্ত্র ।

**গুডাক্** ( GUDAK, a violinkind instrument of the Russians. but not good ) রুশীয়দিগের একটি বাহুলীন জাতীয় যন্ত্র, কিন্তু উত্তম নহে । ইহাতে তিনটি তন্ত্ব যোজিত থাকে ।

**গুসুলি** ( GUSSLI, a very ancient stringed instrument of the inhabitants of Russia ) । ইহা রুসিয়াবাসীদিগের অতি প্রাচীন জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার অবিকল কিন্নলগুবাসীদিগের কাস্তেলি যন্ত্রের স্থায় । ( see কাস্তেলি ) । এখন ইহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—অন্যাসে দুই তিন সপ্তক বাদিত হইতে পারে । কিন্তু পূর্বে কাস্তেলির স্থায় ইহাতে পাঁচটি মাত্র তার যোজিত থাকিত ।

**গুসি** ( GUSSI, a harpkind instrument of the Russians ) রুসীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ ( see গুসুলি )

**গোমুখ** ( GOMUKHA, a most ancient war-instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি অতিপ্রাচীন যুদ্ধযন্ত্র । ইহা কুটীলাকার বাঘভাণ্ড বিশেষ । মূল রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ আছে ।

**গোরাহ** ( GORAH, a stringed instrument of the Hotentots ) হটেন্টট্ জাতিদের একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহার আকার প্রকার দেখিলে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত বলিয়া বোধ হয় ।

**গোশৃঙ্গ** ( GOSHRINGA, a most ancient wind instrument of the Hindoos, made by cow-horn ) ইহা হিন্দুদিগের একটি অতি প্রাচীন শুবির যন্ত্র । গোশৃঙ্গে নির্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা । মহাদেব পিনাকাদি যন্ত্রের স্থায় ইহারও প্রিয় ছিলেন । মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ-প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনেক উল্লেখ আছে । পূর্বে সময়সংঘটন কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত এখনো ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন দেখা যায় ।

**গৌদাক্** ( GOUDAK, a Russian stringed instrument ) ইহা রুসীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ( see গুডাক্ )

গ্রস্টাম্বোর ( GROSTAMBOUR, a large drum ) একপ্রকার  
বৃহৎ জয়ঢাক ।

গ্রোসি কৈসি ( GROSSE CAISSE, a name of large drum )  
বৃহৎঢাকার অন্ততর নাম ।

গ্রাণ কাসা ( GRAN CASSA, a large drum ) বৃহৎজয়ঢাকা  
বিশেষ ।

গ্রিলট ( GRELOTS, the metallic instrument Common in  
France ) ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ঘনযন্ত্র এবং দেখিতে আমাদের ক্ষুদ্র  
ঘটিকার স্থায় । ( see ক্ষুদ্র ঘটী ) । জার্মানিদেশে ইহাকে শেঙ্কেন  
বলে । অশ্বের সজ্জার সঙ্গে নিকটবর্তী দুর্ঘটনা নিবারণের জন্ত ইহা  
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উক্ত উদ্দেশ্যে এরূপ যন্ত্র আমাদের দেশে গল্প  
গলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে একা গাড়ির অশ্বের সজ্জার সঙ্গে আবদ্ধ  
থাকে । এই যন্ত্র জাপানদেশীয় সিংরিঙ নামক যন্ত্রের স্থায় ।  
মেক্সিকো ও মিসরবাসীদের ধর্মমন্দিরে ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া  
থাকে ।

গ্রেভ্‌সিম্বলম্ ( GRAVE CYMBALUM, the ancient name  
of harpsichord ) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

গ্রাসকর্ড ( GLASS-CHORD, a clavier musical instrument )  
একটা চাবিযুক্ত বাণ্যযন্ত্র । ইহাতে তন্ত্র পরিবর্তে কাচসারিকা সংযুক্ত  
থাকে । ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক জার্মান কণ্ঠক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

ঘ

ঘড়ি বা ঘড়ী ( GHARRI or GHARREE, the Indian gong )  
কাংস্থাদি ধাতুনির্মিত চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ । ইহা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি  
নানাপ্রকার হইয়া থাকে । ( see গঙ্ ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই যন্ত্রকে  
থাল্লা ( Thalla ) কহে । ( see থালা )

ঘণ্টা ( GHUNTA, the very ancient Indian bell ) ভারতবর্ষীয়  
ঘনযন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্র কাংস্য এবং পিত্তলনির্মিত হয় । ইহা

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঘণ্টাযন্ত্র দুই প্রকার ; ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কর ঘণ্টা এবং বৃহৎ ঘণ্টা বা জয় ঘণ্টা। দেবপূজা প্রভৃতি মঙ্গলকার্যে হিন্দুগণ করঘণ্টা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ভূপালগণের পুরস্কার ও তোরণে জয়ঘণ্টা আনয়িত থাকে। পূর্বের যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় বীর রাজগণ হস্তির উদর নিয়ে জয়ঘণ্টা বাঁধিয়া সামরিক বাজের অঙ্গপূরণ করিতেন। ধর্ম্মযাজকেরা দেবমন্দিরেও জয়ঘণ্টা লয়িত করিয়া রাখেন। এতদ্বিধে অপরাপর কার্যেও জয়ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ( see জয়ঘণ্টা ) ভারতবর্ষীয় পূর্বতন ঋষিগণ সচরাচর ঘণ্টা ব্যবহারের বিধি-নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টাবাজ ব্যতীত তাঁহাদিগের বিধানে আর্ধ্যজ্ঞাত্তির মাল্যক্রিয়া কখনই পূর্ণাবয়বে সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি দেব-পূজাদির সময়ে অস্ত্র বাজ ঘটিয়া না উঠে, কিন্তু ঘণ্টানিনাদ অবশ্যই করণীয়। এইজন্ত স্মৃতির একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, “সর্ব্ববাণ্ডময়ী ঘণ্টা বাজাভাবে নিষোজয়েৎ।” এই শ্লোকার্কে ইহাই প্রোভাতি হইতেছে যে, হিন্দুমাজেরই গৃহে ঘণ্টা যন্ত্র থাকা এবং বাদিত হওয়া উচিত। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি আর্ধ্যজ্ঞাত্তির প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহেরও ঘণ্টামাহাত্ম্য বিশদরূপে লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে ঋষিভদ্রনারদমংবাদে লিখিত হইয়াছে যে,

“স্নানার্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।

পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।

বসতে দেবলোকে তু অঙ্গরোগগসেবিতঃ ॥

সর্ব্ববাণ্ডময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা শ্রিয়্যা।

বাদনান্নভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুত্তবং ॥

বাদিত্রিনিদৈত্বর্ষ্যগীতমঙ্গলনিঃস্বনৈ।

যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্ত্যেক্তো ভবেত্বিসঃ ॥

বাদিত্রাপামভাবেতু পূজাকালে হি সৰ্ব্বদা ।  
 ঘণ্টাশকো নরৈঃ কার্য্যঃ সৰ্ব্ববাত্মময়ী যতঃ ॥  
 সৰ্ব্ববাত্মময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা ।  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥  
 মধুম্বরসহস্রাণি মধুম্বরশতানি চ ।  
 ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি দেবেশঃ ॥”

ইহাতে কি বোধ হয় ? প্রাক্তন বহুদর্শী মনোবিগণ একটা যন্ত্র  
 সম্বন্ধে এতদ্রূপ বাগ্‌বিশ্বাস কি ক্ষিপ্ততানিবন্ধন করিয়াছেন ? তাহা  
 কখনই নহে । অবশ্য ইহার অন্তস্থলে একটা গুঢ়াভিপ্রায় নিহিত  
 আছে । আমাদের বোধ হয়, সর্প প্রভৃতি খল জন্তুগণের ভীতি  
 উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে দূরে তাড়িত করিবার জন্তই মুহুমুহু  
 ঘণ্টাধ্বনির বিষয় এল্পে উল্লিখিত হইয়াছে । ঘণ্টা যন্ত্রের শব্দ যেরূপ  
 উচ্চ ও তীব্র তাহাতে এরূপ বিবেচনা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না ।  
 আবার সর্পারি গরুড় মূর্ত্তিধৃত ঘণ্টার বিষয়ও যখন উল্লিখিত শাস্ত্রাদিতে  
 লক্ষিত হইতেছে । তখন এই যন্ত্রবাদনের এইরূপ অর্থবোধ প্রকৃত  
 বলিয়া জানা অমূলক নহে । মাজল্যকার্য্যে শঙ্খ, কঁাসর, ঘড়ি, বঁাঝর  
 ইত্যাদি যন্ত্রেরও ব্যবহার এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছে ।  
 আমাদের দেশে ধারণদণ্ডহীন ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি গরু, ছাগল  
 প্রভৃতি গাঠস্থ পশুদিগের গলদেশে আবদ্ধ থাকে । ( see গ্রিলট্ )

ঘণ্টিকা ( GHUNTIKA, a small bell common in India )  
 ইহা একটা ক্ষুদ্র ঘনযন্ত্রবিশেষ । পশুদিগের গলদেশে এবং অস্ত্রাশ্র  
 মাজল্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ( see ঘণ্টা and ক্ষুদ্র ঘণ্টা । )

ঘর্ঘরা বা ঘর্ঘরিকা ( GHURGHARA or GHURGHARIKA,  
 the Indian small bells used on some ornaments of the  
 children ) অশ্বদেগীয় শিশুদিগের কটিকৃষণে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।  
 সুবর্ণ বা রৌপ্যে ইহা নির্মিত । ইহার আর একটা নাম কিঙ্কিনী  
 ( Kingkini ) । ঘর্ঘরা শব্দের অপভ্রংশ ঘাঘর ।

ঘর্ঘরিকা বা ঘর্ঘরী ( GHURGHARIKA or GHURGHAREE, a musical instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দু-দিগের একপ্রকার বাত্যযন্ত্র ।

ঘিরিফ ( GHIRIF, a Turkish wind instrument ) একটি তুরুস্কদেশীয় শুবির যন্ত্রবিশেষ ।

William C. Stafford's oriental music.

ঘুংগুর বা ঘুমুর ( GHUNGUR or GHUMUR, the Indian ankle bells ) ইহা একপ্রকার ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র । নর্তক বা নর্তকীগণ ইহার কতকগুলি সূত্রশুচিত করিয়া পাদমূলে বন্ধনকরত নৃত্যের সময় ব্যবহার করে । ঘুংগুর যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয় । একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয়, উহাই নর্তকদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মেঘ, কুকুর, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি গ্রাম্য পশুদিগের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয় । কর্ণেল পি, টি, ফ্রেন্স ( Col. P.T. French ) সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের পাদচারী পত্রবাহকেরা স্ব স্ব পত্রাধারবহনদণ্ডাণ্ডে ঘুংগুরগুচ্ছ আবদ্ধ করিয়া যাতায়াত করে । দ্রুতবেগে গমনকালে উক্ত গুচ্ছ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা শুনিয়া শৃগালাদি রাত্রিচর ঋপদেরা পলাইয়া যায়, এবং অনন্তসঙ্গ পত্রবাহকেরও সেই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকটা পথশ্রম অপনৌত হয় ।

Col. P. T. French's Catalogue of Indian musical instruments, from the proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. IX Part I.

ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টী ( GHOONTIKA or GHOONTEE, the Indian ankle bells ) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ । ঘুণ্ট শব্দে পাদ-গ্রন্থি, তাহাতে আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টী এইরূপ নাম হইয়াছে । ( see ঘুংগুর বা ঘুমুর )

চরুকা (CHARKI, an Indian instrument made by a piece of wood) একটা কাঠনির্মিত ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা ইহা ব্যবহার করে।

চর্চরী (CHARCHARI, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্র।

চৎসৎসরথ্ (CHATSOTSEROTH, a wind instrument of the ancient Hebrews) প্রাচীন হিব্রুদিগের একটা শুবিরযন্ত্রবিশেষ। খ্রিস্টপরায়ণ মুসা (Moses) ইহা ব্যবহার করিতেন।

Numbers, X Z & C

চলুমিউ (CHALUMEAU, an ancient wind instrument made of wood; also of the reed kind, made of Pewfer) একটা কাঠ ও টিনমিশ্রিত সীসক ধাতুনির্মিত প্রাচীন শুবির যন্ত্রবিশেষ।

চসসরা (CHASOSRA, a Hebrew wind instrument) একটা যিহুদিজাতীয় শুবির যন্ত্র। (see চৎসৎসরথ্)

চাটজোজেরা (CHATZOGERAH, a Hebrew trumpet) একটা যিহুদিজাতীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See কেৱেণ)

চালেম্পঙ (CHALEMPUNG, a well known stringed instrument common in Java Island) যাবান্দীপে প্রচলিত একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ১০টা হইতে ১৫টা পর্য্যন্ত তন্তুযোজিত থাকে এবং হার্প যন্ত্রের স্থায় বাদিত হয়।

Music and dancing by Craford, Esqr from the History of the Indian Archipelago Vol I

চি (CHE, a Chinese instrument mounted with twenty five silk strings) চৈনিকদিগের পঁচিশটা রেশম-সূত্রজাত তন্তুবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ। William C. Stafford's Oriental Music

চিং (CHING, a name of Chinese Cheng) ইহা চৈন 'চেং' যন্ত্রের একটা নাম। (see চেং) Ibid

**চিকারা (CHIKARA, an Indian stringed instrument)**  
একটি ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র।

**চিত্রবীণা (CHITRABINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটি পুরাতন ততযন্ত্রবিশেষ। সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে।

**চিন্নর (CHINNOR, a Hebrew stringed instrument)** একটি হিব্রুজাতীয় ততযন্ত্র। ইহার আর একটি নাম কিন্নর (Kinnor)। (see কিন্নর)

**চেং (CHENG, a Chinese musical instrument)** একটি চীন-জাতীয় বাণ্যযন্ত্র। ইহার আকার একটি বালের স্থায়। তাহার মধ্যভাগে কতকগুলি নল যোজিত থাকে। প্রত্যেক নলে ইউরোপীয় সর্গ্যান অথবা আর্কডিয়ন্ যন্ত্রের স্থায় এক একটি ধাতব জিহ্বাকৃতি সম্বন্ধ করা হয়। এই যন্ত্র মুখ দিয়া বাদিত হইয়া থাকে। নল সমূহের গায়ে যে সকল ছিন্ন থাকে, বাদক বাজাইবার সময় আবশ্যিকমতে তাহাতে অঙ্গুলি বসাইয়া থাকেন।

**চেলিস্ (CHELIS, a harp kind instrument of the ancient Greeks)** প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি বীণাজাতীয় যন্ত্র।

William C. Stafford

**চৌতার (CHOWTARA, an Indian stringed instrument mounted with four strings)** ভারতবর্ষীয় তানপুরাজাতীয় একটি ততযন্ত্র। ইহাতে চারিটা তার আবদ্ধ থাকে। ইহা অতি প্রাচীন ও গ্রাম্য যন্ত্র। ইহার দণ্ড সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণাত্যের গ্রাম্যদেশের ভিক্ষাজীবীরাই ইহার সমধিক ব্যবহার করে। একতন্ত্রী অর্থাৎ একতারার অনুল্লকরণেই এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

**চ্যাং (CHANG, a harp kind instrument of Persia)** পারস্য দেশের একপ্রকার হার্পজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ। আরবদিগের একরূপ



যন্ত্রের নাম জুহু। (see জুহু)। কিন্তু এ উভয়বিধ যন্ত্রের এখন আর ব্যবহার নাই। লেন (Lane) সাহেব এরূপ যন্ত্রের দুইখানি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মমাতিক সিদ্ধান্তে এই দুইটা যন্ত্র চারি শত বৎসরের হইবে। ইহাদের আকার পূর্বাঞ্চলীয় হার্পজাতীয় অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের আয়। Ousby

চ্যালিল (CHALIL, a Hebrew flute of the Chalumeau species) হিব্রুদিগের চলুমিউজাতীয় শুধির যন্ত্রবিশেষ।

### জ

জগঝম্প (JOGOJHUMPA, an instrument of percussion common in India) ভারতবর্ষ প্রচলিত একটা আনন্দ যন্ত্রবিশেষ।

জয় ঘণ্টা (JOYGHUNTA, the ancient largest bell of the Hindoos) হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃহত্তম ঘণ্টায়ন্ত্র। দেবমন্দিরে এবং রাজতোরণে এই যন্ত্র বুলান থাকে। পূর্বের যুদ্ধের সময় ইহা সমর ক্ষেত্রেও বাদিত হইত। (see ঘণ্টা)। ইউরোপীয় জাতিরা গির্জা প্রভৃতি উচ্চস্থানে বড় বড় ঘটিকা যন্ত্রের বাদনশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইবার নিমিত্ত উক্ত যন্ত্রের সহিত এইরূপ যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া রাখেন। সুতরাং যান্ত্রিক মুদগর দ্বারা ইহা বাদিত হইয়া সময় জ্ঞাপিত হয়।

জয়চক্কা (JOYDHACCA, the largest an ancient drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের বৃহত্তম ও পুরাতন আনন্দ যন্ত্র। ইহা পূর্বের যুদ্ধ সময়ে ব্যবহৃত হইত—এক্ষণে শক্তিপূজা ও শিবের গাজনে বাদিত হইয়া থাকে।

জয়শৃঙ্গ (JOYSHRINGA, the largest trumpet of the Hindoos) হিন্দুদিগের সর্ববৃহৎ শৃঙ্গযন্ত্র। পূর্বতনকালে ইহা সামরিক যন্ত্র ছিল—এক্ষণে অগাণ্ড মাজলিক ক্রিয়োপলক্ষভেদে ব্যবহৃত হয়। ইহার আর একটা নাম রণশৃঙ্গ।

জরনা (ZURNA, a wind instrument of the Turks used in

battles) তুরস্কদেশীয়দের একটি সামরিক শুধির যন্ত্র। ইহার অবয়ব ও স্বর ইংরাজি ওবয়ের স্থায় (see কাবাজরণা and ওবয়)

জলভাণ্ড বা ভুড়ভুড়ী (JALABHANDA or BHURRBHU RRI, an Indian instrument for children) একটি ভারতবর্ষীয় বালযন্ত্র। ছোট ছোট শিশুরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে। মুসলমানদের বদনার স্থায় আকারবিশিষ্ট একটি মৃদঙ্গ সনল ক্ষুদ্রভাণ্ডে কতকটা জল রাখিয়া ঐ নলে ফুৎকার দিলে ইহার মধ্য হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

জাজি বা বাজি (ZANZE or ZHANZE, a wind instrument of the Negros) নিগ্রোদিগের একটি শুধির যন্ত্র। (see আখিরা)

জানরফিকা (ZANORPHICA, a species of clavier instrument, and performed upon with a bow) একপ্রকার সারিকাবিশিষ্ট যন্ত্র এবং ধনুর্দ্বারা বাদিত।

জাম্পোগনা (ZAMPOGNA, an ancient Italian wind instrument) একটি ইতালীয় প্রাচীন শুধিরযন্ত্র। অধুনা ইহার প্রচলন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই যন্ত্রটিকে সালুম্ চলুমিউ (Chalumeau) বা সালুমি (chalmi) এই সংজ্ঞাতেও অভিহিত করা হইত। ইহার ধ্বনি কতকটা ক্লারিনেটের (clarinet) স্থায় শুনাইত, কিন্তু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইতালী দেশীয় কৃষিকীবীরা ইহার ব্যবহার করিত। য়িহুদীদের মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা নামক যন্ত্র অনেকটা ইহার স্থায়। (see মাগ্রেপা)

জিংরি (GINGRE, a Phœnician wind instrument) একটি কিনিসীয় শুধিরযন্ত্র। ইহা প্রায় এক ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হইত। কিনিসীয়েরা মৃত ব্যক্তিদের সমাধিক্রিয়োপলক্ষে ইহাতে গান বাজাইত।

Stafford's Oriental Music

জিংলারাস্, (GINGLARUS, a small Egyptian flute) একটি ক্ষুদ্র মৈসর শুধির যন্ত্র।

**জিউকস ভান্‌চেস্** ( JEUXD'ANCHES, a wind instrument made of reed ) একটা নলনির্মিত শুধিরযন্ত্র ।

**জিন্‌কেন্** ( ZINKEN, an ancient wind instrument made of wood ) একটা কাঠনির্মিত প্রাচীন শুধির যন্ত্রবিশেষ । এক্ষেপে ইহা অপ্ৰচলিত ।

**জিঙ্গল্‌স্** ( JINGLES, small bells for using of drum ) ঢকা যন্ত্রে সংলগ্নার্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ।

**জিল্** ( ZIL, Turkish castagnettes used in battles ) তুরুস্ক-দেশীয় সামরিক করতালযন্ত্র । William C. Stafford

**জিল্লা** ( JILLA, a common copper kettle drum of Hindoostan ) একটা ভারতবর্ষের তাম্রনির্মিত সাধারণ আনন্দ যন্ত্র । গ্রাম্য-লোকেরা ইহা ব্যবহার করে । Ibid.

**জিল্‌ হান্স'নিকন্** ( XYLHARMONICON, a wooden harmonica ) একপ্রকার কাঠনির্মিত হান্স'নিকায়ন্ত্র ।

**জীজ্** ( GIGUE, a species of stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র । ষাদশ, এয়োদশ ও চতুর্দশ খৃষ্ট শতাব্দীতে এই যন্ত্র ফ্রান্স দেশে প্রচলিত ছিল । কিন্তু উক্ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহাই রেবেক ( Rebec ) নামক যন্ত্রপরিণত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় । ( see রেবেক )

**জুক্** ( JUNK, an Arabian harpkind instrument ) একটা আরব দেশীয় হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ । ( see চ্যাং ) .

**জুক্‌লো** ( ZUFFELO, according to Chambers, an Italian flute or flageolet possessing a shrill sound, and like the whistling of small birds ) চেম্বার্স সাহেবের মতে ইহা একটা ইতালীয় ফ্লুট বা ফ্লাজিওলেট । ইহার স্বর তীব্র এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণের শিশের গায় ।

**জুমারা** ( ZUMMARAH, an Egyptian wind instrument

made by two reeds ) মিসর দেশীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। ইহা সে দেশের নাবিকদের অতি প্রিয় যন্ত্র। ইহার দুইটা নলের দৈর্ঘ্য সমান। মিসর আণ্ডল নামে আর একটা যন্ত্র আছে, তাহার একটা নল অপরটা অপেক্ষা দীর্ঘতর। (see আণ্ডল )

জুস্-হাৰ্প ( JEWS-HARP, an instrument made of iron ) একটা লৌহনির্মিত বাজ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একখণ্ড স্থিতিস্থাপক-গুণপেত লৌহজিহ্বা সংযুক্ত থাকে। বাদক অঙ্গুলি দ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া নিখাসদ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। (see J. F. Danneley's Dictionary of Music )। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে মোচঙ্গ নামক এইরূপ একটা যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, উহাই দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

জেল্ জেলিম্ ( TZELTZELIM, an instrument of percussion of the Hebrews ) যিহুদীদের একপ্রকার ঘনযন্ত্র। ইহা ইউরোপীয়-দিগের সিংহল এবং হিন্দুদিগের ঝল্লকযন্ত্রের স্থায়। যিহুদীদের এইরূপ আর দুইটা মেজিলোখ্ ও মেঞ্জিল্খিম্ নামক যন্ত্র আছে। কিন্তু তাহাদের আকার বিভিন্ন এবং তাহারা ভিন্নরূপ শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

জোবেল্ ( JOBEL, according to some musicians, a wind instrument of the trumpet kind and used by Hebrews ) কোন কোন সঙ্গীতবেত্তার মতে ইহা শৃঙ্গজাতীয় শব্দযন্ত্র বিশেষ এবং যিহুদীজাতি কর্তৃক ব্যবহৃত। Exod, xix, 13; Jos, vi. 4,5,6,8,13,

ঝ

ঝঞ্জা বা ঝাঁজ ( JHUNJA or JHANJ, a metallic instruments of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র। ইহাকে ঝাঁঝরও কহে।

ঝর্ঝর ( JHURJHARA, a Hindoo instrument of percussion )

হিন্দুদিগের একটা কাঠখণ্ডে চর্মপুটাকাছাদিত আনন্দযন্ত্র । ইহাকে কড়র বা কাড়া কহে ।

ঝঝরী ( JHURJHARI, the Jhurjhar and also a species of Hindoos symbol ) ঝঝর যন্ত্র এবং হিন্দুদিগের একপ্রকার মন্দিরায়ন্ত্র ।

ঝলরী, ঝল্লরী, ও ঝল্লী ( JHALARI, JHALLARI and JHALLI, hurruka or Jhurjhar of the Hindoos ) হিন্দুদিগের ছড়ুকা বা ঝঝরযন্ত্র । ( see ছড়ুকা and ঝঝর )

ঝল্লক ( JHALLAKA, a species of metallic instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের কাংস্যনির্মিত করতাল যন্ত্র । ( see করতাল ) ।

এই যন্ত্রের সহিত কাংস্য বা কাঁসোর যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ঝাঁঝর ( JHANJHARA ) । ( see ঝঞ্জা ও ঝাঁজ । )

ঝাঁঝরী ( JHANJHARI, the small Jhanyara ) ছোট ঝাঁঝর যন্ত্র ।

ঝিল্লি ( JHILLI, an ancient Hindoo instrument made of metal ) হিন্দুদিগের একটি ঘনযন্ত্রবিশেষ । শঙ্খ ঘণ্টীদের জায় ইহাও যে বহু প্রাচীন, শাস্ত্র দেখিলে তাহা প্রতিপন্ন হয় ;—

“বণ্টীশঙ্খস্তথা ভেরীমৃদঙ্গৌঝিল্লিরেব চ ।

পঞ্চানাং শস্তুতে বাতং দেবতারামনেষু চ ॥”

ইতি গুটার্ধদীপিকা

ঝুনঝুনী বা ঝুমঝুমী ( JHUNJHUNI or JHUMJHUMI, an instrument of the Hindoos for children ) হিন্দুজাতির একপ্রকার বাতযন্ত্র । ইহা কাঠ কিম্বা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্মিত হয় । ইহার কোষमध्ये গুঞ্জাকৃতি কেতকগুলি ধাতব পদার্থ বা কঙ্কর-পূর্ণ থাকে । শিশুরা এই যন্ত্র লইয়া খেলা করে, এই যন্ত্র কাগজেরও হইয়া থাকে ।

**টুক্-কে** (TUK-KAY, a stringed instrument like a lizard, common in Siam) একটা তত্তযন্ত্রবিশেষ। টিক্‌টিক্‌র শ্রায় নিশ্চিত হয় বলিয়া এই যন্ত্রের স্বেদন নাম হইয়াছে। একখণ্ড কাঠে ইহা গঠিত। ইহাতে দুইটি রেসম-তন্তু এবং একটা পিত্তল তার যোজিত থাকে। শ্যামদেশে এই যন্ত্র প্রচলিত।

**টকতন্ত্রী** (TAKATANTRI, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন তত্তযন্ত্র। (see সঙ্গীত-জর্পণ)

**টক্**, (TOPH, Jewish instrument of percussion) যিহুদী জাতীয় আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে টিম্বেল (Timberel) অথবা টাব্‌ব্রেট (Tabret) বলেন। ইহা আমাদের দেশের “ডম্ফ” এবং আরব দেশের “ডম্ফ” বা “আতুফ্” যন্ত্রের শ্রায়। (see ডম্ফ and আতুফ্)

**টম্-টম্** (TOM-TOM, a species of drum) একপ্রকার ঢকা যন্ত্র।

**টমিটম্** (TAMMETAM, an instrument of percussion common in Ceylon) একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। অস্বদেশীয় ঢকার শ্রায় ইহার আকার। সিংহলবাসীরা কাডিপো (Kaddipow) নামক কাষ্ঠিকাদ্বারা ইহা বাজাইয়া থাকে।

**টরুপডিয়ন** (TERPODION, an curious musical instrument like harmonium, made by Bushmann) বক্‌মান নামক জনৈক ব্যক্তিনির্মিত হারমনিয়ম অপেক্ষা ইহার ধ্বনি স্তম্ভুর এবং কলকৌশল অপূর্ব। হাম্বর্গ নগরে উপরিউক্ত নিম্নাতির পিয়ানোফোর্টি নিম্নান-গৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যুত মহাস্বা ডিউক অব্ সাক্স কোবর্গ (Duke of sax Cobourg) এই যন্ত্রের এইরূপ আখ্যা প্রদান করেন।

টাবরেট (TABRET, an English instrument of percussion) একটি ইংরাজী আনন্দযন্ত্র। (see টাবোর বা টাবোরেট) ইহা আমাদের দেশের “ডম্ফ”, আরবদেশের ‘ডফ’ বা “আছুফ” এবং যিহুদীদের “টফ” যন্ত্রের স্থায়। (see ডম্ফ, ডফ and টফ)

টাবোর বা টাবোরেট (TABOUR or TOBOURET, a small drum beaten with stick) একটি ক্ষুদ্র ঢকা বিশেষ। একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা ইহা বাদিত হয়।

টালী (TALLEA, a bronze instrument of the Singhalese) সিংহলীয়দের একটি পিত্তলনির্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। মুদগর দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘড়ি যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (see ঘড়ি)। Stafford's Oriental Music

টিওর্বা বা থিওর্বি (TEORBRA or THEORBE, the bass-lute) একপ্রকার তন্তযন্ত্র। ইহাকে বাসল্যট কহে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বার্দেলা (Bardella) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই যন্ত্রটি নির্মিত হয়।

টিনিটন বুল্যাম্ (TINTINBULUM, a small bell) একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

টিপোনাঅলি (TEPONAZTLI, a drumkind instrument of the Mexicans) মেক্সিকীয়দের একটি ঢকাজাতীয় যন্ত্র। ইহার আকার গোল এবং অভ্যন্তর ভাগ কাঁপা। ইহার মধ্যস্থলে দুইটি সমান্তরাল ছিদ্র ব্যতীত আব কোন ছিদ্র নাই। সেই দুইটি ছিদ্রে শলাকার আঘাত করিয়া বাদিত হইত। এই যন্ত্র অনেকবিধ ছিল; তন্মধ্যে স্বল্প দেশে ঝুলাইয়া বাজাইবার জন্ত যেশুলি নির্মিত হইত, তাহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অপরশুলির অবয়ব পাঁচ ফুট।

W. C. Stafford

টিবি এম্বাটরি (TIBIÆ EMBATERI, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি শুষিরযন্ত্র। ইহা গানের সময়েই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। (see টিবিয়া এম্বাটরিয়া)

W. C. Stafford

**টিবি জেমিনি ( TIBLÆ GEMINIÆ )** বা

**টিবি পারিস ( TIBLÆ PARES, a Grecian and an ancient Roman wind instrument )** ইহা গ্রিসীয় এবং প্রাচীন রোমকদিগের একপ্রকার শুবির যন্ত্র ।

**টিবি বাইকোরিস্ বা টিবি কনজক্টি ( TIBLÆ BIFORES or TIBLÆ CONJUNCTÆ, the name of an ancient instrument composed of two species of flutes, bound together in such a manner as to have but one mouth-piece, and performed by one person )** একটা প্রাচীন যন্ত্রের নাম । সেই যন্ত্রটা একত্রে দুইটা ফ্লুট বদ্ধ হইয়া একত্রে নির্মিত হইত যে, বাজাইবার ক্ষণে একটি মুখ থাকিত । একজন লোকের দ্বারা উহার বাদনক্রিয়া নিম্পন্ন হইত ।

**টিবি মল্টিসোনাস ( TIBLÆ MULTISONANS, a strong-toned Egyptian instrument )** একটা মিসরীয় ভীষণস্বরী শুবিরযন্ত্রবিশেষ ।

**টিবিয়া ( TIBIA, a wind instrument of the ancient Greeks )** প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা শুবিরযন্ত্র । উইলিয়াম সি, ষ্টাফোর্ড ( William C. Stafford ) সাহেব বলেন, আমরা এই যন্ত্রটা পশ্চিমে নির্মিত হইত, তদনন্তর প্রাচীনেরা কাষ্ঠ এক ধাতব পদার্থে নির্মাণ করিতেন । কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীত কোষকার জে, এক, দানিলি ( J. F. Dannely ) সাহেবের মতে “টিবিয়া” এই শব্দটা শুবিরযন্ত্র সমূহের প্রাচীন ও সার্বজনিক ল্যাটিন ( Lati ) নাম ।

**টিবিয়া এম্বাটেরিয়া ( TIBIA EMBATERIA, one of the ancient flutes common to the Lacedemonians, and used to accompany songs sung previous to an engagement with the enemy )** লাসিদিমনিয়দের একটা শুবিরযন্ত্র । শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্বে যে সকল গীত গাওয়া হইত, তাহাদের সঙ্গে এই যন্ত্রটা বাজিত ।

**টিবিয়া সিটিকিনাম্ ( TIBIA CITICINUM, a species of flutes**



of the ancients, used on funeral occasions ) প্রাচীনদিগের এক-  
প্রকার সুরবিস্তার। ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়োপলক্ষে ব্যবহৃত হইত।

টিম্পানাম্ ( TYMPANUM, an instrument of percussion of  
the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা আনন্দ যন্ত্রবিশেষ।  
( see টিম্পানোলম্ )

টিম্পানাম্ বৈলিকম্ ( TYMPANUM BELLICUM )

টিম্পানি ( TYMPANI ) অথবা

টিম্পানো ( TYMPANO, a kettle drum ) কেটেল ড্রামযন্ত্র।  
( see কেটেল ড্রাম )

টিম্পানোলম্ ( TYMPANOLUM, an instrument of per-  
cussion of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা আনন্দ  
যন্ত্র। ইহার আকার হয় ঢকার স্থায়।

টিম্বেল ( TIMBALE, a name of drum ) ড্রামযন্ত্রের একটা নাম।

টিম্বেল ( TIMBREL, an instrument of percussion of the  
Greeks, Romans, Hebrews, Lc ) গ্রীক, রোমীয়, যিহুদী প্রভৃতি  
জাতিদের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র।

টুকুরী ( TUKKURI, an ancient Hindoo instrument of  
percussion ) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র। টুকুরী  
যন্ত্রই অধুনা টিকারী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে।

টুড় ( TURR, a Burmese instrument of the Violin Kind,  
goodly engraned and ornamented ) ব্রহ্মদেশীয়দের একপ্রকার  
বাহুলীন জাতীয় যন্ত্র, এবং সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত।

W. C. Stafford

টুন্টুনী ( TOONTOONEE, an instrument with one wire  
string ) একতন্ত্রবিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ( see একতন্ত্রিকা ) এই নামে  
আর একজাতীয় যন্ত্র আছে। উহা সিসির আকারে কাচে নির্মিত  
এবং উহার তলভাগ অত্যন্ত পাতলা। বালকেরা ঐ যন্ত্রের নলটা

ওষ্ঠাধরে চাপিয়া ধীরে ধীরে মুখজাত বাসপ্রশ্বাসের প্রক্ৰিয়া দ্বারা উহা বাজাইয়া থাকে ।

**টুবা** ( TUBA, Egyptian or Hebrew trumpet ) টাকোর্ড সাহেবের মতে এই যন্ত্রটি শৃঙ্গযন্ত্রের ভার আকারবিশিষ্ট এক ব্রিহদাদিগের ব্যবহৃত । ইহার আর একটা নাম ট্রম্পেট অব জুবিলি ( Trumpet of Jubilee ) । কিন্তু দানিলি সাহেব বলেন, ইহা মিসরীয়দের একটি শৃঙ্গযন্ত্র এবং বোধ হয়, ওসাইরিস ( Osiris ) দেবতা কর্তৃক আবিষ্কৃত ।

**টেনর ভায়লা** ( TENOR VIOL, the alto viola ) একপ্রকার তন্তযন্ত্র ।

**টেস্টুডো** ( TESTUDO, a harp kind instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার বীণাজাতীয় যন্ত্র ।

**ট্যাবালো** ( TABALLO, a kettle drum ) একটা আনন্দ যন্ত্র বিশেষ ।

**ট্যাম, ট্যাম**, ( TAMTAM, the Chinese gong ) চীন দেশীয় পেটা ঘড়ি । ঘড়ির বিস্তারিত বিবরণ ঘড়ি ও গণ্ড শব্দে জষ্টব্য ।

**ট্যামট্যাম্বী** ( TAMTAMEE, a small instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা ক্ষুদ্র আনন্দ যন্ত্র ।

**ট্রম্প, ট্রম্পিট্, বা ট্রম্পেট** ( TROMP, TROMPETTE or TRUMPET, the trumpet ) একপ্রকার শৃঙ্গযন্ত্র । ইহার আকার তুরীর স্থায় । ( see ট্রম্পেট )

**ট্রম্পেট্,** ( TRUMPET, a remarkable European wind instrument ) ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ শৃঙ্গযন্ত্র বিশেষ । হর্ন ( Horn ) অপেক্ষা ইহাতে একসপ্তক অধিক বাদিত হইতে পারে । ইহা ইংরাজী ঐকতানিকায় ব্যবহৃত ও পিত্তলদ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে । একাত্তর যন্ত্র প্রায় আসিয়ার সমুদয় দেশে প্রচলিত আছে ।

**ট্রম্পেট্, আ ক্লেফ্, স্** ( TRUMPETTE A CLEFS, a keyed trumpet ) চাবিযুক্ত তুরী বিশেষ ।

**ট্রম্পেটা আ পিস্টন্স (TROMPETTA A PISTONS, a species of trumpet)** একপ্রকার শুবির যন্ত্র ।

**ট্রম্ব, ট্রম্বনি বা ট্রম্বোন (TROMB, TROMBONI or TROMBONE, a brazen wind instrument used in European Concert)** ইউরোপীয় একতানবাঞ্চে ব্যবহৃত পিত্তল নির্মিত শুবির যন্ত্রবিশেষ । এই যন্ত্র সচরাচর তিনপ্রকার হইয়া থাকে ;—বাস ( Bass ) টেনর ( Tenor ), এবং আল্টো ( Alto ) । ব্যাস ট্রম্বোনের স্বরগ্রাম জি ( G ) অর্থাৎ পঞ্চম, এক ( F ) অর্থাৎ মধ্যম এবং ই-ফ্লাট ( E-Flat ) অর্থাৎ কোমল গান্ধার বন্ধ থাকে বলিয়া এই যন্ত্র আবার তিন প্রকারের হয় । পঞ্চমে বাঁধা ব্যাস ইংলণ্ডে বিশেষ প্রচলিত । এইরূপ টেনর ( C ) অর্থাৎ ষড়্জে এবং নিখাদ কোমলে বাঁধা থাকে, এবং আল্টো ( Alto ) এক ( F ) অর্থাৎ মধ্যম ই-ফ্লাট ( E-Flat ) অর্থাৎ কোমল গান্ধারে বাঁধা থাকে ।

**ট্রম্বা (TROMBA, the Italian trumpet)** ইতালীয় শৃঙ্গযন্ত্র ।

**ট্রম্বামেরিন বা ট্রম্বা মেরিনা (TROMBA MARIN or TROMBA MARIA, an ancient stringed instrument played with a bow)** ধনু দ্বারা বাদিত একপ্রকার ততযন্ত্র । প্রায় দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল এই যন্ত্রটি নির্মিত হয় । ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে—কদাচিৎ খৃষ্টীয় কুমারীদের আশ্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

**ট্রম্মেল (TROMMEL, a military drum)** একটা সামরিক জয় ঢকা । এইরূপ বৃহৎকারী জয়ঢকাকে “গ্রোস ট্রম্মেল” ( Gross Trommel ) বলে ।

**ট্রায়ঙ্গেল (TRIANGLE, a military instrument of percussion made of steel, and is simply rhythmic)** একটা ইস্পাত-নির্মিত সামরিক যন্ত্র । ইহা ত্রিকোণ বিশিষ্ট এবং বাত্য়কালে তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত ।

ডফ, বা ডেফ্ (DOFF, or DEFF, an instrument Common in Arabia and Barbary) আরব ও বার্বারি দেশে প্রচলিত একটা আনন্দ যন্ত্র। ইহা চতুষ্কোণাকার ও মেঘ চর্ম্মাচ্ছাদিত। এই যন্ত্র প্রাচীন মিসরীয়দের স্কোয়ার তাম্বোরিন (Square Tambourin) এবং যিহুদীদের টফ (Toph) যন্ত্রের স্থায়। (see টফ)। আমাদের ডম্ফ (Dompha) যন্ত্রের সহিত ইহার সংজ্ঞা, আকার ও কার্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে। (see ডম্ফ)।

ডফ্‌দে (DOFFDE, and instrument of percussion Common in India) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় আনন্দ যন্ত্র। William C. stafford

ডবল গ্রাণ্ড পিয়ানো কোর্ট (DOUBLE GRAND PIANO FORTE, a well known double keyed instrument) ইহা একটা প্রসিদ্ধ চাবিযুক্ত যন্ত্র। নিউইয়র্ক নগরের জেমস পিরসর (James Pirssor) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত। এই যন্ত্রের প্রত্যেক দিকে এক প্রস্থ করিয়া চাবি থাকায়, উভয়পার্শ্বে ছই প্রস্থ চাবি আছে।

ডবল ড্রাম (DOUBLE DRUM, the European largest drum used in military band) সামরিক বাজে ব্যবহৃত ইউরোপীয় সর্ববৃহৎ ঢকা। ইহা উভয় পার্শ্বেই আগাতিত হইয়া বাদিত হয়।

ডবল পাইপ (DOUBLE PIPE, a species of wind instrument) একটা দ্বিভঙ্গ যন্ত্র। দুইটা নল পার্শ্বপাশ্বে সমন্বতপাতে একত্র করিয়া ইহা নির্মিত হয়। কারল এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন হিন্দুরা এই যন্ত্রকে পৃগী কহেন। কিন্তু আমরা জানি ইহা পৃগীর স্থায় দ্বিভঙ্গবিশিষ্ট হইলেও, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই।

ডবল ফ্লুট (DOUBLE FLUTE, an instrument Composed of two tubes, but with one mouth piece) একমুখ বিশিষ্ট দ্বিভঙ্গ যন্ত্র। এরূপ কথিত আছে যে, হ্যাগ্নিস্ (Hyagnis) ইহার আবিষ্কারক। ১৫০৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

**ডবল বাস (DOUBLE BASS, the largest bass)** বাম যন্ত্রের মধ্যে ইহা বৃহত্তম এবং গভীরতম স্বরনিঃসারক। ইহাতে দুই, তিন, চারি ও পাঁচটি পর্য্যন্তও ভক্ত বোজিত থাকে। কিন্তু সচরাচর চারিটি ভক্তই দেখা যায়। এবং ইহাতে ই (E), এ (A), ডি (D), ও জি (G) এই সকল স্বর বাদিত হইয়া থাকে।

**ডম্পা (DOMPHA, an instrument of percussion of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটা আনন্দ যন্ত্র। একটা বৃহৎ চক্রাকৃতি কার্ঠখণ্ডের এক দিকে চর্ম্মাচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত। ইহা ইংরাজদের ট্যাব্লেট আরাবদের ডক এবং য়িহুদীদের টক যন্ত্রের স্থায়।

**ডামরু (DAMARU, an ancient and small Hindoo instrument of percussion used by the snakecharmers &c)** হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনন্দ যন্ত্র বিশেষ। অহিতুণ্ডিকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। এতদ্ভিন্ন ভক্তুক ও বানর ক্রীড়কেরাও ব্যবহায় থাকে। কথিত আছে, ইহা মহাদেবের অগুত্তর প্রিয় যন্ত্র।

**ডাওল (DAOUL, a Singhalese instrument of percussion)** সিংহলীয়দের এক প্রকার আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। ইহা লম্ব-দীর্ঘ আকারে (oblong-form) গঠিত। আমাদের ঢোলের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য ও কার্যগত সম্বন্ধ আছে। ডাওলোকেরা ডাওল কাডিপোন (Daoul Kadipone) নামক চিত্রিত যন্ত্রদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করে।

**ডাল (DAUL, a species of Turkish instrument of percussion)** একপ্রকার তুরস্কদেশীয় আনন্দ যন্ত্র। ইহার আকার বৃহৎ-জাতীয় ঢোলার স্থায় এবং যুদ্ধের সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**ডল্‌কান (DOLCAN, dolciano)** বংশজাতীয় যন্ত্র বিশেষ। (see ডল্‌সিনো বা ডল্‌সিয়ানো)

**ডল্‌সিনো বা ডল্‌সিয়ানো (DOLCINO or DOLCIANO)**

Small bass<sup>০০৫৫</sup>) ছোট বাসুনযন্ত্র। ইহা পূর্বের অধিকতর ব্যবহৃত হইত।

ডলসিমার (DULCIMER, an European stringed instrument) একটা ইউরোপীয় ততযন্ত্র বিশেষ। ত্রিকোন বা অগুপ্রকার কার্ণনির্মিত বাক্সের উপরে তন্ত বা তারবন্ধন পূর্বক এই যন্ত্র প্রস্তুত হইত। শলাকাদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত (see 2nd note)। পারস্য, হিব্রু, আসিরীয় প্রভৃতি জাতিদের এইরূপ যন্ত্র ছিল।

ডাইকর্ড (DICHORD, a double Stringed instrument) একটা দ্বিতন্ত বিশিষ্ট যন্ত্র।

ডাক (DAK, a small rural instrument of percussion Common in India) একটা ছোট গ্রাম্য আনন্দ যন্ত্র। ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন।

W. C. Stafford

ডিকাকর্ডন (DECACHORDON, an unused musical instrument mounted with ten Strings) একটা দশতন্ত বিশিষ্ট অপ্ৰচলিত বাতযন্ত্র।

ডিন্দিম (DINDIMA, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র।

ডিসকান্ট জীজ (DISCANT GEIGE, the unused name of Violin) বাহুলীন যন্ত্রের অপ্ৰচলিত নাম।

ডুগডুগা বা ডুগডুগী (DUGDUGA or DUGDUGI, a small hand-drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা ক্ষুদ্র আনন্দ যন্ত্র। ইহা ডমরু শব্দের অপভ্রংশ। (see ডমরু)

ডুটকা (DUTKA, a Russian wind instrument composed of two pipes) একপ্রকার শুষির যন্ত্র। দুইটা নল একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক নলে তিনটা করিয়া ছিদ্র থাকে। ইহা বাজাইবার সময় বোধ হয় যেন দুইজন ব্যক্তি বাজাইতেছে।

W. C. Stafford

ভুট্টি ফ্লোটে (DEUTCHE FLOTE, a "German flute") ইহা  
একটি জর্মন গুবির যন্ত্র ।

ডেঙ্গারী (DENGARI, a name of 'dindima') ডিগ্টিম যন্ত্রের  
অগ্ণতর নাম ।

ডেনিস্ ডর (DENIS D'OR, a musical instrument like  
piano-forte) পিয়ানোকোর্টর ছায় একপ্রকার বাত্ যন্ত্র ।

ডেভিড্ স-হার্প (DAVID'S HARP, a specise of Stringed ins-  
trument of the jews) যিহুদীদের একপ্রকার ততযন্ত্র । (see কিরর )

ডেয়ার (DAIRE, the tambourin or hand-drum) একপ্রকার  
আনদ্ধ যন্ত্র ।

ডেলিন (DELYN, the Welsh name of harp) হার্প যন্ত্রের  
ওয়েলস্দেশীয় নাম ।

ডোলা (DOULA, a Singhalese instrument of percussion)  
একটি আনদ্ধ যন্ত্র বিশেষ । ইহা প্রায় দেখিতে বেড়িগোদিয়া যন্ত্রের  
ছায় । (see বেড়িগোদিয়া) । কিন্তু আমাদের অগ্ণতর গ্রাম্যযন্ত্র  
ঢোলের সঙ্গে ইহার আকার, নাম ও কার্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে ।  
ইহাতে বোধহয় ঢোলের অনুলকরণেই ইহা নির্মিত হইয়া থাকিবে ।  
সিংহলীয়েরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে ।

ড্রাম (DRUM, a well-known military instrument of  
percussion, specially Common in Europe) একটি সুপ্রসিদ্ধ  
সামরিক আনদ্ধ যন্ত্র এবং ইউরোপে ইহার বিশিষ্ট রূপ প্রচলন ।  
এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশেও ইহা দেখা যায় । ভারতবর্ষের  
ঢকা এবং জয়ঢকা আর ইউরোপীয় ড্রাম একশ্রেণীর সামরিক যন্ত্র ।  
(see ঢকা and জয়ঢকা )

ড্রিকোরিগ (DRECORIG, a large piano-forte) একটি বৃহৎ  
পিয়ানোকোর্ট যন্ত্র । ইহার প্রত্যেক সুরে তিনটি করিয়া তন্ত থাকে

ঢাকা ( DHAKKA, a well known and very ancient Hindoo instrument of percussion ) হিন্দুদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ এবং অতি-প্রাচীন আনন্দ যন্ত্র । ( see ডয়ঢাকা and ডুম )

ঢোল ( DHOLE, an ordinary drum of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি সাধারণ ও গ্রাম্য আনন্দ যন্ত্র ।

ঢোলক ( DHOLUCK, an instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের আনন্দ যন্ত্র বিশেষ ।

ঢোলকী ( DHOLUCKI, a small dholuck of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি ছোট ঢোলক যন্ত্র । Carl Engel.

তবলশামি ( TUBLESHAME, an instrument of percussion of the modern Egyptians.) আধুনিক মিসরীয়দের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র বিশেষ । আধুনিক মিসরীয়েরা ইহা বিবাহাদি উপলক্ষে এবং সন্ন্যাসীদের মেলায় ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহার খোলবাং ও তাম্র নির্মিত এবং মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে । ইহার বাদনক্রিয়া পলায় বুলাইয়া হইয়া থাকে ।

তবলা ( TUBLA, an instrument of percussion common in India ) ভারতবর্ষে প্রচলিত একটি আনন্দ যন্ত্র । Carl Engel.

তম্বলী ( TOMBALAH, a military instrument of percussion of the Turks ) তুর্কস জর্জিদিদের একপ্রকার সামরিক আনন্দযন্ত্র । ইহার আকার অনেকাংশে তবলার স্থায় ।

তায়ুশ বা মায়ুরী ( TAYUSH or MAYOORI, a stringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি ততযন্ত্র বিশেষ ।

তাম্পুর বুজুর্ক ( TAMPOUR BOUZOURK, a very remarkable persian stringed instrument ) ইহা পারস্যদেশীয় অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র বিশেষ । ইহাতে পাঁচটা তারযোজিত এবং পাঁচটা সারিকা



সম্বন্ধ থাকে। কখন কখন ইহার আলাবু নির্মিত ভাগটী অতি সুন্দর ও মণিমুক্তাখচিত হয়।

তানপুরা বা তাম্বুরা (TANPOORA or TAMBOURA, an ancient instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ততযন্ত্র বিশেষ। ইহাকে তুবুরা বীনা বা তুবুরা কহে।

তাপন (TAPON, an Indian drum struck with the hand) হস্তদ্বারা বাদিত ভারতবর্ষীয় আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। J. F. Danne ley.

তাঘোর (TAMBOUR, a military instrument of percussion) একটা সামরিক আনন্দ যন্ত্রবিশেষ।

তাঘোর ডাইরেন্ (TAMBOUR D'AIRAIN, a species of drum) একপ্রকার ঢকা। ইহার খোল তাম্রনির্মিত এবং কেবল একপার্শ্ব চর্মাধারা আচ্ছাদিত। দুইটা কুহ্ময়দ্বারা ইহা আন্দিত হয়।

তাঘোর ডি বাস্ক (TAMBOUR DE BASQUE, a small drum) একটা ক্ষুদ্র ঢকাবিশেষ। ইহার পরিধি চারি ইঞ্চি অপেক্ষা বেশী নহে, এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটিকা সমন্বিত হইয়া কেবল একখণ্ড চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে।

তাঘোর ডিস্ নিগ্রেস (TAMBOUR DES NEGRES, an instrument of percussion) একটা আনন্দ যন্ত্রবিশেষ। বৃক্ষের গুড়ির অন্তর্ভাগ খোদিত করিয়া তাহার এক মুখে একখণ্ড ছাগ বা মেঘচর্ম্ম আচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয়। এই যন্ত্র অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এবং ব্যাস কুড়ি বা ত্রিশ ইঞ্চি।

তাঘোর ডিস্ লাপন্স্ (TAMBOUR DES LAPONS, an instrument of percussion) একটা আনন্দযন্ত্র। একখণ্ড কাঠের অন্তর্ভাগ শূন্য করিয়া ডিস্কাকারে ইহার খোল নির্মিত হয় এবং তাহার মুখে একখণ্ড পাভলা চর্ম্ম সংযুক্ত থাকে। ইহার খোল এবং আচ্ছাদিত চর্ম্ম লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। একটা ক্ষুদ্র দণ্ড বা অস্থি দ্বারা বাদিত হয়।

**তাম্বোরিন্ (TAMBOURIN, an instrument of percussion)** একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। প্রাচীন মিসরীয়, আসিরীয় যিহুদী প্রভৃতি জাতিরা ইহা ব্যবহার করিত। এই যন্ত্র বর্তমান সময়ে ইউরোপ এবং আসিরায় যেরূপ গোলাকারে গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, পূর্বেও সেই প্রকার হইত। অধিকন্তু তদানীন্তন পূর্বোক্ত জাতিরা চতুষ্কোণ (square) এবং লম্ব-চতুষ্কোণ (Oblong-square) তাম্বোরিন্‌যন্ত্রে ব্যবহার করিত। কখন কখন ধনি মাধুর্যের জন্য চতুষ্কোণাকৃতি তাম্বোরিন্ যন্ত্রের আচ্ছাদিত চর্মপটে একটা বিভাজিকা বন্ধনী (Bar) সংযুক্ত করিয়া সমন্বিতভাবে বিভক্ত করা হইত। এই যন্ত্র পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই নিকট অধিকতর ব্যবহৃত।

Burney's History of Music.

**তাম্বোরিন্ ডি প্রোভেন্স (TAMBOURIN DE PROVENCE, a drum of which the case is longer and straighter than that of common drum and is struck with a single stick)** একটা ঢকায়ন্ত্র বিশেষ। সাধারণ ঢকাপেক্ষা ইহার খোলটি অধিকতর দীর্ঘ ও ঝড়ু। ইহা কেবল যষ্টিদ্বারা বাদিত হয়।

**তিক্তিরী বা তিত্তিরী (FIKTIRY or TITTIRY, an ancient wind instrument of the Hindoos, made of double reeds)** হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা ইউরোপীয় ব্যাগ-পাইপের (Bag pipe) স্থায়। কিন্তু পূর্বতন ঋষিদের সময়ে কোন কোন তিক্তির যন্ত্র ব্যাগ পাইপের সঙ্গে অনেকাংশে মিলিত, একপ্রকার তিক্তিরী সেরূপ নহে; সুতরাং ব্যাগ পাইপের সহিত ইহার তত সাদৃশ্য নাই। ইংরাজেরা ইহাকে “তিক্তি” (Titty) এই নাম দিয়া থাকেন। কোইম্বাটুর সনেরাটের (Coimbatour Sonnerate) ভয়েজেস অক্স-ইণ্ডি়স্ ওরিয়েনটালিস (voyagesaux Indis orientales) নামক পুস্তকে “তৌর্তি” (Tourte) বলিয়া এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে। মিষ্টার হিল (Mr. Hill) সাহেব মঙ্গোলিয়ার পর্য্যন্ত ভাগে যামেচিন

নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য প্রধান নগরে চীনদেশীয় সম্রাট কুংশীদেব হস্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। স্তর উইলিয়ম আউসলি ( Sir William Ousley ) সাহেব পারস্তে এরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। সে দেশে ইহার নাম "নে আস্থানা (Nei ambana)। (see নে আস্থানা ) মিসরদেশীয় "মুকোয়ারা" ( Zouqqarah ) নামক যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

**তুতুরী (TOOTOOREE, a small trumpet of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটা ছোট শৃঙ্গযন্ত্র। মাসলিক কার্য কিম্বা দেবমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

**তুব্‌ড়ী (TUBRI)। (see তিক্তুরী)।**

**তুম্বুকী (TUMBUKI, an ancient Hindoo instrument of percussion)** হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন আনন্দযন্ত্র। ইহার আকার ঢকার স্থায়।

**তুরী (TOURY, an ancient wind instrument of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটা শুবির যন্ত্র।

**ত্রয়াংশ (TRAWANGSA, a stringed instrument of the Javanese, resunbling a guiter)** গিটার যন্ত্রের স্থায় যাবাবাসীদের একটা ততযন্ত্র। অধিকন্তু ইহার আকার ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী বীণার স্থায়।

Crawford's Music and Dancing from the "History of Indian Archipelago" vol-1

**ত্রিগোনন (TRIGONUN, an ancient Egyptian stringed insturment of the lyrekind)** প্রাচীন মিসরদেশীয় গায়ার জাতীয় তন্তযন্ত্র বিশেষ। কিন্তু ইহার আকার ত্রিকোণ। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত সফোক্লিস ( Sophocles ) ইহাকে ফ্রাইজিয়ান ( Phrygian ) যন্ত্রবিশেষ বলিতেন। পুরাকালে আলেক্সান্দ্রিয়ানিবাসী আলেক্সান্দার আলেক্সান্দ্রিনস্ ( Alexander Alexandrinus ) নামক প্রসিদ্ধ বাদক

রোম নগরে এই যন্ত্র বাদন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই যন্ত্র গ্রীস ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। এক্ষিণ একটা যন্ত্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে থিবিস (Thebes) নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার আকার অর্ধগোলাকার এবং তাহাতে কুড়িটা তার যোজিত আছে।

Burneys History of Music

**ত্রিতন্ত্রী বীণা** (TRITANTRI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন তন্তযন্ত্র বিশেষ।

**ত্রিপদ্বিন্দু লায়ার** (TRIPODIAN LYRE, an ancient stringed instrument) একটা প্রাচীন তন্তযন্ত্র। ইহাকে ত্রিপদী বীণা কহে। এরূপ কথিত আছে যে, জসিস্থিয়ান পিথাগোরস্ এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

**ত্রিবলী** (TRIBALI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনকযন্ত্র।

খ

**থাল** (THALA, a metallic instrument called gong, common in India) একটা ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র বিশেষ। (see ঘড়ি)

**থিওরবো** (THEORBO, a stringed instrument) একটা তন্তযন্ত্র। পূর্বের নাট্যগীতি (Opera) এবং ধর্ম্মমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার আকার গৃহজাতীয় লুটের ন্যায়, কিন্তু দুইটা স্বর আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্বরে চারিটা খাদ সুরবিশিষ্ট তন্তযোজিত থাকে।

**থুবল বা থুবল ফ্লুট** (THUBAL or THUBAL FLUTE, an ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুবির যন্ত্র।

**থ্রু** (THREWS, a French stringed instrument of the Violin-kind) একটা ফ্রান্সদেশীয় বাহুলীনজাতীয় তন্তযন্ত্র বিশেষ।

দগড় বা দগড়া (DAGAR or DAGARA; an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি আনন্দযন্ত্র।

দামামা (DAMAMA)। (see দগড়)

দায়রা (DAIRA, a Prussian instrument of percussion, similar to the tambour de basque) তাহোর ডি বাস্কের স্থায় একপ্রকার প্রসীম আনন্দযন্ত্র। (see তাহোর ডি বাস্ক)। এই যন্ত্র তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দায়ারুল (DIAULE, a double flute) একটি দ্বিধ্বনি যন্ত্র বিশেষ।

দায়োপি (DIOPI, a species of ancient flute with two holes) একটি দ্বিধ্বনিবিশিষ্ট পুরাতন যন্ত্রবিশেষ।

দারা (DARA, a Hindoo instrument of percussion similar to the tambourin) তাহোরিন্ যন্ত্রের স্থায় হিন্দুদিগের একটি আনন্দ-যন্ত্রবিশেষ। ঐকতান বাদনের সময়ে হিন্দুরা ইহা ব্যবহার করেন।

Mr. Prinsep

দারাবুক (DARABUKKEH, a modern Egyptian instrument of percussion) ইহা একটি আধুনিক মিসরদেশীয় আনন্দযন্ত্র।

দিভনক্লসিস, বা দিভনক্লোকেঞ্জ (DITTANAKLISIS or DITTALELOCLANGE, a musical instrument invented in the year 1800, by Muller of Vienna) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভিয়ানানিবাসী মুলার সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি বাজ্যযন্ত্র।

দুন্দুভি (DUNDUBHI, a well known instrument of percussion of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ আনন্দযন্ত্র। দেবতারা এই যন্ত্র ব্যবহার করতেন। তন্ত্রের রামায়ণ মহাভারতাদি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুদ্ধের সময় এই যন্ত্র ব্যবহৃত বলিয়া অনেক স্থলে লিখিত আছে। পূর্বে মাদ্রল্যকার্যেও দুন্দুভি যন্ত্র বাদিত হইত।

**দোদেককর্ড** (DODECACHORD, a stringed instrument mounted with twelve strings) দ্বাদশ তন্তুবিশিষ্ট একটি তত্বযন্ত্র বিশেষ।

**নককার** (GNAECARE)। (see কাষ্টানেট)

**নন্দ** (NANDA, a wind instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুবিরযন্ত্র। ইহা দৈর্ঘ্যে একাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হইত। এইরূপ “মহানন্দ” নামে আর একটি প্রাচীন শুবির যন্ত্র ছিল। উহা দীর্ঘে দশাঙ্গুল। প্রাচীন হিন্দুদিগের “জয়” ও “বিজয়” নামে আরো দুইটা বংশী ছিল।

“মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়োহথ জয়স্তথা।

চম্বার উত্তমা বংশা মাতঙ্গমুনি সন্মতাঃ ॥

দশাঙ্গুলো মহানন্দ নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ ॥”

সঙ্গীত দামোদর !

**নবলুম** (NAUBLUM, a Phœnician musical instrument) একটি ফিনীসিয় বাজ্যযন্ত্র বিশেষ। বেকস্ (Bacchus) দেবতার মহাভোজের সময় এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

**নরশিঙা বা নরশূঙ্গ** (NARASHINGA or NARASHRINGA, the Nepalese horn, made entirely of Copper) সম্পূর্ণরূপে তাম্র-নির্মিত নেপালীয় শূঙ্গযন্ত্র।

A. Cambel's Notes on the musical instrument of the Nepalese

**নল** (NUL, the Indian kettle drum) ভারতবর্ষীয় আমন্ধযন্ত্র বিশেষ। যুদ্ধের সময় অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বাজাইতে হয়।

**নাকারা** (NACARA, an instrument of percussion) একপ্রকার আনন্ধযন্ত্র। পূর্বে তুরস্কদেশে ইহার প্রচলন ছিল। ইহা স্পেনদেশীয় কাষ্টানেট (Castanettes) যন্ত্রের আকারে নির্মিত।

কিন্তু ওয়াল্‌থন (Walthern) সাহেবের মতে ইহা ফ্রেন্সিগের একটা ত্রিকোনবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ ।

ন্যাক্কারা (NACCARA, an instrument like Castagnettes, but greater) কাষ্টানেটের একপ্রকার যন্ত্র, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ।

নাক্‌চের (NACCHERE, the Castagnettes) করতালি যন্ত্র ।

নাক্‌চেরা (NACCHERA, the pluralized name of the military drums) সামরিক ড্রাম সমূহের বহুবচনাস্ত নাম ।

নাক্‌চেরোন (NACCHERONE, the great drum) বৃহৎ ঢাকা ।

নাকোস (NAKOUS, an Egyptian musical instrument made of two brass plates), একপ্রকার মিসরদেশীয় বাস্তযন্ত্র বিশেষ । হুইথও পিত্তলপাত্রে এই যন্ত্র নির্মিত হয়, উক্তদেশীয় কক্টিক ধর্ম-মন্দির সমূহে (Coptic Churches) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

নাগ-ফনি (NAG-PHONI, a wind instrument like touring common in Nepal) তুরীয়ায় একপ্রকার শুবির যন্ত্র । (see তুরী) । নেপাল দেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই যন্ত্র সচরাচর তাম্রে নির্মিত হয় । ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে ফ্রেন্স হর্নের (French horn) স্থায় বলেন ।

A. Cambell

নাগরা (NAGRA, a well known Indian instrument of percussion) ইহা ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ আনন্দযন্ত্র । এই যন্ত্র দুই প্রকার ;—ক্ষুদ্র নাগরা (Small Nagra) এবং মহানাগরা (Great Nagra) ।

নাগরীট (NAGAREET, a species of kettle drum, common in Abyssinia) আবিসিনিয়া দেশে প্রচলিত একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

নাচথর্ন (NACHTHORN, an organ stop) অর্গ্যান যন্ত্রের একটা বন্ধনী বিশেষ ।

নাজার্ড (NAZARD, an organ stop) ইহাও অর্গ্যান যন্ত্রের একটা বন্ধনী ।

নাকারি ( NAFARI, an Indian trumpet ) একটা ভারতবর্ষীয় শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ ।

নাব্লা ( NABLA, a musical instrument of the ancient Egyptians ) প্রাচীন মিসরীয়দের একপ্রকার বাণ্যন্ত্র । যিহুদীজাতীরা ইহাকে নেবেল ( Nebel ) বলে । ( see ) নেবেল ।

নাব্লিয়ুম ( NABLIUM, a name of nabla ) নাবলা যন্ত্রের অগ্রতর নাম ।

নাসাট্ ( NASSAT, a wind instrument of metal ) ধাতুনির্মিত একটা শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ ।

নাসিরি ( NASIRI, a wind instrument common in Malay ) মালাই দেশে প্রচলিত একটা শৃঙ্গযন্ত্র । ভারতবর্ষের নাসির ( Nasir ) যন্ত্র উক্ত দেশে সমানীত হইয়া এরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে ।

নিকলো ( NICOLO, an ancient instrument similar to the hauthboys ) ওয়য়ন্ত্রের স্থায় একপ্রকার প্রাচীন যন্ত্র ।

নিসান ( NISANA, an instrument of percussion of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

নুই ( NUUY, an Indian wind instrument ) একটা ভারতবর্ষীয় শৃঙ্গযন্ত্র ।

নে ( NAY, an Egyptian wind instrument of the bag-pipe-kind ) একটা মিসরীয় দ্বিলাজাতীয় শৃঙ্গযন্ত্র । ইহার দুইটা নলেরই দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু কোন কোনটির আবার একটা দীর্ঘতর থাকে । ইংরেজেরা ইহাকে সাধারণতঃ দার্বিস ফ্লুট ( Dervish flute ) কহেন । পূর্বে ধর্ম্মগন্ধিরে জিকার নামক নৃত্যকালীন এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত ।

নে আম্বানা ( NEI AMBANA, a Persian Bag-pipe ) পারস্যদেশীয় দ্বিলা যন্ত্রবিশেষ । নে—নল এবং আম্বানা—স্থলী ।

নেকাভিম্ ( NEKABHIM, a wind instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একপ্রকার শৃঙ্গযন্ত্র । ইহার স্বর মনোহর ।



নেকেব ( NEKEB, a wind instrument of the Hebrews )  
য়িহুদীদের একটা শুধিরযন্ত্র । Ezek. xviii. 13.

নেচিলথ্ ( NECHILOTH, a wind instrument of the  
Hebrews ) যিহুদীদের একপ্রকার শুধিরযন্ত্র ।

Psalm v. viii. iii. xxxi. xxxiv.

নেবেল ( NEBEL, a Hebrew stringed instrument of the  
guitar-kind ) যিহুদীদের গিতারজাতীয় তন্তযন্ত্রবিশেষ । ইহার আর  
একটা নাম নফর্ ( Nofre ) । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই  
যন্ত্র মিসর দেশ হইতে যিহুদীরা লইয়া যায় । যিহুদীদিগের আসোর  
নামক আর একটা যন্ত্র ইহারই গায়, কিন্তু তাহাতে দশটা তার যোজিত  
থাকে । আর ইহার গলদেশ অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া ইহাতে বড় অধিক  
তার আবদ্ধ হইতে পারে না ।

নৌবত ( NOWBAT, the largest Indian kettle drum ) ভারত-  
বর্ষীয় সর্ববৃহৎ নাগরাযন্ত্র । ইহাকেই মহানাগ্ৰা কহে ।

## প

পকি ( PAUKE, the kettle drum ) কেটেলড্রুমযন্ত্র । ( See  
টাম্পানো )

পকিন্ সিম্বেল্‌স্ ( PAUKEN SYMBELS, were Hebrew and  
Greek instrument of percussion made of metal, corresponding  
to those used by the Janizaries in their military music ) যিহুদী  
এবং গ্রীকদিগের এই গুলি একপ্রকার ঘনযন্ত্র ছিল । জানিজারিদের  
দ্বারা সমর-সঙ্গীতে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।

পট্‌পটী ( PATPATI, a musical instrument of children  
common in India ) ইহা শিশুদিগের একপ্রকার বাজ্যন্ত্র । ইহাকে  
একপ্রকার ডুগ ডুগীও বলা যাইতে পারে ।

পন্টলন বা পন্টলিয়ন্ ( PANTALON or PANTALEON, the

name of harpsichord ) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের একটি নাম। ( see হার্পসিকর্ড )

পফ্লোগোনিয়ান ট্রাম্পেট ( PAPHLOGONIAN TRUMPET, a wind instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি শুবিরযন্ত্রবিশেষ।

পমার ( POMER, a ancient wind instrument ) একটি প্রাচীন শুবির যন্ত্র।

পরিবাদিনী-বীণা ( PARIBADINI-BINA, an ancient Hindoo stringed instrument mounted with seven strings ) হিন্দুদিগের সপ্ততন্তুবিশিষ্ট একটি প্রাচীন ততযন্ত্র। অমরকোষ অভিধানে ইহার উল্লেখ আছে।

পার্বুম ( PARVUM, a stringed instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি ততযন্ত্র। W. C. Stafford.

পলিকর্ড ( POLYCHORD, an instrument for the bow ) একপ্রকার ততযন্ত্র ও ধরুঁ দ্বারা বাদিত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় এসরার যন্ত্রের সঙ্গে ইহার কতকটা বন্ধগত্যা সম্বন্ধ আছে।

পলিপথলংগুম্ ( POLYPTHONGUM, a stringed instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র।

পলিপ্লেক্ট্রুম্ ( POLYPLECTRUM, a musical stringed instrument of the ancients ) প্রাচীনদিগের একপ্রকার সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

পলিপ্লেক্ট্রা ( POLYPLECTRA, an instrument of many strings ) একটি বহুতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্র। পূর্বকালে আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রকারেরা তাহাকে “শততন্ত্রী বীণা” এই আখ্যা প্রদান করেন।

পসিটিফ ( POSITIF, a small organ ) একটি ক্ষুদ্র অর্গ্যান। ধর্মমন্দিরস্থ বৃহদর্গ্যান্যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হয়।

পাখোৱাজ ( PAKHOWAZ, the Persian name of a well known Hindoo instrument of percussion called mridanga ) হিন্দুদিগের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ যন্ত্রের পারস্য নাম । আরব ও পারস্য দেশেও এই যন্ত্রের প্রচলন আছে ।

পাট-কঙ ( PAT-CONG, a musical instrument of the Siamese ) শ্যামদেশীয়দের একপ্রকার বাণ্যযন্ত্র । ইহার আকার কারিলন্স ( Carillons ) যন্ত্রের স্থায় । ( see কারিলন্স ) ।

পাটল ( PATOL, a Burmese stringed instrument made like a crocodile ) একটা ব্রহ্মদেশীয় কুম্ভীরাকৃতি ততযন্ত্রবিশেষ ।

পাটা ( PATA, the wooden castagnettes of the Roman catholics of St. Domingo ) সেন্ট ডোমিঙ্গোস্থ রোমান কাথলিকদিগের কাঠনির্মিত করতাল যন্ত্র ।

পাটি আ রেগ্‌লার্ ( PATTE A REGLER, a small copper instrument ) একটা তাম্রনির্মিত ক্ষুদ্র বাণ্যযন্ত্র ।

পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্ ( PANDEAN PIPES, a most ancient and simple musical wind instrument ) বহু প্রাচীন ও অনায়াসসিদ্ধ বাণ্যযন্ত্র । কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নল (Reeds) একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে হয় । ঐ নলগুলির নিম্নভাগ আবদ্ধ, কেবল উপরিভাগ আচ্ছাদিত রাখিয়া ফুৎকারদ্বারা এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । নলগুলি তিম্বাকারের হওয়াতে সুরের উচ্চ-নীচতার তারতম্য হয় । প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ইহার প্রচলন ছিল ।

পাণ্ডুরা ( PANDURA, a guitar ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ ।

পাণ্ডুরিণা ( PANDURINA, a small stringed instrument ), একটা চারিতন্তুবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ততযন্ত্রবিশেষ ।

পাণ্ডুরি ফোর্ম্ ( PANDURI FORMME, a violin-like stringed instrument ) বাছলানের স্থায় একটা ততযন্ত্র ।

পাণ্ডোরা ( PANDORA, a small flute common in Poland ) পোলণ্ড দেশে প্রচলিত একটা ক্ষুদ্র ততযন্ত্র ।

পাম্বি ( PAMBE, a small Indian drum ) একটা ভারতবর্ষীয়  
ক্ষুদ্র ঢকা ।

পালাস্মিও মাগাদিস্, ( PALAEO MAGADIS, a Greek  
musical instrument more generally called *magadis* ) গ্রীকদেশীয়  
বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । সচরাচর ইহাকে মাগাদিস্ যন্ত্র কহে । ( See  
মাগাদিস্ )

পান্স পাইপ্, ( PAN'S PIPES, a very ancient wind  
instrument ) একটা অতি প্রাচীন শুবির যন্ত্র । ( See পাণ্ডিয়ান্  
পাইপ্, স্ )

পান্স ফ্লোট ( PAN'S FLOTE, an ancient wind instrument )  
একটা প্রাচীন শুবির যন্ত্র ।

পিচ্-পাইপ্, ( PITCH-PIPE, a small wind instrument )  
একটা ক্ষুদ্র শুবিরযন্ত্রবিশেষ ।

পিজ্ব, পিপা, পিপিউ এবং পিব ( PIJB, PIPA, PIPEAU  
and PIB ) এইগুলি ক্রমান্বয়ে পাইপ্ যন্ত্রের দেনিশ, সুইডিশ, ফরাসী  
এবং ওয়েলশ্ নাম ।

পিথাগোরিয়ান্ লায়ার ( PYTHAGORIAN LYRE, a stringed  
instrument ) একটা ততযন্ত্র বিশেষ । ( See অক্টাকর্ড্ )

পিনরকন্, ( PENORCON, an ancient instrument of the  
guitar species ) গিতারজাতীয় প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে  
নয়টা তন্ত্রযোজিত থাকিত এবং অঙ্গুলির আঘাতে বাদিত হইত ।

পিনাক ( PINAKA, a Hindoo stringed instrument of the  
highest antiquity ) হিন্দুদিগের প্রাচীনতম কালের একটা ততযন্ত্র-  
বিশেষ । কথিত আছে মহাদেব এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন ।

পিনাকী বীণা ( PINAKI BINA, a most ancient Hindoo  
instrument ) একটা বহু প্রাচীন হিন্দুততযন্ত্র । ইহার আর একটা  
নাম পিনাক । ( See পিনাক )

পিকেরিণো (PIFFERINO) বা  
পিকেরো (PIFFERO, pipe or bag-pipe) পাইপ কিম্বা ব্যাগ-  
পাইপ যন্ত্র।

পিব্-কর্ন (PIB-CORN, a wind instrument like a horn-  
pipe) হর্ন-পাইপের স্থায় একপ্রকার শুষ্ক যন্ত্র। ওয়েল্‌স্ দেশে  
ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়। Archæologia, or Miscellaneous tracts  
relating to Antiquity, published in 1775. Vol. iii. P. 32.

পিভা (PIVA, a bag-pipe) একটা ব্যাগ-পাইপযন্ত্র।

পিয়্যাটি (PIATTI, symbols made of brass) পিত্তলনির্মিত  
করতাল যন্ত্র। এই যন্ত্রের দুইখানি দুইহস্তে লইয়া পরস্পর আঘাত  
করিলে অত্যন্ত ঝন্ ঝন্ শব্দ উদগত হয়। কিন্তু বৃহৎ জয়ঢাকের সহিত  
বাদিত হয় বলিয়া ইহার শব্দ কতকটা মিশিয়া যায়। দুইখানি করতাল  
একটা যন্ত্র বলিয়া গণনীয়।

পিয়্যানিনো (PIANINO, a small piano forte) ক্ষুদ্র পিয়্যানো-  
ফোর্ট যন্ত্র।

পিয়্যানো ড্রয় (PIANO DROIT, upright piano forte) ঝজু  
পিয়্যানোফোর্ট যন্ত্র।

পিয়্যানো ফোর্ট গিটার (PIANO FORTE GUITER, an  
English guitar, string with wire, and has a claveier of six  
keys, corresponding to its number of strings) একটা ইংরাজি  
ততযন্ত্র। ইহাতে ছয়টা চাবি এবং তদনুযায়ী ধাতব তার আবদ্ধ থাকে।

পিয়্যানো ফোর্ট (PIANO FORTE, a well-known musical  
instrument) একটা সুবিখ্যাত বাতযন্ত্র। ইহাকে পিয়্যানো ফোর্ট যন্ত্রও  
বলে।

পুগী (POOGEE, an ancient wind instrument of the  
Hindoos) হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন শুষ্কযন্ত্রবিশেষ।

প্রাচীন কালে এই যন্ত্র মুখে বাদিত না হইয়া নাসিকায় বাদিত  
হইত বলিয়া ইহাকে নাস-যন্ত্রও কহিত। পূর্বে হিন্দুদিগের ধর্ম-

মন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। অধুনা উপলক্ষভেদে ঘটাতে মাজ্জল্য-কার্যের পরিবর্তে আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। সোসাইটী ও ফিজিওপেও এবস্থিধ যন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়।

পেটিস্, (PECTIS, an ancient Grecian stringed instrument) একটা গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। এথিনিয়সের মতে সাফো (Sapho) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

পেটিট্, টাম্বোর (PETIT TAMBOUR, a name of small drum) ক্ষুদ্র ডুমযন্ত্রের একটা নাম।

পেন্টিকণ্টাকর্ডন্ (PENTECONTACORDON, a species of harp with fifty strings) পঞ্চাশতস্ত্রবিশিষ্ট একপ্রকার ততযন্ত্র। ইতালীর অন্তর্গত নেপালবাসী ফেবিও কলন্না (Fabio Colonna) নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আদেশে এই যন্ত্র নির্মিত হয়।

পেপা (PEPA, a Chinese wind instrument) চীনদেশীয় শুষ্ক-যন্ত্রবিশেষ। ইহার স্বর অত্যন্ত তীব্র। এই স্বর তীব্রতা কমাইবার জ্ঞা সাম্হিন নামক আর একটা শুষ্কযন্ত্র ইহার সহিত বাদিত হইয়া থাকে।

প্লাজিওলা (PLAGIAULA, an ancient Roman wind instrument) একটা প্রাচীন রোমীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ।

পেক্ট্রম্ (PLECTRUM, an instrument used as a substitute for the fingers or bow, to produce sounds from stringes) তন্তু-সমূহে অঙ্গুলি বা ধনুর পরিবর্তে ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় এবস্থিধ যন্ত্রকে অঙ্গুলিত্র, তাড়নী এবং শলাকা কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম মিজ্রাব্।

পোচ (POCHE),

পোচেট (POCHETTE) বা

পোচেটা (POCHETTA, a small violin) ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র।

পোয়েট্‌স্, রবাব্, ( POET'S REBAB ) অর্থাৎ কবি-রবাব্ ।  
 ইহা হিন্দুদিগের একপ্রকার একতন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ । ইহার সহিত  
 একভঙ্গিকার বিশেষ পার্থক্য নাই ।

পোষ্ট হর্ন ( POST HORN, a common horn ) একটা সাধারণ  
 শৃঙ্গযন্ত্র । ডাকসম্বন্ধীয় কর্মচারিগণের ইহা ব্যবহার্য্য ।

### ফ

ফটিন্‌ক্স্, ( PHOTINX, a wind instrument of the ancient  
 Egyptians ) প্রাচীন মৈসরদের একটা শুবিরযন্ত্রবিশেষ । ইহার  
 আকার বৃষশৃঙ্গের স্থায় । Dr. Burney and Apulenus.

ফণ্টিন্‌ক্স্, ( PHONTINX, an ancient Egyptian flute resem-  
 bling to Roman *plagiula* ) রোমকদিগের প্লজিউলার স্থায় এক-  
 প্রকার প্রাচীন মিসরীয় শুবিরযন্ত্র ।

ফর্মিন্‌ক্স্, ( FORMINX, a very ancient stringed instrument  
 of the lyrekind লায়ারজাতীয় একটা অতি প্রাচীন তন্তযন্ত্র । এবম্বিধ  
 যন্ত্র আসিয়া দেশে সমধিক প্রচলিত ছিল । হোমরে ইহার উল্লেখ  
 আছে । ( See Popes Translation of Homer's Illiad Book IX.  
 page 240 )

ফাইড্‌স্, ( FIDES, according to Festus, a species of lyre )  
 ফেষ্টেসের মতে ইহা একপ্রকার লায়ার যন্ত্র ।

ফাইফ ( FIFE, a small wind instrument of sharp or shrill  
 intonation of the Indians of Brazil ) ব্রেজিলস্থ ইণ্ডিয়ানদের  
 একপ্রকার শুবিরযন্ত্র । ইহা হইতে তীব্রস্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ফাইফর্ ( FIFRE, a fife ) । ( See ফাইফ )

ফাগ্, ( FAG, the abbreviated name of fagott or fagotto )  
 ফাগট বা ফাগটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম । ( See ফাগট বা ফাগটো । )

ফাগট বা ফাগটো ( FAGOTT or FAGOTTO, a bassoon )  
 বাসুনযন্ত্র ( See বাসুন )

**ফাগোটিনো** ( FAGOTTINO, a small bassoon ) একটা ছোট বাসুনযন্ত্র ।

**ফাগটোন** ( FAGOTTONE, a double bassoon ) ডবল বাসুন-যন্ত্র ।

**ফামোন** ( FAAMON, a name of a small Hebrew-bell used in churches ) যিহুদীদের ধর্মমন্দিরে উপাসনার সময় যে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম । Exodus, xxviii, 33,&c.

**ফিডল** ( FIDDLE, a stringed instrument of the violinkind ) একপ্রকার বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা ধর্মুদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে এই যন্ত্রের প্রচলন আছে । তবে কিনা দেশ বিশেষে আবিষ্কার প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে । হিন্দুদিগের সারিন্দা, সারঙ্গ প্রভৃতি ততযন্ত্র এই জাতীয় ।

Carl Engel's *Music of the Ancients*.

**ফিডিকিউলা** ( FIDICULA, a stringed instrument resembling to fides or lyre ) ফাইডস্ বা লায়ারের স্থায় একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ ।

**ফিথেলে** ( FITHELE, the ancient name of fiddle ) কিডল যন্ত্রের প্রাচীন নাম ।

**ফিনিসি** ( PHŒNICI, a musical instrument of the ancient Phœnicians ) প্রাচীন ফিনিসীয়দের একপ্রকার বাতায়ন্ত্র । তাহার জাতীয় নামানুসারে এই যন্ত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন ।

**ফিকে** ( FEIFE, the German name of the English pipe ) জার্মান ভাষায় ইংরাজি পাইপের নাম ।

**ফিস্টিউলা** ( FISTULA, an ancient wind instrument resembling the modern flageolet, or flute á bec ) আধুনিক ফ্লাজিওলেট কিম্বা ফুট্ আবেক্ যন্ত্রের স্থায় একপ্রকার প্রাচীন শুষির যন্ত্র । ( See ফুট্ )



ফিস্টিউলা জার্মানিকা ( FISTULA GERMANICA, the German flute ) জার্মানীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

—ডল্‌সিস্ ( —DULCIS, *tibia angusta*, the flute *à bec* ) একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র । ইহাকে “টিবিয়া অঙ্গুষ্ঠ” বা “ফ্লুট আ বেক” কহে ।

—পানিস্, ( —PANIS, *syringa panos*, the Pandean pipes, ; a wind instrument of the ancient Greeks, and of the highest antiquity ) ইহা প্রাচীন গ্রীকদিগের একটা প্রাচীনতম শুষ্কযন্ত্র । ইহাকে “সিরিঙ্গা পানস” এবং “প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্” বলে । ( See প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্ ) । আমাদের শৃঙ্গ শব্দের সহিত সিরিঙ্গা (Syringa) শব্দের অনেকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে । ইহাতে এই বোধ হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শৃঙ্গযন্ত্র প্রাচীন গ্রীসে নামাপভ্রংশে সমানীত হইয়াছিল । আমাদের মহাদেব যেমন শৃঙ্গযন্ত্র-প্রিয়, প্রাচীন গ্রীকদের পান ( Pan ) দেবতাও সেইরূপ সিরিঙ্গা ভাল বাসিতেন । সেইজন্যই এই যন্ত্রের অগ্ৰতর নাম “সিরিঙ্গা পানস্” হইয়াছে অনুমিত হয় ।

—পাস্টোরালিস্, ( —PASTORALIS, a wind instrument of the ancient Grecian shepherds ) প্রাচীন গ্রীসীয় মেষপালকদের একটা শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

—ভল্‌গারিস্ ( - VULGARIS, a wind instrument ) একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র ।

—মিনিমা ( —MINIMA, an organ-stop made of wood ) কাঠনির্মিত অর্গান-বন্ধনাবিশেষ ।

—হেল্‌ভেটিকা ( —HELVETICA, the German flute ) জার্মানীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

ফিস্‌হার্মোনিকা ( PHYSHARMONICA, a remarkable musical instrument ) একপ্রকার প্রসিদ্ধ বাণ্যযন্ত্র । ইহা হেয়াকেল ( Häckel ) কর্তৃক নির্মিত এবং হার্ভর্গ নগরের বকমান ( Bus-

chmann) দ্বারা উন্নতীকৃত। পাতলা ধাতব জিহ্বার (metal tongues) কম্পনে অর্গান্ যন্ত্রের রীড-পাইপের (Reed-pipes) স্থায় ইহার ধ্বনি উদগত হয়। করাসী এবং ইংরাজি “অর্গু এক্সপ্রেসিফ্” (Orgue expressif) নামক হার্মণিয়ম্ যন্ত্র এইরূপে গঠিত। বকমান-দ্বারা যে সকল ফিস্‌হাৰ্মণিকা নিৰ্ম্মিত, তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাদের ভঙ্গাসঞ্চালনক্রিয়া অতিসুন্দররূপে এবং আশ্চর্য্যকৌশল-সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ফুগারা (FUGARA, an ancient wind instrument) একটা প্রাচীন শুবিরযন্ত্র।

ফুঙ্গা (PHUNGA, a Nepalese wind instrument made of copper) একটা তাম্র নিৰ্ম্মিত নেপালীয় শুবিরযন্ত্র। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সার্কীতিন ফুট। নেপালদেশীয় নিবার জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

A. Cambell's *Notes on the Musical Instruments of the Nepalese.*

ফুলিয়া (PHULIA, a Nepalese instrument of the caratal-kind made of copper, &c.) নেপালীয়দের করতাল জাতীয় তাম্রাদি ধাতুনিৰ্ম্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র নেপালীয় নিবার ও পার্বত্য জাতিদের ব্যবহৃত।

Ibid.

ফোর্ট বীণ (FORT BIEN, the name of a species of piano-forte) একপ্রকার পিয়ানো ফোর্ট যন্ত্রের নাম।

ফ্লাটোঁ (FLAUTANTO),

ফ্লাটান্দো (FLAUTANDO) বা

ফ্লাটিনো (FLAUTINO, *flauto piccolo* i.e. a small flute) “ফ্লাটো পিকলো” অর্থাৎ ছোট ফুট যন্ত্র। “পিকলো” (Piccolo) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। এইরূপ “ভায়োলিনো পিকলো” (Violino piccolo) অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাহুলীন যন্ত্র ইত্যাদি।

ফ্লাটো (FLAUTO, a species of flute) একপ্রকার ফুট যন্ত্র। ইহা সচরাচর কাঠে নিৰ্ম্মিত হয়, কিন্তু কখন কখন কাচ বা হস্তিদন্তেও গঠিত

হইয়া থাকে । এই যন্ত্রে ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত বাজিতে পারে । ( See ফ্লুট ) ।  
ইতালীয়েরা প্রায় “ফ্লুট” মাত্রকেই “ফ্লুটো” কহে ।

**ফ্লুটো ট্রান্সভার্সো** ( FLAUTO TRAVERSO, a traverse, or German flute ) জৰ্ম্মণীয় শুবিরযন্ত্র বিশেষ ।

—ডোল্‌সি ( —DOLCE ) । ( see ফ্লুট আ বেঙ্ক )

—পিকলো ( —PICCOLO, a small flute ) ছোট ফ্লুট যন্ত্র ।  
ইহার স্বর অতিশয় তীব্র ।

**ফ্লুটোন** ( FLAUTON, an unused brass-flute ) একটা অপ্ৰচলিত  
খাদস্বরী ফ্লুট যন্ত্র ।

**ফ্লাজ্জিওলেট** ( FLAGEOLET, a wind instrument *a' dec*, i.e with a mouth-piece. ) একটা ফুৎকার-নলবিশিষ্ট শুবিরযন্ত্র । আমাদের দেশে সানাই প্রভৃতি শুবির যন্ত্রে এবন্ধিধ “মাউথ পীস্” (Mouth-piece) অর্থাৎ ফুৎকার-নল সংলগ্ন করিতে হয় । ফ্লাজ্জিওলেট যন্ত্র কাঠ-নলে নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে এবং ইহার স্বর মৃদু অথচ মনোহর । কারল এঞ্জেল ( Carl Engel ) সাহেব বলেন প্রাচীন মেক্সিকীয়েরাও ( Mexicans ) এই যন্ত্র ব্যবহার করিত ।

**ফ্লাসচিনেট্** ( FLASCHINET, a name of a flageolet )  
ফ্লাজ্জিওলেট যন্ত্রের অন্ততর নাম । ( See ফ্লাজ্জিওলেট )

**ফ্লুজেল্** ( FLUGEL, the harpsichord ) হার্পসিকর্ড যন্ত্র । ( See হার্পসিকর্ড ) ।

**ফ্লুট** ( FLUTE, a wind instrument of considerable celebrity )  
একটা অতিপ্রসিদ্ধ শুবিরযন্ত্র । ইহা ইউরোপীয় ঐকতানিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দীর্ঘস্থায়ী স্বরের জগ্গই ইহার ব্যবহার । এবং ঐকতান-বাণের স্বরসজ্জ্বাতের ঞ্ৰুতিকটুতা অপনোদন করিয়া ঞ্ৰুতিমাধুর্যের জগ্গে ইহাতে গমক ( Shakes ), আশ ( Runs ), সকল প্রকার বিক্ষেপ প্রক্ষেপ ( Skips ) প্রভৃতি বিভাসিত হইতে পারে । এই যন্ত্র আসিরীয়, প্রাচীন মিসরীয় এবং যিহুদীদিগের ছিল । কেরিয়া, সাইপ্রস্, আসিয়া

মাইনর প্রভৃতি দেশেও ইহা ব্যবহৃত হইত। এই যন্ত্র নানা প্রকার, কিন্তু সাধারণতঃ বি ফ্লাট, ( B-flat ) ও ই-ফ্লাট ( E-flat ) এই দ্বিবিধ যন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফ্লুট আ বেঙ্ক ( FLUTE A BEC, a common flute ) সাধারণ ফ্লুট যন্ত্র।

—আলেমান্ডি (—ALLEMANDE, the German flute) জার্মানীয় ফ্লুট যন্ত্র।

—এ চেমেনী (—A CHEMINEE, a species of wind instrument ) এক প্রকার শুধিরযন্ত্র। ( See ফ্লুট ডি রোসিউ )

—ক্রিউজ (—CREUSE, a wind instrument) একটা শুধিরযন্ত্র-বিশেষ।

—ডা'মোর (—D'MOUR, a species of flute) এক প্রকার শুধিরযন্ত্র।

—ডি ফরেট (—DE FORET, a species of wind instrument ) এক প্রকার শুধিরযন্ত্র।

—ডি রোসিউ (—DE ROSEAU, a reed flute ) একটা নল-নির্মিত ফ্লুট যন্ত্র।

—ডি লোর্স (—DE LOURS, a species of wind instrument of the bear-players ) ভল্লুকফ্রীড়কদের এক প্রকার শুধিরযন্ত্র।

—ডি সুইসি (—DE SUISS, a wind instrument ) একটা শুধিরযন্ত্রবিশেষ।

—ডিস, চাম্প্‌স্‌ (—DES CHAMPS, an organ-stop ) একটা অর্গানবন্ধনাবিশেষ।

—ডোসি (—DOUCE, the name of a wind instrument ) একটা শুধির যন্ত্রবিশেষের নাম।

—পেটি (—PETTE, a wind instrument of metal) ধাতুনির্মিত শুধিরযন্ত্রবিশেষ।

—সাম্পিটর (—CHAMPETRE, a wind instrument ) একটা শুধিরযন্ত্রবিশেষ।

ব

বংশী ( BANGSHI, a well known wind instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ শুধিরযন্ত্র । ইহা বংশখণ্ডে নির্মিত বলিয়া ইহার নাম ( বংশ-ইন্ ) বংশী হইয়াছে । মুরলা, সরল বংশী, লয় বংশী, বেণু প্রভৃতি শুধিরযন্ত্রগুলি বংশীজাতায় ।

বক ( BOCK, a species of wind instrument ) একপ্রকার শুধিরযন্ত্র ।

বন্দোর ( BANDORE, a stringed instrument similar to a lute ) লুট যন্ত্রের স্থায় একপ্রকার ততযন্ত্র । লণ্ডননিবাসী জন রোস ( John Rose ) সাহেব কর্তৃক রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয় ।

বম্বিক্স ( BOMBYX, a species of *chaulumeau* or pipe of the Greeks, spoken of by Aristotle ; extremely difficult to play upon on account of its length ) এরিস্তোতলের মতে ইহা গ্রীক-জাতির একপ্রকার শুধিরযন্ত্র । দৈর্ঘ্যবশত অতিকষ্টে ইহা বাদিত হইত ।

বরু ( BARU, a military Turkish wind instrument made of tin ) একটা তুরস্কদেশীয় টিননির্মিত সামরিক শুধিরযন্ত্র ।

W. C. Stafford's *Oriental Music*.

বলৈকা ( BALAIKA, a species of stringed instrument mounted with two strings or wires ) ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র । ইহাতে দুইটা তন্তু কিম্বা তার সংযুক্ত থাকে । নিবুর ( Niebuhr ) সাহেব বলেন, এই যন্ত্রটি অতিপ্রাচীন এবং রুসীয়, তাতার, আরবীয় ও মৈসরদিগের ব্যবহৃত ।

বল্লকী বীণা ( BALLAKI BINA, a stringed instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র বিশেষ । অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে ।

বসনেল্লি ( BASSANELLI, an ancient wind instrument

invented by the celebrated Giovanni Bassini, about the latter end of the sixteenth century) একটি প্রাচীন শুষির যন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধ জিওভানি বসিনি কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

বাঁশী (BANSHI, the corrupted name of bangshi) বংশী যন্ত্রের নামাপভ্রংশ। (see বংশী)

বাকিওকলো (BACCIOCOLO, a musical instrument) এক-প্রকার বাণ্যযন্ত্র। টস্কানি প্রদেশের কোন কোন স্থলে এই যন্ত্র সচরাচর দেখা যায়।

বাগানা (BAGANA, a lyrkeind instrument common in Abyssinia) আবিসিনিয়াদেশে প্রচলিত লায়ারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দশটি তার যোজিত থাকে। নিউবিয়ার কিসারের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে (See কিসার) M. Villoteau.

বাজোর (BANJORE, an African guiter-like stringed instrument) একটি আফ্রিকাদেশীয় গিটার সদৃশ ততযন্ত্র। উক্ত দেশের কোন কোন জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে। W. C. Stafford.

বাটিল্লস (BATILLUS, an instrument made of metal) এক-প্রকার ঘনযন্ত্রবিশেষ। আর্মিনীয়জাতি কর্তৃক ধার্ম্মলয়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বান্দোরা (BANDORA, a species of ancient lute mounted with twelve steel-wires) ইস্পাতনির্মিত দ্বাদশটি তারযোজিত এক-প্রকার প্রাচীন লুটযন্ত্র।

বার্ড্, অর্গ্যান (BIRD ORGAN, a small barrel organ) এক-প্রকার বাণ্যযন্ত্র। ইহাতে পক্ষীর গায় সুমিষ্ট স্বরোদগম হয় বলিয়া ইহার এবসিধ নাম হইয়াছে। ফরাসীরা ইহাকে সেরিঁ (Serin) কহেন। এই যন্ত্র জর্মানি দেশে সমধিক প্রচলিত।

বারিটন (BARYTON, the name of a beautiful toned instrument) একটি সুন্দর স্বরবিশিষ্ট বাণ্যযন্ত্রের নাম। (See ভায়োল ডি বোরদো)।

বার্বিটন বা বার্বিটস, ( BARBITON, or BARBITOS, a Greek stringed instrument invented by Alcæus or according to some authors by Anacreon ) একটা গ্রীক ততযন্ত্র বিশেষ আল্কীয়স্ কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত , কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকর্তার মতে আনাক্রিয়ন্ এই যন্ত্রটির আবিষ্কার করেন। বেকস্ ( Bacchus ) নামক দেবতার নামে ইহা উৎসৃষ্ট। Strabo, Book X. C. 3,

বালাকো ( BALAFO, a harmonicunkind stringed instrument of the Mandingos of Senigambia in Africa ) আফ্রিকার অন্তর্গত সেনিগাম্বিয়া প্রদেশবাসী মান্ডিঙ্কোস্ জাতির হার্মনিকন্-জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে ইংরাজদের ডায়াটনিক্ স্কেল ( Diatonic scal ) অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরগ্রাম ব্যবহৃত হয়।

বাল্লাইকা ( BALALIKA, a stringed instrument common in Russia ) রুসিয়াদেশে প্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ। চীনদেশীয় সান-হিন্ এবং জাপানদেশীয় সাম্‌সান্ যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য প্রায় একই-রূপ। এই যন্ত্র অতি প্রাচীন এবং পূর্বাঞ্চল হইতে ইহার উৎপত্তি।

বাসুন ( BASSOON, a beautiful toned and well-known wind instrument used in English concert ) একটা সুন্দর স্বরবিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ শুষ্কযন্ত্রবিশেষ এবং ইংরাজি ঐকতানবাদ্যে ব্যবহৃত। ইহাতে পূর্বে কোন কুঞ্জিক ( key ) ছিল না। সুতরাং তখন ইহাতে যে সকল স্বর বাজান কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে সর্বদা বাস্ ক্লেফে (Bass clef) বাঁধা হইয়া থাকে। কিন্তু বেকানবাদকেরা ( Bouquin-players ) তিন চারি স্বর উপরে বাজাইয়া থাকেন বলিয়া ইহার স্বরগ্রাম সি ক্লেফে অথবা টেনর ক্লেফে আবদ্ধ হয়। এই যন্ত্র ঐক্যতানবাড্যে ভায়োলিন্ স্কেলোর স্থায় সমান সুরে বাঁধা হয় এবং সেই শেষোক্ত যন্ত্রের স্বর দ্বিগুণ করিবার জন্য শুষ্কযন্ত্র সকলে বাদনকালে খাদস্বর প্রদান করিয়া থাকে। বাসুনযন্ত্র কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত হয়।

বাসেট্ বা বাসেটো ( BASSET or BASSETTO, an unused

instrument mounted with four strings ) চারিত্ত্ববিশিষ্ট একটী  
অপ্রচলিত যন্ত্র ।

বাসো ( BASSO, the double bass ) ডবল বাসযন্ত্র ।

বাস্ জীজ ( BASS GEIGE, the Violincello ) ভায়োলিন্-  
সেলোযন্ত্র ।

বাস্ ডবল্ ( BASSE DOUBLE, a large sized double bass )  
বৃহজ্জাতীয় ডবলবাসযন্ত্র ।

বাস্ ডি ওবর ( BASSE DE HAUTHBOIS ) বা

—ডি ক্রিমোন ( —DE CREMONE, the ancient French  
name of fagotto or bassoon) ফাগটো বা বাসুনযন্ত্রের ফরাসী নাম ।

—ডি ফ্লুট্ আ বেক ( —DE FLUTE A BEC, a species of  
wind instrument ) এক প্রকার প্রাচীন শুধির যন্ত্র ।

—ডি ফ্লুট্, ট্রান্সভার্সীর ( —DE FLUTE TRAVERSIRE, a  
wind instrument ) একটী শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

—ডি ভায়োলন্ ( —DE VIOLON, the double bass or  
contre bass ) ডবলবাস্ বা কন্ট্রিবাসযন্ত্র ।

—ডি ভায়োলিন্ ( —DE VIOLE, the violincello ) ভায়োলিন্-  
সিলেযন্ত্র ।

—ডি হার্মনি ( —DE HARMONI, ophicleide or tuba )  
শুধিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা পিস্তলে বৃহদাকারে নিশ্চিত এবং সামরিক  
বাণ বা পূর্ণ ঐকতানবাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

বাসড্রম্ ( BASSE DRUM, a great military drum ) বৃহ-  
জ্জাতীয় সামরিক ড্রমযন্ত্র ।

বাস্ ফ্লোট্ ( BASSE FLOTE, an ancient wind instrument )  
একটী প্রাচীন শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

বাহয়্যা ( BAHYA, a common kettle drum used by the  
villagers of India ) ভারতবর্ষীয় গ্রাম্যলোকদের একটী আনন্দ যন্ত্র-  
বিশেষ ।



**বিউঘ** (BEAUGH, a Nepalese wind instrument) একটি নেপালীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। নিবারজাতি কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত। ইহা দীর্ঘে নয় ইঞ্চি এবং আটটি ছিদ্র সমন্বিত।

**বিডন্ ডি বাস্ক্** (BEDON DE BASQUE, a small drum with cymbals) করতালযুক্ত ক্ষুদ্র আনঙ্কযন্ত্রবিশেষ। অঙ্গুলির আঘাতে ইহা বাদিত হয়। আমাদের দেশের করতালবিশিষ্ট খঞ্জনী যন্ত্রের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

**বিপঞ্চী বীণা** (BIPANCHI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্র। (See p. 35)

**বিসেরা** (BISSERA, a wind instrument made of pewter) টিন ও সৌমধাতুমিশ্রিত উপাদানে নির্মিত শুষ্কযন্ত্রবিশেষ।

**বিসেকস্** (BISSEX, a guiterkind instrument of twelve strings) দ্বাদশ তন্তুবিশিষ্ট গিটারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

**বিসেন** (BISEN, an oval formed Chinese musical instrument) একটি চীনদেশীয় ডিম্বাকার বাতায়ন্ত্রবিশেষ। ইহার উর্দ্ধভাগে দুইটি এবং নিম্নভাগে তিনটি ছিদ্র আছে। পীর (Pere Amiot) সাহেব বলেন যে, তিন সহস্র পূর্ব ঋষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

**বীণ** (BEEN) বা

**বীণা** (BINA, a remarkable and pleasing toned stringed instrument of the Hindoos of the highest antiquity) হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ ও সুস্বর-বিশিষ্ট অতি পুরাতন ততযন্ত্রবিশেষ। (See ps 4 to 16 and 4th note p. 47.)

**বীণাভা**, (VENABHA, the Singhalese name of bina) বীণায়ন্ত্রের সিংহলীয় নাম।

**বুক্সিনম্** (BCUCEINUM, a species of military instrument of the ancient Romans) প্রাচীন রোমকদের একপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র।

**বুক্সিনা** (BUCCINA, a Hebrew-wind instrument made of

sheep horn &c.) একটি হিব্রুজাতীয় শুবিরযন্ত্রবিশেষ। মেমশুঙ্গ বা অগ্নাশু পশু শৃঙ্গে ইহা নির্মিত। যিহুদিরা এই যন্ত্র মিসর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।  
Padre Martin.

বুনি ( BUNI, a harpkind Egyptian instrument ) একটি হার্প জাতীয় মিসরদেশীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহাকে “বেণ” ( Ben ) বা বেণী ( Beni ) বলে। ( See p. 16 ) কোন কোন পুস্তকে এই যন্ত্রের নাম “তেবুনি” (Tebuni) এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু ‘তে’ অব্যয় শব্দমাত্র।  
Description de l’Egypte,

বৃহড্ ড্রাম ( GREAT DRUM, a well-known European Military instrument of percussion ) একটি সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় আনন্দ-যন্ত্রবিশেষ। এবস্থিধ যন্ত্র আমাদের দেশের জগবাম্প, ছন্দুভি প্রভৃতির স্থায় ( See জগবাম্প and ছন্দুভি )। এরূপ যন্ত্র মিসরে এবং আসিরিয়া প্রভৃতি আসিয়ার অগ্নাশু দেশেও প্রচলিত আছে।

বে: ( BEH, a Nepalese wind instrument made of reed ) একটি নলনির্মিত নেপালদেশীয় শুবির যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে সাতটি ছিদ্র আছে।

বেকেন ( BECKEN, an instrument of percussion of the ancient Greeks and Hebrews ) প্রাচীন গ্রিক এবং হিব্রুদিগের একটি আনন্দ যন্ত্রবিশেষ।

বেকো পোলাকো ( BECCO POLACCO, the Italian name of the large Bag-pipe ) বৃহদ্বাগ্-পাইপের ইতালীয় নাম। ইতালীর কোন কোন স্থলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বেড়িগোদীয়া ( BERRIGODEA, a species of long drum common in Ceylon ) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটা কাষ্ঠনির্মিত এবং মুখদ্বয় হরিণচর্ম্মাচ্ছাদিত। উল্লিখিত ব্যক্তির হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাজাইয়া থাকে।

John Davy's *Music of Ceylon*.

বেণ্টবা ( BENTWA, an african stringed instrument made

of a flexible stick ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ । একটা স্থিতিস্থাপক গুণ-  
পেত যষ্টিকে ধনুরাকারে বক্র করিয়া তাহার একপ্রান্ত হইতে অপর-  
প্রান্ত পর্য্যন্ত একখণ্ড বেত্রস্বক টানিয়া বাঁধিতে হয় এবং গুষ্ঠাধরে চাপিয়া  
একটা শলাকাদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

W. C. Stafford.

বেরি ( BERI ) । ( See বেড়িগোদিয়া ) । আমাদের “ভেরী” যন্ত্র  
সিংহলে এই নামে অভিহিত । ( See p. 105 )

বেল ( BELL, a well-known instrument of percussion made  
of metal ) একটা ধাতুনির্মিত সুপ্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র । ইহা পুরাকাল  
হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বিশেষতঃ  
শুভকর্ম সম্পাদনের জন্মে ইহার ব্যবহার হয় বলিয়া ইহাকে মাঙ্গল্য  
যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে । হিন্দুরা ইহাকে ঘণ্টা কহে ।  
( See ঘণ্টা ) । লাদাক (Ladak) দেশীয় বৌদ্ধপুরোহিতদের নিকট  
এই যন্ত্র ড্রিলবু ( DRILBU ) বলিয়া অভিহিত এবং পৌরহিত্য কার্যে  
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এইরূপ বড় বড় ঘণ্টা খৃষ্টীয়াবলম্বাদিগের ধর্ম-  
মন্দিরে ( Church ) ব্যবহৃত হয় । তাহার নাম “চর্চ বেল্ ( Church  
Bell ) । ( See জয়ঘণ্টা ) । চীন প্রভৃতি দেশেও ইহার সর্বেশেষ  
প্রচলন দেখা যায় ।

বোকীন ( BOUQUIN, a rude instrument ) একপ্রকার গ্রামা-  
যন্ত্র । গোপালকদিগের দ্বারা ইহা ব্যবহৃত । পূর্বে এই যন্ত্র ঐকতান-  
বাদনে প্রচলিত ছিল ।

বোজেন্ ফ্লুজেল্ ( BOGEN FLUGEL, a clavier or keyed  
instrument, played with bow, invented in the year 1757 )  
একপ্রকার সঙ্কুল্লিক বাণ্যযন্ত্র । ইহা ধনুর্দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে ।  
১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয় ।

বোনাঙ্গ ( BONANG, an instrument of percussion of the  
apanese ) যাবাবাসীদের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

বোন্দা ( BONEDAH, a Burmese instrument of percussion )

এক প্রকার ব্রহ্মদেশীয় আনন্দযন্ত্র। ইহাতে ভিন্নাকারের কতকগুলি ঢকা সংলগ্ন থাকে। বাদকেরা সকলে সেইগুলি বাজায়। W. C. Stafford.

বোম্বার্ডন (BOMBARDON, a musical instrument) এক-প্রকার বাজ্যযন্ত্র। “ওফিক্লিড” (Ophiclide) বা ‘বাস্ ডি হারমনি’ (Bass de harmoni) এবং এই যন্ত্র একইরূপ।

বোম্বার্ডি (BOMBARDE) বা

বোম্বার্ডো (BOMBARDO, an ancient wind instrument of hauthdoy-kind) ওয়জ্জাতীয় একপ্রকার প্রাচীন শুবিরযন্ত্র।

বোলো (BOULOW, an African stringed instrument of the harpkind) একটা হার্প জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি উপকূল ও সেনিগাম্বিয়াবাসী কাম্বিরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার আর একটা নাম ওম্বাই (OMBAI)। (See ওম্বাই)। লতা অথবা মূল দ্বারা ইহার তার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যাং (BANG, an Indian musical instrument for children) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় বাজ্যযন্ত্র। একটা ছোট পাতলা মৃত্তিকা পাত্রের মুখভাগ টেঁপামৎসের চর্ম্মে আচ্ছাদন করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হয়। একগাছি একপ্রান্তে ক্ষুদ্র শলাকাবদ্ধ অশ্বপুচ্ছ তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটা চিক্ৰণ বেত্রধণ্ডে উহার অপর প্রান্ত আবদ্ধ করত ঘুরাইলে এই যন্ত্র হইতে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘুরাইবার সময় বেত্র-সংলগ্ন অশ্বপুচ্ছের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শিথিল রাখিয়া জলদ্বারা সিক্ত করিতে হয়।

ব্যাগ-পাইপ (BAG-PIPE, a species of ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুবিরযন্ত্র। যদিও ইহা এক্ষণে সমধিক ব্যবহার হয় না বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে আসিয়ার সকল দেশে এবং মিশরে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। উত্তমরূপ অনুসন্ধান-দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই যন্ত্র খৃষ্টের জন্মপরিগ্রহের পূর্বেও আসিয়ায় ব্যবহৃত হইত। টাস্‌স্ ও সিলিসিয়ার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে

এবস্থি কতকগুলি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না। হিন্দুগণ এই যন্ত্রকে “তিত্তি” ( Titty ) বা “তৌত্তি” ( Tourti ) কহেন। ( See p. 86 and তিত্তিরী বা তিত্তিরী ) এই যন্ত্র পারস্যদেশে “নে আস্থানা” ( Nei ambana ) এবং মিশর দেশে “জুকোয়ারা” ( Zouquarah ) বলিয়া অভিহিত ( See নে আস্থানা and জুকোয়ারা )।

ব্যুগল ( BUGLE, a well-known European military wind instrument of shrill sound ) একটা তীব্রস্বরবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা পিত্তলদ্বারা নিৰ্মিত হইয়া থাকে। সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ অশ্বারোহী সৈন্যগণকে দূরাহ্বান অথবা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার জন্তু নিনাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে সি, জি, সি, ই, জি, ই ( C. G. C. E. G. E. ) অর্থাৎ সা, প, সা, গ, প, গ এই সকল স্বরই নির্গত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ব্যুগলযন্ত্রে সাতটা চাবি থাকে। ইংলণ্ডে তাহাকে ‘কীড ব্যুগল’ ( Keyed Bugle ) বলে। ( See কীড্ ব্যুগল ) ফ্রান্সদেশে এই যন্ত্র “কর-আ-ক্লেফস্” ( Cor-a-clefs ) “বা ট্রাম্পেট্ আ ক্লেফস্” ( Trumpette a clefs ) নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের “রণশূঙ্গ” যন্ত্রের সহিত ব্যুগল-যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধ আছে। ( See p. 84 )

ব্রাট্‌সি ( BRATCHE, the German name of viola or tenor viola ) ভায়োলা বা টেনর ভায়োলাযন্ত্রের জৰ্ম্মনীয় নাম।

ব্লক ফ্লুট্ ( BLOCK FLUTE, a species of wind instrument ) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ব্ল্যাডার এণ্ড স্ট্রিং ( BLADDER AND STRING, a stringed instrument of the rustics ) গ্রাম্যদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহা হইতে অধিকাংশ খাদস্বরই নির্গত হয়।

ভল্গা (VOLGA, a species wind instrument) একপ্রকার  
শুধিরযন্ত্র।

ভায়িলি (VIELEE, the hurdy-gurdy) হার্ডি-গার্ডি যন্ত্র। (See  
হার্ডি-গার্ডি)।

ভায়োলঞ্জেন্ (VIOLUNGEN, a species of stringed  
instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ।

ভায়োল্ ডা' মোর (VIOL D'MOUR, an instrument of the  
violin kind) একটা বাহুলীনজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

ভায়োলন্ বা কণ্ট্রা ভায়োলন্ (VIOLON or CONTRA  
VIOLON, the double bass or contra basso) ডবল বাস্ বা কণ্ট্রা  
বাসোযন্ত্র।

ভায়োলনো (VIOLONO, the double bass) ডবল্ বাস্ যন্ত্র।

ভায়োলন্জিলি (VIOLONCELLE) বা

ভায়োলন্জিলো (VIOLONCELLO, a well-known stringed  
instrument) একটা সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। টারডু (Tardieu) নামক  
জর্নৈক ফরাসী যাজক কর্তৃক এই যন্ত্র নির্মিত হয়। তিনি গত  
শতাব্দীর প্রথমভাগে টারাস্কন্ (Tarascon) প্রদেশে বাস করিতেন।  
সেই সময়ে এই যন্ত্রের পাঁচটা মাত্র তন্ত ছিল। কিন্তু, বোধ হয়, পঁচিশ  
বৎসর পরে বরডট্ (BERDAUT) দ্বারা ইহাতে আর চারিটা তন্ত  
সংযুক্ত হইয়াছে। জর্মনিদেখে ভায়োলন্সেল (Violoncell) কহে।  
ইংলণ্ডের অপভাষায় ইহার নাম (BASS) বাস্।

ভায়োলা (VIOLA) বা

—ডা ব্রাসিও (DA BRACCIO, the tenor violine) টেনর  
ভায়োলিন্ অর্থাৎ মধ্যস্বরী বাহুলীনযন্ত্র।

—ডি আমোর (DE AMOUR, a beautiful stringed instru-  
ment) একটা সুন্দর ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা সাধারণ ভায়োলার গায়

লয়া । ইহাতে ছয়টি তন্তু এবং চারিটি রোপাতার সংবদ্ধ থাকে । এক্ষণে ইহার বড় প্রচলন নাই ।

—ডি গাম্বা (—DE GAMBA, an uncommon stringed instrument) একটা অপ্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ । ইহার আকার ভায়োললেলোর ছায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, অধিক সামুনাসিক এবং ক্ষীণস্বর । ইহাতে ছয় কিংবা সাতটি তন্তু সংযোজিত থাকিত । এই যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রথমে ইংলণ্ডদেশে ব্যবহৃত হয় এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল । সি, এবেল ( C. Abel ) নামক একজন ব্যক্তি এই যন্ত্রবাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন । ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছে । ফরাসী ভাষায় ইহার নাম “বাস ডি ভায়োল” ( Brass de viole ) ।

ভায়োলা ডি বোর্দোনে ( VIOLA DE BORDONE, a stringed instrument ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ ।

ভায়োলিন্ ( VIOLINE, a well-known stringed instrument ) একটা সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র । ইহা ঐকতান ( Orchestra ) প্রভৃতি বাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাতে চারিটি মাত্র তন্তু সংযোজিত হয় । উক্ত চারিটি তন্তু হইতে চারিটি মুক্ত স্বর ( Open notes ) বিনির্গত হইয়া থাকে এবং উক্ত তন্তু চতুর্ষ্টয়ের বিভিন্ন স্থানে অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যে সকল স্বর নির্গত হয়, তাহাদিগকে উক্ত স্বরচতুর্ষ্টয়ের বিরুদ্ধে বন্ধস্বর ( Stopped notes ) বলে । অঙ্গুলী চাপনের চাতুর্য্যানুসারে এই যন্ত্রে দ্বি-স্বর, ত্রি-স্বর, চতুঃস্বর পর্য্যাস্তও নিঃসারিত হইতে পারে । তাহাকে ইংরাজীতে “কর্ড” ( CHORD ) এবং আমাদের দেশে স্বর-সমষ্টি স্বরসংযোগ বলে । ফিটিস্ (Fetis), সনেরাট (Sonerat) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থলেখকগণ বলেন যে, পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ “রাবণাস্ত্র” নামে যে একটা ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র স্বনামে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ইউরোপীয় ভায়োলিন্ যন্ত্র তাহারই অনুকরণে নির্মিত হইয়াছে । (See p. 67)

ইউরোপের মধ্যে প্রথমে ইতালীদেশীয় স্রাডিভেরি এই যন্ত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু এই যন্ত্র তাহার অনেক পূর্ব হইতে ভারতবর্ষ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় “রবাব”, চীনদেশীয় “উরহীন” ও জাপানদেশীয় “কোকিউ” এ সকল একজাতীয় যন্ত্র। ( See উরহীন, কোকিউ and p. 26 )।

**ভায়োলিনো** ( VIOLINO, a species of stringed instrument )  
একপ্রকার ততযন্ত্র।

**ভায়োলিনো পিকলো** ( VIOLINO PICCOLO, a small violin ) ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র।

**ভায়োলিসেলো** ( VIOLINCELLO )। ( See ভায়োলিন-সিলো )

**ভায়োলেটা** ( VIOLETTA, a stringed instrument ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তিন হইতে ছয়টা পর্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে। ইহার আর একটা নাম “সপ্‌রেনো” ( Soprano )।

**ভার্জিনেল** ( VIRGINAL, a species of stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আর একটা নাম ‘স্পিনেট্’ ( Spinnet ) ( See p. 47 ; 3rd note in the same and স্পিনেট্ )।

**ভিসাণ্ডস্চি** ( VISSANDSCHI, a wind instrument of the Negros ) নিগ্রোদিগের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র।

**ভেঁপু** ( BHENPU, a wind instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র। ইহা তালপত্র প্রভৃতিতে নিষ্পন্ন হয়। বালকেরা ইহা লইয়া ক্রাড়া করে।

**ভেরী** ( BHERI, an ancient instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। অধিকন্তু একপ্রকার শুষ্কযন্ত্রেরও নাম ভেরী। ( See p. 85 )

ম

**মঞ্জিরা** ( MANJIRA, a name of mandira ) মন্দিরা যন্ত্রের অগতর নাম। ( See মন্দিরা )



মড্ডু (MADDU, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র। অমর-কোষে ইহার উল্লেখ আছে।

মধুকরী (MADHUKARI, a wind instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুবিরযন্ত্রবিশেষ।

মনুএল্, বা মোনলস্, (MANUALE or MANAULOS, a wind instrument of the ancient Egyptian instrument in the form of a bull's horn) প্রাচীন মৈসরদিগের বৃষ-শৃঙ্গাকার শুবির-যন্ত্রবিশেষ।

মনোকর্ড (MONOCHORD, a stringed instrument mounted with one string) একতন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার ততযন্ত্র। সুরের উচ্চ-নীচতার নিয়ম পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জগ্বে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্দর (MANDORA, a lutekind stringed instrument) একটা লুটজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি এবং ইহাতে চারিটা তন্তু যোজিত থাকে।

মন্দিরা (MANDIRA, small castanets of the Hindoos made of metal) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। সঙ্গীতের তাল নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র করতালজাতীয় (See করতাল)। কিন্তু ইহা সভ্যযন্ত্রের অন্তর্গত।

মরব্বা (MARABBA, a species of stringed instrument of the Arabs) আরবদিগের একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার তুখী-পটে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক অশ্বপুচ্ছ আবদ্ধ করিতে হয়।

মর্দাল (MARDALA, a rude instrument of percussion of the Hindoos used by the hill-tribes) হিন্দুদিগের একপ্রকার গ্রাম্য আনন্দযন্ত্র। ইহা সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিদের ব্যবহৃত। এই যন্ত্রটি প্রাচীন ও মৃদঙ্গের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। (See p. 96)

মহতী বীণা ( MAHATI BINA, a most ancient and well-known stringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের অতিপ্রাচীনতম এবং অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। ( See p. 3 )

মাকাল্লাথ্ ( MACHALATH, a flutekind wind instrument of the Hebrews ) যিহুদীদিগের বংশীজাতীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। বাইবেলধৃত গীতাবলির ( Psalms ) মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ইহা অভিনয়বিশেষের নামমাত্র। যিহুদীদিগের “গিটিথ্” যন্ত্রসম্বন্ধেও এইরূপ দ্বিমত ( See গিটিথ্ )

মাকোল ( MACHOL, a flutekind wind instrument of the Hebrews ) যিহুদীদিগের বংশীজাতীয় একটা শুষ্কযন্ত্র। সে দেশের নৃত্যকালে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাহার কাহার মতে ইহা উক্ত দেশের নৃত্যবিশেষ। Carl Angel.

মাগাদিস্ ( Magadis, a stringed instrument of the ancient Egyptians ) প্রাচীন মিসরিয়দের একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন ইহা শুষ্কযন্ত্র। মাগাদিস্, নাবলা, শযুকা, বার্বিটন প্রভৃতি মিশরীয় যন্ত্রসমূহ যদিও মিসরের, তথাপি ইহারা বিদেশীয় নামধারী। এই সকল এবং আসিয়ান্ধ অগ্ণায় যন্ত্রবিষয়ে শিক্ষা করিবার জগ্গে পিথাগোরস্ ( Pythagorus ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিতগণ মিসরের অভ্যুদয়কালে সে দেশে গিয়াছিলেন। বলিতে কি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের অধিকাংশ আসিয়ান্ধ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতকৃতুহলা পণ্ডিতগণ এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া থাকেন। Carl Angel.

মাগাস ( MAGAS, an ancient Egyptian musical instrument ) একটা প্রাচীন মিসরীয় সঙ্গীতযন্ত্র ( See মাগাদিস্ )

মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা ( MAGREPA or MAGREPHA, a bagpipekind wind instrument of the Hebrews ) যিহুদীদিগের ব্যাগ-পাইপজাতীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। ( See p. 88 )

**মাঘল (MAGHOL, a species of Hebrew stringed instrument)**  
একপ্রকার যিহুদীয় ততযন্ত্র ( See মাচল )

**মাচল ( MACHOL or MACHUL, a Hebrew stringed instrument mounted with eight strings )** একটা যিহুদীজাতীয় অষ্ট-তন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ ।

**মাটালান ( MATALAN, a small flute of the American Indians )** আমেরিকীয় ইণ্ডিয়দের একপ্রকার ক্ষুদ্র ফুটযন্ত্র ।  
**বেয়াডিয়র ( Bayadere )** নামক নৃত্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ।

**মাণ্ট্রোমেলে ( MANTROMMEL, a German strniged instrument )** একটা জার্মানীয় ততযন্ত্রবিশেষ । কিন্তু নামগত সাদৃশ্য ধরিতে গেলে ইহা আনঙ্কজাতীয় যন্ত্রবিশেষকে বুঝাইয়া থাকে ।

**মাণ্ডোলা ( MANDOLA, a flat sounded Guiter )** কোমল-স্বর গিতার যন্ত্র ।

**মাণ্ডোলিন্ বা মেণ্ডোলিনো ( MANDOLINE or MANDOLINO, a guiterlike stringed instrument wilth fretts )** গিতারের স্থায় সারিকায়ুক্ত ততযন্ত্র । আমাদের রুদ্ৰবাণার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে । ( See p. 28 ) এই যন্ত্রকে বেহালার স্থায় সুরবন্ধ করিতে হয় ।

**মাফ্রাকিথা ( MAFRAKITHA, a species of Hebrew wind instrument )** একপ্রকার যিহুদীদের শুধিরযন্ত্রবিশেষ (See মাস্রাকিথা বা মস্ত্রাকিতা ) ।

**মারাউয়ে ( MARAOUEH an Egyptian instrument of metal )** একপ্রকার ঘনযন্ত্র । একখান রৌপ্যানির্মিত চক্রে তাম্রগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযোজনপূর্বক ইহা নির্মিত হয় । মিসরীয় কণ্ট ( Copt ) নামক খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা শুভকর্মে এই যন্ত্র ব্যবহার করে ।

**মারিম্বা ( MARIMBA )** । ( See আঘিরা )

**মারোক্ ( MAROUCH )** । ( See ম্যাম্ )

**মার্লাইন** ( MERLINE, a small organ, invented for the purpose of teaching black bird ) একপ্রকার কৃষ্ণ বর্ণ পক্ষিগণের স্বরশিক্ষা বিধায়ক যন্ত্র ।

**মাস্রোকিথা** বা **মাস্ত্রাকিতা** ( MASCHROKITHA or MASTRACHITA, an ancient Hebrew wind instrument like the ancient Egyptian *syrinx* and modern *pandeanpipes* ) প্রাচীন মিসরীয় নিরিন্ধাস্ এবং আধুনিক পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্ যন্ত্রের আয় একটা প্রাচীন যিহুদীয় শুমিরযন্ত্র । সাতটা নল একটি বাজের মধ্যে পার্শ্বপার্শ্ব স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র নিৰ্ম্মিত হয় । কিন্তু ইহার একটা মুখ, সেই মুখে ফুৎকার দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

Daniel, iii. 5, 7, 10 and 15.

**মিঞ্জিনিম্** ( MINGHINIM, a stringed instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । কার্চার ( Kirchar ) সাহেবের মতে বাজলীনের আয় ধারণদণ্ডবিশিষ্ট একখণ্ড কাষ্ঠে কতকগুলি তাম্র এবং কাষ্ঠগুটিকা সংস্থাপনপূর্বক শোণ-রত্ন এবং লৌহশৃঙ্খলিকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নিৰ্ম্মিত করিতে হয় । বাদনকালে সেই সকল গুটিকা হইতে পরিষ্কর এবং উচ্চস্বর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

**মিনিম্** ( MINNIM ) । ( See মাকালাত্ )

**মির্** ( MIR, a species of wind instrument ) ট্রম্পেটযন্ত্রের আয় একপ্রকার শুমিরযন্ত্র । ইহা কখন কখন চারি গজ পর্য্যন্ত দাঁড় হয় এবং ইহাতে উচ্চ ও তীব্রস্বর নির্গত হইয়া থাকে । যদিও বহুজন্তু-দিগকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার তথাপি ইহার স্বরমাধুর্য্য অনেকটা আছে । সুইডিশ রাখাল-রমণীরা ইহা ব্যবহার করে ।

**মিস্রোকিথা** ( MISCHROKITHA ) । ( See মাস্রোকিথা বা মাস্ত্রাকিতা )

**মুরাজ্** ( MURAJA, an ancient instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দযন্ত্র । মৃদঙ্গের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । বস্ত্রত ইহাকে মৃদঙ্গ বলা যাইতে পারে । ( See p. 96 )

মুরলী ( MURALI, a most ancient and well-known wind instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা অতি প্রাচীন এবং অতিপ্রসিদ্ধ শুধিরযন্ত্রবিশেষ । (See p. 75) ইহা সচরাচর অখণ্ডিত বংশনলে নিৰ্ম্মিত এবং আটটা ছিদ্র সমন্বিত । এই যন্ত্রগী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ।

মুসেট ( MUSSETTE, a wind instrument like a small bag-pipe ) ক্ষুদ্র বাগ্‌পাইপের স্থায় শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

মৃদঙ্গ ( MRIDANGA, a well-known and most ancient instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা সুপ্রসিদ্ধ এবং অতি প্রাচীন আনন্দযন্ত্র (See p. 96) । অমরকোষে অঙ্ক্য, আলিঙ্গ, উৰ্কক প্রভৃতি আরো কয়প্রকার মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে ।

মেৎজিলোথ ( METHZELOTH, a symbalskind instrument of the Jews ) যিহুদীদের সিংহলজাতীয় যন্ত্রবিশেষ (See জেল্‌জেলিম্)

মেজ্জোফোর্টা ( MEZZOFORTE, a species of wind instrument ) একপ্রকার শুধিরযন্ত্র ।

মেটসান্গ্ ( MET SANG, a Persian instrument with two strings ) একটা পারস্যদেশীয় দ্বিতন্ত্রবিশিষ্টযন্ত্র ।

মেৎজিল্‌থিম্ ( METHZILTHIM, a musical instrument of the Jews ) যিহুদীদের একপ্রকার বাণযন্ত্র ( See জেল্‌জেলিম্ )

মেনানিম্ ( MENAANIM, a systrumkind musical instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের সিস্ত্রমজাতীয় বাণযন্ত্রবিশেষ । বাইবেলধৃত দ্বিতীয় সামুয়েল্ নামক পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ, অধ্যায়ের ৫ম, পংক্তিতে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে ।

মেনিকর্ড ( MANICHORD, a stringed instrument ) একট ততযন্ত্রবিশেষ । ( See স্পিনেট্ )

মেরিন্ ট্রাম্পেট ( MARINE TRUMPET, a rude instrument with a long neck, mounted with only one string )

একটি গ্রামা ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার ধারণদণ্ড দীর্ঘ এবং ইহাতে একটামাত্র তন্তু যোজিত থাকে।

মেলোডিকন (MELODICON, a species of musical instrument) এক প্রকার বাতায়ন্ত্রবিশেষ। কোপনহেগেন নগরনিবাসী রিফেল (Riffel) নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা নির্মিত। ইহাতে এক-প্রকার কতকগুলি ধাতুর আকৃষ্ণিত রেখা (Bars) আছে, তদ্বারাই শব্দ নির্গত হয়।

মেলোডিকা (MELODICA, a clavier instrument) একটি চাবিযুক্ত বাতায়ন্ত্রবিশেষ। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জে, এ, ষ্টিন, (J. A. Stien) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

মেশেক (MESHEK, a wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। ইউরোপীয় কেলটিক্জাতির বাগ্‌পাইপের স্থায় ইহার আকার। রাজপুতেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

*Music by Lieut-Col James Tod.*

*From Annals and Antiquities of Rajasthan.*

মেশ্কা (MESCAL, a lurkish wind instrument) একটি তুরস্ক-দেশীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। তেইশটি অসমান বেত্র নলদ্বারা ইহা নির্মিত এবং ফুৎকারের কৌশলে ইহাতে তিনপ্রকার ভিন্ন-ভিন্ন স্বর সমুদগত হয়।

মোনলো (MONAULO, a wind instrument of the aucient Greeks) প্রাচীন গ্রিকদিগের একটি শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন ফ্রিজিয়া (Phrygia) দেশ হইতে কাদোমসের (Cadomus) স্ত্রী হার্মণিয়া (Harmonia) এই যন্ত্র আনয়ন করেন। কিন্তু অত্র পণ্ডিতগণ বলেন, মিনার্ভাদেবী (Minerva) ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মোহাল্লী (MOHALLI, a Nepalese flageolet) নেপালদেশীয় নিবার্জাতির শুষ্কযন্ত্রবিশেষ।

ম্যাম ( MAM, a wind instrument of the ancient Egyptians of the bag-pipekind ) প্রাচীন মিসরীয়দের বাগপাইপজাতীয় দ্বিঙ্গযন্ত্রবিশেষ । ইহা মিসরীয় বসণীদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল । ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটা ঐদৃশ যন্ত্রবাদিকার প্রতিকৃতি স্থাপিত রহিয়াছে । An account of manners and customs of the modern Egyptians, by E. W. Lane, 5th edition, London, 1870.

য

যশঃপটহ ( JASHAHPATAHA, an ancient instrument of percussion of Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনন্দ-যন্ত্র । যুদ্ধে জয়লাভের পর জয়ীপক্ষ হইতে এই যন্ত্র বাদিত হইত । অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে ।

ঘোড়ঘাই ( JORRGHY, an instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দযন্ত্র ।

র

রঙ্গ বা লুয়ঙ্গ ( RONGO or LUONGO, a species of hunting Horn common in Africa ) আফ্রিকায় প্রচলিত একপ্রকার শিকার-শৃঙ্গ ।

রাবণ (RABANA, a most ancient struiged instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের অত্যপ্রাচীন তত্তযন্ত্রবিশেষ । ইহাও রাবণাস্ত্রের স্থায় ধনুর্ঘোষে বাদিত হইত । ( See রাবণাস্ত্র বা রাবণাস্ত্রম্ ) । এই যন্ত্র যে পরে পারস্যদিগের প্রসিদ্ধ “রবাব্” এবং পরিশেষে “রেবেব্” ও “রেবেক্” হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই । ইহা হিন্দুদিগের অমৃত ( Omrita ) নামক আর একটা প্রাচীন তত্তযন্ত্রের ন্যায় । ( See অমৃত ) । এই উভয় যন্ত্র এবং “রাবণাস্ত্র” আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ “কেমান্গে আ গুজ্জ” ও “রেবাব্”

যন্ত্রের সদৃশ। ইহাদের আকারসাদৃশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, কেমনগে আ গুঞ্জ যন্ত্র উহাদের আকারদর্শনে নির্মিত হইয়াছে। (  $\text{র} + \text{অন} = \text{রবণ}$  ) এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে।

M. Fetis.

**রবল্লী (REBELLE, a species of stringed instrument)**  
একপ্রকার ততযন্ত্র।

**রবাব (REBAB, a wellknown and ancient Stringed instrument of the Hindoos)** হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইহার আর একটা নাম রুদ্রবীণা। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্রটা পারস্যদেশীয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ “রবাব্” শব্দে ‘রবণ করোতি যঃ স ইতি রবাব’ এই ব্যুৎপত্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আকারসাদৃশ্য রবণের জায়। হিন্দুরবাব পূর্বের ধনুর্যোগে বাদিত হইত। কিন্তু এখন পারস্যদেশীয়েরা ও আরবীয়েরা অঙ্গুলিত্র দিয়া বাজাইয়া থাকেন। ইহা যে ধনু দ্বারা বাজান যায় না এমন নহে। ক্রফোর্ড (Crawford) বলেন, ভারতীয় মহাসাগরস্থ দীপমালাবাসীরা ধনুদ্বারা এই যন্ত্রের বাদনক্রীয়া সম্পন্ন করে। স্বরবীণার সহিত রবাবযন্ত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

Crawford's Indian ARCHIPELAGO.

**রলান্টি-তাম্বুরো (RULLANTE TAMBURIO, a Small military drum)** একটা ছোট সামরিক ঢকাবিশেষ।

**রসিগ্নল (ROSSIGNOL, a little for immitating warbling of a bird)** পক্ষিবিশেষের স্বরানুকরণার্থ একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ।

**রাকেট্ বা রানকেট্ (RACKET or RANKETT, an extremely old wind instrument, made of wood)** অতি প্রাচীনকালের একটা কাষ্ঠনির্মিত শুবিরযন্ত্রবিশেষ।

**রানকুয়েট (RANQUET, a wind instrument)** একটা শুবিরযন্ত্রবিশেষ।



রান্-নান্ ( RAN-NAN, an instrument of metal of the Siamese ) শ্যামদেশীয়দের একপ্রকার ঘনযন্ত্র ।

রাপেল্ ( RAPPEL, a musical instrument of the Egyptians similar to the great drum ) বৃহড্‌জ্‌কার শায় একপ্রকার মিসরীয় বাতযন্ত্র ।

রাবণ ( RABANA, a species of kettle drum used in India ) ভারতবর্ষ প্রচলিত একপ্রকার আনঙ্কযন্ত্র ।

J. F. Dannelay.

রাবনাস্ত্র বা রাবণাস্ত্রম্ ( RABANASTRA or RABANASTRAM, a most ancient stringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা অতিপ্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ । যন্ত্র দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত । কথিত আছে, এই যন্ত্র সিংহলাষিপতি প্রবল প্রতাপ রাবণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল । সেইজন্ত ইহা তাঁহার নামে খ্যাত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ “রেবাব্” যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে । হিন্দুদিগের “রাবণ” ও “রবণ” এই উভয় প্রাচীন যন্ত্রই একবিধ এবং এক ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ । সুপ্রসিদ্ধ এম্ ফিটিস্ ( M. FETIS ) সাহেব বলেন যে, ইউরোপীয় ভায়োলিনজাতীয় যন্ত্র, এই যন্ত্রের অনুরূপে নির্মিত হইয়াছে । ( See 1st note )

রাবণি ( RABANI, an instrument of Percussion of the Singhalese ) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনঙ্কযন্ত্র । উহাদের কোন কোন আনঙ্কযন্ত্রে ঘণ্টিকা সংলগ্ন থাকে । কিন্তু ইহাতে তাহা নাই । বাদকেরা বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ করে এই যন্ত্র বাজাইয়া থাকে । বিশেষতঃ সিংহলদ্বীপের তিন-চারিজন স্ত্রীলোক ইহাকে ভূতলে স্থাপন করিয়া বাজায় । বোধহয় লঙ্কাবাসীরা রাবণপুত্র ( রাবণ + ঞি = রাবণি ) অর্থাৎ মেঘনাথের নামে এই যন্ত্রের নামকরণ করিয়াছে । ( W. C. Stafford ) কোন কোন ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, আফ্রিকাদেশের নিগ্রোদিগেরও এই নামে একবিধ আনঙ্ক-যন্ত্র আছে ।

রিগল বা রিগেল্, (RIGOL or REGALE an ancient musical instrument) একপ্রকার প্রাচীন বাণ্যযন্ত্র। কতকগুলি ভিন্ন-কারের কাঠখণ্ডে ইহা নির্মিত হইয়া হস্তিদন্ডের বর্তুলশির্ষক যন্ত্রের আঘাতে বাদিত হইত।

রিগাবিলম্ (RIGABILUM, a very ancient musical instrument) একটা অতিপ্রাচীন বাণ্যযন্ত্র। ডু কেঞ্জের (DU Cange) মতে এই যন্ত্রটা অর্গ্যানযন্ত্রের সৃষ্টি হইবার পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মালয়ে কণ্ঠস্বর সহযোগে ব্যবহৃত হইত।

রিচ (RILCH, a Species of Russian lute) একপ্রকার রুসদেশীয় লুটযন্ত্র।

রিলেক্ (RILEK, a Russian Stringed instrument resembling the lyre) লায়ারযন্ত্রের স্থায় একপ্রকার রুসীয় ততযন্ত্র।

রীসেন্ হার্ক্ (RIESEN HARFE, a Stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র।

রুঞ্জা (RUNJA, an ancient Hindoo instrument of Percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনঙ্কযন্ত্র।

রুব্বেব্ (RUBEBE, a rebab-like stringed instrument, but mounted with one or two strings) একটা রবাবের স্থায় ততযন্ত্র, কিন্তু ইহাতে এক বা দুইটার অধিক তন্ত থাকে না।

রুজানা (RUJANA, the corrupted name of rabana) রবাব-যন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

রেবেক্ (REBEC, an oriental trebeb) পূর্বাঞ্চলীয় রবাব-পূর্বাকালে ইউরোপীয় ধর্ম্মার্থ যোদ্ধগণ কর্তৃক জেরুসালম হইতে উক্ত যন্ত্র ইউরোপে নীত হয়। নীত হইবার পূর্বে ইহার নাম “রেবেব” (Rebebbe) ছিল। কিন্তু পরে ইহার তন্তসংখ্যার এবং অগ্ৰাণ্ড বিষয়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়া, এখন গ্রাম্যদিগের বাহুলীন-জাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (Rustic fiddle) হইয়া “রেবেক” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

রোট্ বা রোটা ( ROTE or ROTA, a species of European stringed instrument ) একপ্রকার ইউরোপীয় ততযন্ত্র ।

রোশনচোকী ( ROWSHANCHOWKI, a wellknown wind instrument common in india and Persia ) ভারতবর্ষ ও পারস্য-দেশে প্রচলিত একটি সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ( See p. 81 )

রোশনচোকী সর্ণা ( ROWSHANCHOWKI SURNA ) । ( See রোশনচোকী ) ।

র্যাটল্ ( RATTLE, an African musical instrument ) । একটি আফ্রিকাদেশীয় বাজ্যন্ত্র । একটি তুসীর ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পুরিয়া ইহা নির্মিত হয় । ইহা আমাদের দেশের বুমবুমীর ছায় ।

## ল

লঙ্গো বা এম্বাঙ্কিস্ ( LONGO or EMBANKIS, an instrument of metal common in Congo ) । এক প্রকার ঘনযন্ত্র । একখণ্ড ধনুরাকার পিঙ্গল-তারে দুইটি ক্ষুদ্র লৌহ-ঘণ্টা আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয় । কঙ্গোদেশীয় উচ্চবংশীয়েরা দুইটি ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

লাটি ( LAUTE, the German name of lute ) । ল্যুটযন্ত্রের জর্মনীয় নাম ।

লাপা ( LAPA, a wind instrument of the Tartars, made of copper ) । তাতারদিগের তাম্রনির্মিত একটি শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ইহার দৈর্ঘ্য নয় ফুট ।

লায়রা পিথাগোরী ( LYRA PYTHAGORÆ, a stringed instrument ) । একটি ততযন্ত্র বিশেষ । ( see লায়ার গিতারী and আক্টকর্ডি ) ।

—বর্বরিণা ( —BARBERINA, a stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র । খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জিও, বাপ্ট, দোনি

(Gio, Bapt, Doni) নামক জনৈক ব্যক্তি ইহা প্রথম নির্মান করেন । এই যন্ত্রের আর একটা নাম “আম্ফিকর্ডন” ( Amphichordon ) ।

—লেস,বিয়া (—LESBIA, a stringed instrument ) একটা ততযন্ত্রবিশেষ । এরিয়ন্ ( Arion ) লিসবস ( Lesbos ) দ্বীপে ইহা বাজাইতেন ।

লায়ান্ন ( LYRE, a celebrated stringed instrument among the Greeks and Romans, of which the invention is ascribed to Mercury. This instrument is of the greatest antiquity and has, in consequence, often varied both in its form and in its number of strings ) গ্রীক এবং রোমকদের একটা প্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ । তাঁহাদের মতে মার্করি দেবতা কর্তৃক ইহা সৃষ্ট । এই যন্ত্রটা অতিপ্রাচীনতম কালের এবং সেইজন্ম ক্রমশঃ ইহার আকার ও তন্তুসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে । মিসরীয়, নিউবীয়, আবিসিনিয় এবং য়িহুদী জাতীরা হার্পযন্ত্রের আয় এই যন্ত্রকে স্ব স্ব রুচানুসারে অঙ্গ ও তন্তুগত পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করেন ।

—অব মার্করি ( MERCURY, an ancient instrument of four strings ) । একটা চারিতন্তুবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্র বিশেষ ।

—গিতারি (—GUITARRE, a modern instrument of six-strings ) একটা ষট্‌তন্তুবিশিষ্ট আধুনিক ততযন্ত্র ।

—ডি ভায়োল্ (—DE VIOLE, an ancient stringed instrument) একটা প্রাচীন ততযন্ত্র । ইহা একস্বরী লায়ারযন্ত্র বিশেষ ।

লায়ান্ন বার্বেরিণা ( LYRE BARBERINA, a stringed instrument ) । একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে পঞ্চদশটি পর্যাস্ত তন্তু যোজিত থাকে এবং ইহা ধুমুদ্বারা বাদিত হয় । এস্‌রারযন্ত্রের সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে ।

লারিগট্ ( LARIGOT, a pipe or flageolet of the shepherds ) মেষপালকদের পাইপ বা ক্লাজিওলেটযন্ত্র ।

লিগ্‌নিয়ম্, সল্‌টিরিয়ম্ ( LIGNEUM PSALTERIUM, a

species of stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা কাঠনির্মিত এবং দেখিতে ডল্‌সিমার (Dulcimer) যন্ত্রের স্থায় । ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পোলগুনিবাসী গুসিকো (Gusikow) নামক একজন যিহুদী একবার এই যন্ত্র এরূপ কৌশলের সহিত বাজাইয়াছিলেন যে, তচ্ছ্রবণে শ্রোতামাত্রেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । জার্মানিদেশে এই যন্ত্রকে “ষ্ট্রু ফিডল্” (Strohfiedel, straw fiddle) এবং ফ্রান্সদেশে ক্লাকিবয় (Claquebois) কহে ।

লিচাক (LICHAKA, a wind instrument, made of reed, common in Africa) । একটা নলনির্মিত শুবিরযন্ত্রবিশেষ । আফ্রিকাবাসী কাফ্রিজাতীয় বাচাপিন্ নামক জাতি ইহা ব্যবহার করে ।  
(—W. C. Stafford)

লিটুয়ুস্ (LITUUS, a wind instrument in the shape of the Sacred Rod of the Augurs) । অগরদিগের পূতঘণ্টির স্থায় আকারবিশিষ্ট একটা শুবিরযন্ত্র । এই জন্ম ইহার এতাদৃশ সংজ্ঞা হইয়াছে । প্রাচীনদিগের শৃঙ্গযন্ত্র অর্থাৎ কর্ণুয়া (Cornua) বা টিউবার (Tuba) সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । ইহার আকার প্রায় ঋজু, কেবল শিরোভাগ কিঞ্চিৎ বক্র ।

লিটুয়ো (LITUO, the ancient clarion) প্রাচীন ক্লারিওন্ যন্ত্র ।

লিন্সিয়া (LINCIA, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্র-বিশেষ । (See পেটিকটাকর্ডন্) ।

লিরা (LIRA, the lyre of the ancient Greeks and Egyptians) প্রাচীন গ্রীক এবং মিসরীয়দের লায়ারযন্ত্র ।

—টেডেস্কা (—TEDESCA, the German lyre) । জার্মানদেশীয় লায়ারযন্ত্র ।

—ডা গাম্বা (—DA GAMBA, a stringed instrument) এক-প্রকার ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে দ্বাদশ হইতে ষোড়শটা পর্য্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে ।

— ডা ব্রাসিন্জা (—DA BRACCIA, an ancient Italian stringed instrument ) একটি প্রাচীন ইতালীয় ততযন্ত্রবিশেষ। অঙ্গুলিপটে ( Finger-board ) পাঁচটি এবং তৎপার্শ্বে দুইটি, এই সর্বশুদ্ধ সাতটি তন্তু ইহাতে যোজিত থাকে। ইহার আর একটি নাম “ইতালীয় লায়ার” ( Italian lyre ) ।

লিরা পগনা ( LIRA PAGANA ) । ( see লায়ার ) ।

—বর্বরিণা (—BARBERINA ) । ( see লায়ার বর্বরিণা ) ।

—রুস্টিকা (—RUSTICA, a species of lyre of the ancient shepherds of Italy ) । ইতালীদেশের প্রাচীন মেষ-পালকদের এক-প্রকার লায়ারযন্ত্র ।

—হেক্সাকর্ডিস (—HEXACHORDIS, a species of lyre mounted with six strings ) । একটি ষট্তন্তুবিশিষ্ট লায়ারযন্ত্র ।

লিরেসা ( LIRESSA, a bad lyre ) । একটি অপকৃষ্ট লায়ার-যন্ত্রবিশেষ ।

লিরোণ ( LIRONE, an uncommon stringed instrument of eleven or twelve strings ) । একটি একাদশ বা দ্বাদশ তন্তুবিশিষ্ট অপ্রচলিত ততযন্ত্র । ষোড়শ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্র ইতালীদেশে ব্যবহৃত হইত । ইহার আর একটি নাম “ভায়োলা ডি বোরদো” ( Viola de bordone ) ।

—পারফেটো (—PERFETTO ) ( see লিরা ডা গান্সা ) ।

লুথ্ ( LUTH, the French name for the Lute, a musical instrument, which, since the invention of the harp, is totally laid aside ) । লুটযন্ত্রের ফরাসী নাম । হার্প-যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়া অবধি এই যন্ত্রের ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে ।

লোটিন্ ( LOTINE, a wind instrument ) একপ্রকার শুধিরযন্ত্র । এথিনিয়সের ( Athencæus ) মতে ইহা আলেক্সান্দ্রিয়াস্থ “ফটিঞ্জ” ( Photinge ) যন্ত্রের স্থায় নির্মিত । তিনি আরো বলেন যে, আফ্রিকার লটস্ ( Lotos ) বৃক্ষের স্বকে ইহার নিৰ্ম্মানকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে ।

ল্যুট্ (LUTE, a musical stringed instrument) একটা সঙ্গীত-  
সম্বন্ধীয় ততযন্ত্র ।

—আর্চি —( ARCHI ) । ( see আর্সিলিউটো ) ।

—থিওর্বো —( THEORBO ) । ( see থিওর্বো ) ।

ল্যুর ( LURE, a rustic wind instrument ) । 'একটা গ্রাম্য  
শুধির যন্ত্রবিশেষ । ইহা পশুশৃঙ্গ অথবা কাঠনলে নির্মিত হয় ।  
কখন কখন হস্তিদন্তেও গঠিত হইয়া থাকে । ইহা স্বন্দানেভীয়-তাতি  
কর্ষক ব্যবহৃত ।

শ

শঙ্খ ( SHANKHA, a most ancient wind instrument of the  
Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা অতিপ্রাচীনতম শুধিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা  
পূর্বের সামরিক ও মাস্তুলিক উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইত । এক্ষণে  
কেবল মাস্তুল্য কার্যেই ইহার প্রচলন । রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি  
বীররসপ্রধান মহাকাব্যের যেখানে যেখানে যুদ্ধবর্ণনা আছে, সেই সেই  
স্থানেই এই যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় । মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের  
নাম “পাঞ্চজন্য় শঙ্খ” ( Panchyajanya shankha ) এবং অর্জুনের  
শঙ্খের নাম “দেবদত্ত শঙ্খ” ( Devadatta shankha ) বলিয়া লিখিত  
আছে । তদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে আরো কয়েকপ্রকার শঙ্খের নাম দেখা  
যায় । হিন্দুগণ বৃহজ্জাতীয় শঙ্খকে “মহাশঙ্খ” ( Mahashankha )  
বলেন । শঙ্খকে সমুদায় শুধিরযন্ত্রের আদি বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না ।  
ইহা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রায় বৌদ্ধদিগেরও মন্দিরে বাদিত হইয়া  
থাকে । ইংরাজেরা ইহাকে “কঞ্চ ট্রাম্পেট্” ( Conch trumpet ) বলেন ।  
( See p. 85 )

শম্ ( SHAWM, a wind instrument of the ancient Hebrews ) ।  
প্রাচীন যিহুদীদের একপ্রকার শুধিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা দেখিতে “ওবয়”  
( Hautboy ) বা “কর্নেট” ( Cornet ) যন্ত্রের শ্রায় ।

শরদ ( SHARAD, a stringed instrument common in India,  
&c. ) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ । ( see p. 28 ।

শাকার্ন ফীফ (SCHAFAR FEIFE, a species of bag-pipe) ।  
একপ্রকার ব্যাগ-পাইপ অর্থাৎ দ্বিনলযন্ত্র ।

শামাই (SHAMI, a species of wind instrument of the  
Arabs) । আরবদিগের একপ্রকার শুষ্কযন্ত্র । ইহার আর একটা নাম  
“চামাই” (Chami) ।

শারদীয়া বীণা (SHARADIA BINA) । (see p. 28) ।

শালিশিম্ (SHALISHIM, a species of stringed instrument  
of the Jews) । যিহুদীদের একপ্রকার ততযন্ত্র বিশেষ । ইহার আকার  
ত্রিকোণ । (—I. Sam. xviii, 6.) ।

শুক্টিপট্ট (SHUKTIPATTA, a musical instrument of the  
ancient Hindoos) । প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার বাতযন্ত্র বিশেষ ।

শৃঙ্গ (SHRINGA, the Hindoos horn) । হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ  
শুষ্কযন্ত্র । ইহা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে । (see ps. 83 to 85) ।

শোফার্ন (SHOPHAR, a trumpetkind wind instrument  
of the Hebrews) । যিহুদীদের শৃঙ্গজাতীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ।

শোফারথ্ (SHOFEROTH, an ancient wind instrument  
of the Hebrews) । যিহুদীদের একটা প্রাচীন ততযন্ত্র । সলমন  
(Solomon) এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন । (—psalm, xcvi, 6) ।

শ্রুতিবীণা (SHRUTI BINA, a stringed instrument of the  
ancient Hindoos) । প্রাচীন হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্র বিশেষ ।  
সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে ।

শ্র্যারী (SHRYARRI, a wind instrument) । একপ্রকার  
শুষ্কযন্ত্র । সপ্তদশ খৃষ্টশতাব্দীতে ইহার প্রচলন ছিল ।

ষ

যট্টালা (SATTALI, a species of metal instrument of the  
Hindoos) । হিন্দুদিগের একপ্রকার ঘনযন্ত্র । (see p. 109) ।

ষ্টিকাদো (STICCADO, a musical instrument,) । একটা  
বাতযন্ত্রবিশেষ । ডব্লিউ. সি. ষ্টাফোর্ড (W. C. Stafford)—সাহেব



বলেন যে, ফরাসীরা ইহাকে “ক্লকিবয়” (Claquebois) বলেন। এ ভিন্নবিধ কাঠখণ্ড এই যন্ত্র নির্মিত হয় এবং ইহাতে কেবল শুদ্ধস্বরগ্রাম (Diatonic scale) বাদিত হইয়া থাকে। যে শলাকা দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহার অগ্রভাগ একপ্রকার কোমল পদার্থে মণ্ডিত।

ষ্টীরষ্টুক (STEERSTUCK, an ancient name of the harp-sichord) হার্পসিকর্ডের প্রাচীন নাম।

ষ্টেন্টরফোনিক টিউব (STENTORPHONIC TUBE, according to Chambers, a speaking trumpet)। চেম্বার্স সাহেবের মতে একপ্রকার বাগ্‌ভাষী শৃঙ্গযন্ত্র। মহাকাবি হোমরপ্রণীত ইলিয়দের মধ্যে, ষ্টেন্টর (Stentor) নামক যে একজন বীরপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, তিনি এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে পারিতেন যে, পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একতানে উঠেঃস্বরে চীৎকার করিলেও তাঁহার শব্দের তুল্য হইত না। সেই ভীমরবী ব্যক্তির নামে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। মহাবীর সেকেন্দর সা (Alexander, the Great) এই যন্ত্রবাদন দ্বারা ছয় ক্রোশ্চ দূর হইতে স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন।

## স

সঙ্কো (SANKO, a species of stringed instrument common in Africa)। একপ্রকার ততযন্ত্র। একটা অপ্রশস্ত বাক্‌সের উপরিভাগে কুম্ভীরচর্ম আচ্ছাদনপূর্বক, তাহাতে আটটা তন্তু যোজিত করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হয়। একটা ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকাবাসী আশাণ্টা এবং ফান্টী নামক জাতিরা ইহা ব্যবহার করে।

সন্ (SAUN, a species of Burmese stringed instrument)। একপ্রকার ব্রহ্মদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তেরটি তন্তু যোজিত থাকে এবং সেগুলি পট্টনির্মিত। এই সকল তন্তুর শেষভাগে রজ্জুগুটিকা আবদ্ধ থাকে। সেই সকল গুটিকা যন্ত্রের বন্ধিমভাগে

এরূপভাবে সংযত থাকে যে, তন্তুগুলিকে ইচ্ছামত টানিয়া রাখিবার জন্ত, তাহাদিগকে উর্দে ও নিম্নে চালিত করিতে পারা যায়। আসিরিয়া দেশেও এবস্থিধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সনোমিটার (SONOMETRE, an instrument employed to determine the mathematical proportions of the sounds) স্বরের মাত্রামাপক যন্ত্রবিশেষ। (see মনোকর্ড)।

সমর (SUMARA, a species of wind instrument) একপ্রকার সুরযন্ত্র। দুইটি অসম নলে ইহা নির্মিত। ইহার ক্ষুদ্র নলযোগে গীত গাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত বড়টির দ্বারা সুর দেওয়া হয়।

সম্ফোনিয়া (SUMPHONIA, a bag-pipekind wind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের ব্যাগ্‌পাইপ্‌জাতীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। (see p. 88)। বাইবেলের অন্তর্গত দানিয়েল অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। ইতালীদেশীয় কৃষীজীবীরা ইহাকে “জাম্পোগ্‌না” (Zampogna) বলে। (see জাম্পোগ্‌না)।

সম্বল (SAMBALL, an instrument of percussion of the Hindoos)। হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার মৃদঙ্গের স্থায়, কিন্তু স্বরমাধুর্য্য বড় নাই।

সম্বুকস্ (SAMBUCUS, an ancient musical instrument resembling the lute)। ল্যুটযন্ত্রের স্থায় একপ্রকার প্রাচীন বাণ্যযন্ত্র।

সম্বুকা (SMBUCA, a Grecian stringed instrument)। একটা গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 25 and 2nd. note p. 46)

সরাব (SARABA, an instrument of percussion common in India)। একপ্রকার আনন্দযন্ত্র। একখানা সরার উপরিভাগ পাতলা চর্মে আচ্ছাদন করিয়া ইহা নির্মিত হয়। বালকেরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে। ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন।

সরুদা (SAROODA, the corrupted name of *Sharad*)  
শরদযন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

সর্ণা (SURNA, a wind instrument common in India and Persia)। একটা ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশপ্রচলিত শুষ্কযন্ত্র-বিশেষ। নববাদ বা নৌবৎবাতে ইহা ব্যবহৃত হয়। (See Ps. 116 and 117)

সর্ণাই (SURNI, the malayan name of surna) সর্না-যন্ত্রের মালাই নাম।

সর্দন (SORDUN, an extremely ancient wind instrument) একটা অতিপ্রাচীন শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে বাসুনযন্ত্রের স্থায়।

সর্দনি (SORDONI, the Italian name for an ancient wind instrument corresponding to the bassoon)। বাসুনযন্ত্রের স্থায় একটা প্রাচীন শুষ্কযন্ত্রবিশেষ ইতালীয় নাম।

সর্ভালেট (CERVALET, an ancient wind instrument)। একটা প্রাচীন শুষ্কযন্ত্র। ইহার স্বর বাসুনের স্থায়।

সল্টেরিও টর্চেস্কো (SALTERIO TURCHESCO, according to Bonnani, an ancient portable harp, placed generally in Turkish ladies' apartments)। বোনানি সাহেবের মতে ইহা একটা প্রাচীন হার্পযন্ত্রবিশেষ। তুরুসদেশীয় ধনবতী স্ত্রীলোকদিগের গৃহে ইহা সচরাচর থাকিত।

সল্টেরিও টেডেস্কা (SALTERIO TEDESCA, an Italian name for the *hackbret* or *symbal*, an instrument of percussion) হাক্বেট অথবা সিম্বল নামক ঘনযন্ত্রের ইতালীয় নাম।

—টেডেস্কো (—TEDESCO, an Italian musical instrument of the *dulcimerkind*)। একটা ইতালীদেশীয় ডলসিমারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে জর্মানিদেশোৎপন্ন বলে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পারস্যদেশেও এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। তাহার নাম সান্তির (Santir)। (see সান্তির)।

**সন্টিরিণ্** (PSALTERIN, a dulcimerkind instrument of the Hebrews) যিহুদীদের ডল্‌সিমাৰজাতীয় যন্ত্ৰবিশেষ। দানিয়েলে ইহাৰ উল্লেখ আছে। গ্ৰীক্ “সন্টিৰিয়ন” (Psalterion) যন্ত্ৰ হইতে ইহাৰ উৎপত্তি। বোধহয়, ইহা হইতে আধুনিক পূৰ্বাঞ্চলীয় ডল্‌সিমাৰজাতীয় “সাস্তিৰ” — নামক যন্ত্ৰ উৎপন্ন হইয়াছে।

**সন্টিৰিয়ন্** পাৰ্চিয়ানাম্ (PASLTERIUN PERSIANUM, a Persian instrument with strings of the harp species and of a triangular form)। পাৰস্যদেশীয় হাৰ্পজাতীয় এবং ত্ৰিকোণিক ততযন্ত্ৰবিশেষ।

**সন্টিৰিয়ন্** (PSALTERIUM, an instrument of percussion of the trianglekind)। ট্ৰায়ঙ্গল জাতীয় ঘনযন্ত্ৰবিশেষ। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইহাৰ স্বৰ মৃদু। কেহ কেহ বলেন যে, ছুইটি হস্তিদন্ত নিৰ্মিত শলাকা কিম্বা চৰ্ম্মাচ্ছাদিত কাষ্ঠ শলাকাৰ আঘাতে এই যন্ত্ৰের বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

**সল্‌সিও** (SALCIO, a species of wind instrument) একপ্রকার শুধিরযন্ত্ৰবিশেষ।

**সাইড্ ড্ৰাম** (SIDE DRUM, a military instrument of percussion) একটা সামরিক আনন্দযন্ত্ৰবিশেষ।

**সাক্‌বট্** (SACKBUT, a wind instrument of the trumpet-kind) ট্ৰাম্পেটজাতীয় শুধিরযন্ত্ৰবিশেষ।

**সাক্সহৰ্ণ** (SAX HORN, a military wind instrument) একটা সামরিক শুধিরযন্ত্ৰবিশেষ।

**সাক্সোফোন্** (SAXOPHONE, a military wind instrument) একটা সামরিক শুধিরযন্ত্ৰ।

**সান্চু** (SANCHOO, a stringed instrument common in western Africa)। একটা ততযন্ত্ৰ। পশ্চিম আফ্ৰিকায় ইহাৰ প্রচলন দেখা যায়। বিশেষতঃ গিনি-উপকূলবাসীরা ইহা ব্যবহার করে। ইহাৰ আকার ক্ষুদ্ৰ।

**সানাসেল** (SANASEL, an Abyssinian sistrumkind instrument) একটা আবিসিনিয়াদেশীয় সিস্ত্রুম্জাতীয় যন্ত্রবিশেষ । তদদেশীয় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রচলন । তথাকার পুরোহিতেরা বলেন যে, ইহা বাজাইলে উপদেবতার পলায়ন করে । প্রাচীন মিসর-দেশেও পুরোহিতেরা উক্ত উদ্দেশ্যে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন । ইহার মিসরীয় নাম “সেশেশ” (Seshesh) । (see সেশেশ) । (—Villeteau) ।

**সান্তুর** (SANTUR, a Turkish instrument corresponding to the cymbal) । সিম্বলের স্থায় একপ্রকার তুরুষ্কদেশীয় যন্ত্রবিশেষ ।

**সান্তির** (SANTIR, a stringed instrument of the persians) । পারস্যদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ । ইহা আকারে ও গঠনে অবিকল জন্মণীয় “হাক্‌ব্রেট” (Hackbret) যন্ত্রের স্থায় । ইউরোপীয় পাণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাচীন ডল্‌সিমারের সঙ্গে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে । (—Hommaire de Hell) ।

**সান্‌সিন্** বা **সান্‌সিম্** (SANSIN or SANSIM, a Japanese guiterkind stringed instrument) একটা জাপানদেশীয় গিতার-জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে তিনটা মাত্র তার যোজিত থাকে । (see p. 40) । চীনদেশীয় “সান্‌হিন্” (Sanheen) যন্ত্রও অবিকল এইরূপ । (see সান্‌হিন্) । (—Meijlan) ।

**সান্‌হিন্** (SANHEEN, a Chinese stringed instrument) । একটা চীনদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ । ইহার সহিত জাপানদেশীয় সান্‌সিন্ বা সান্‌সিমের অনেক সাদৃশ্য আছে । উভয়েরই শব্দনির্গমনচ্ছিন্ন থাকে না—উভয়েরই গলাদি দীর্ঘ—উভয়েরই তিনটি তার এবং তিনটি দীর্ঘ-কোণ যোজিত থাকে এবং উভয়ই অঙ্গুলিত্র দ্বারা বাদিত হয় । বিশেষের মধ্যে এই যে, সান্‌হিনের আকার গোল এবং উদরদেশ টান নামক একপ্রকার সর্পের চর্ম্মে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু সান্‌সিন বা সান্‌সিমের আকার চতুষ্কোণ এবং ধ্বনিপট্টক অপরবিধ চর্ম্মে আচ্ছাদিত । রুসীয় “বাল্লালাইকা” (Balalaika) নামক যন্ত্রেরও আকার প্রায় এবস্থিধ । (—M, Hommaire de Hell)

সাপুলিনয় (CHAPEAUCHINOIS, a Turkish military instrument of metal)। একটি তুরস্কদেশীয় সামরিক ঘনযন্ত্র। একটি অর্ধচন্দ্রাকার ধাতবখণ্ডে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার ঘণ্টা যোজিত করিয়া ইহা নিৰ্মিত হয়।

সাবেকা (SABEKA, a stringed instrument of the chaldeans)। কাল্দীয়দের একটি ততযন্ত্রবিশেষ। গ্রীক-সম্বন্ধে সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সায়টেন্ হার্মণিকা (SAITEN HARMONICA, a clavier instrument)। একটি চাবিয়ুক্ত যন্ত্রবিশেষ। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে আন্দ্রিয়াস্ ষ্টীন (Andrias Stein) ইহার আবিষ্কার করেন।

সারঙ্গী (SARANGI, an ancient stringed instrument of the Hindoos)। হিন্দুদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 54)

সারিন্দা (SARINDA, a stringed instrument of the Hindoos)। হিন্দুদিগের একটি ততযন্ত্র। (See p. 61)

সাপের্ণ্ট (SERPENT) বা সাপের্ণ্টোনো, (SERPENTONO, a military instrument) একটি সামরিক শুবিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার স্বর কর্কশ ও গভীর এবং ইহা দেখিতে কতকটা সর্পের আয়।

সাল্পিনক্স (SALPINX, an ancient Grecian cornet) একটি প্রাচীন গ্রীসীও তুরীযন্ত্রবিশেষ।

সালম্প্রেট্, (SALUMPRET, a wind instrument common in Malay, &c.) মালাইদেশ প্রভৃতিতে প্রচলিত একটি শুবিরযন্ত্র-বিশেষ।

সালুমু (CHALUMEAU, a species of ancient rustic flute)। একপ্রকার প্রাচীন গ্রাম্য শুবিরযন্ত্র।

সিউরি (SEWURI, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্র-বিশেষ।। ইহাতে চারিটা ইম্পাতের এবং একটি পিস্তলের তার যোজিত থাকে।

সিঙ্গার্স রবাব্, (SINGER'S REBAB, a stringed instrument

of the Hindoos, mounted with two strings ) অর্থাৎ গায়ক রবাব । ইহা হিন্দুদিগের একটা দ্বিতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ । ( M. Fetti ) ।

সিটোল ( CITOLE, the dulcimer ) ডলসিমারযন্ত্র । ( See p. 47 )

সিণ্ডাপ্‌সি বা সিণ্ডাপ্‌স ( SCINDAPSE or SCINDAPSUS, an ancient stringed instrument with four steel-strings ) একটা ইম্পাত-নির্মিত চতুষ্টন্ত্রবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ ।

সিতার্ন ( CITTERN, the guiter ) । গিতারযন্ত্র ।

সিথারি ( CITHARI, a stringed instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে সাত কিম্বা নয়টা তন্ত্র যোজিত থাকে ।

সিথারিস্ত্রীনি ( CYTHERISTIENNE, a particular species of flute of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদের একপ্রকার বিশিষ্টরূপ শুবিরযন্ত্র ।

সিনি-কেমান ( SINE-KEMAN, a violinkind stringed instrument of the Turks ) তুরুস্কদের একটা বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ ।

সিনুরা ( CYNURA, a species of lyre, according to Musonius ) মুসোনিয়সের মতে ইহা একপ্রকার লায়ারযন্ত্র ।

সিন্নস ( CINNOS, a stringed instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ইহাতে ছয় হইতে নয়টা পর্য্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে । ইহার তনুটা গভীর হওয়াতে সুরও গভীর । ধনু কিংবা অঙ্গুলিদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয় ।

সিফ্লেট ( SIFFLET, a small wind instrument ) । একটা ক্ষুদ্র শুবিরযন্ত্রবিশেষ । ইংরাজেরা ইহাকে “হুইসিল্” ( Whistle ) কহেন ।

সিফ্লেট্ ডি পান ( SIFFLET DE PAN, pandean pipes ) পাণ্ডিয়ান পাইপস্ যন্ত্র ।

**সিবি** (SIBI, an ancient Egyptian wind instrument) একটা মিসরীয় প্রাচীন শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। পূর্বে ইহা অস্থিদ্বারা নির্মিত হইত। কিন্তু নলযন্ত্র বা কাষ্ঠদ্বারাও ইহার নির্মাণবিধি সম্পন্ন হইতে পারিত। (See P. 74)

**সিমিকন** (SIMICON, a stringed instrument of thirty-five strings, of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের পঁয়ত্রিশটা তন্তুবিশিষ্ট একটা ততযন্ত্রবিশেষ।

**সিমেন্টেরিয়ন** (SEMENTERION, an ancient instrument of percussion) একটা প্রাচীন আনন্দযন্ত্রবিশেষ। একখণ্ড কাষ্ঠে ইহা নির্মিত হইত। প্রাচীন গ্রীক ধর্মজাজকেরা ভক্তগণকে একত্রীভূত হইবার জন্য একটা যন্ত্রদ্বারা ইহা বাজাইতেন।

**সিম্ফোনিয়ন** (SIMPHONION, a musical instrument invented by F. F. Kaufmann) এফ্. এফ্. কফম্যানের আবিষ্কৃত একটা বাতায়ন্ত্রবিশেষ। ইহা একরূপ কোশলে নির্মিত যে, ইহাতে পিয়ানো, ফ্লুট, ক্লারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রের স্বর উৎপন্ন হইতে পারে।

**সিম্বল** বা **সিম্বলম্** (CYMBAL or CYMBALUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks and Hebrews) প্রাচীন গ্রীক এবং যিহুদীদের একটা আনন্দযন্ত্রবিশেষ। জে. এফ্. দানিলি (J. F. Danneley) সাহেব বলেন যে, ইহা মুস্তিকা নির্মিত এবং দেখিতে ইংরাজী কেটেলড্রামের স্থায় হইত।

**সিম্বল ডা'মোর** (CEMBAL D'AMOUR, a clavier instrument like harpsichord or organ) হার্পসিকর্ড বা অর্গ্যানের স্থায় একটা চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

**সিম্বলম্ অব্ সেন্ট্ জিরোম** (CYMBALUM OF ST. JEROME, a musical instrument) একটা বাতায়ন্ত্রবিশেষ।

**সিম্বলস্** (CYMBALS, military instrument of percus-



sion, made of metal) ধাতু নিৰ্মিত সাময়িক ঘনযন্ত্রবিশেষ।  
এই যন্ত্রগুলি দেখিতে আমাদের করতালযন্ত্রের স্থায়।

সিম্বলো অম্বিকর্ডে (CEMBALO OMNICHODO, a stringed instrument) একটা ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাকে “প্রটিয়স্” (proteus) যন্ত্রও বলে। ফ্লোরেন্সনিবাসী ফ্রান্সিস্কো মিজেটি (Francesco Migetti) ইহা আবিষ্কার করেন।

—এঞ্জেলিকা (—ANGELICA, a species of harpsichord)।  
একপ্রকার হার্পসিকর্ডযন্ত্র।

সিল্‌হার্মণিকন্ (CYLHARMONICON, a wooden harmonica) কাঠনিৰ্মিত হার্মণিকায়ন্ত্র। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে স্যাঙ্গেরহাসেন (Sangerhasen) দেশীয় অর্গ্যাননিৰ্মাতা উথি (Uthe) কর্তৃক ইহা নিৰ্মিত।

সি-শেল (SEA-SHELL, a wind instrument of the ancient Mexicans)। প্রাচীন মেক্সিকীয়দের একটা শবিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইলে শব্দকেই বুঝায়।

সিস্ত্র (SISTRE, a musical instrument of the ancients and moderns) প্রাচীন এবং আধুনিকদিগের একপ্রকার বাজ্যযন্ত্র। প্রাচীনেরা একটা ধাতব যন্ত্রিকে ডিম্বের স্থায় বক্র করিয়া উহা নিৰ্মান করিতেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ঐশী (Isis) দেবী কর্তৃক ঐ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিকদের এই যন্ত্র একপ্রকার গিতারের স্থায়।

—ডিস্ নিগ্রেস্ (DES NEGRES, a musical instrument formed of a piece of iron, furnished with small bells) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযোজিত একটা লৌহনিৰ্মিত ঘনযন্ত্র।

সিস্ত্রম্ (SISTRUM, an ancient musical instrument used by the priests of Isis and Osiris) একটা প্রাচীন বাজ্যযন্ত্র। ঐশী এবং ওসিরিস্ দেবতার পুরোহিতেরা ইহা ব্যবহার করিতেন। (see সিস্ত্র)।

সিস্ত্রা (SISTRA, an ancient musical instrument) একটা প্রাচীন বাতায়ন্ত্রবিশেষ । ( see সিস্ত্রম্ ) ।

সুওবাইল বা সুয়েভ্ (SUABILE or SUAVE, the English flute) ইংরাজী ফ্লুট যন্ত্রবিশেষ ।

সুজু (SHOEZOEU, a Japanese instrument of Percussion of the bellkind) । জাপনদেশীয় ঘণ্টাঙ্গাতীয় ঘনযন্ত্র বিশেষ । ফ্রান্সদেশীয় “গ্রিলট্” (Grelots) এবং জর্মানিদেশের “শেলেন” (Schellen)—যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সমধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা একটা দণ্ডে সংলগ্ন থাকে । ইহা মিশরদেশীয় “কপ্ট্” (Copts) নামক খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদিগের নিকট “মারাউয়ে” (Maraoueh) নামে প্রসিদ্ধ । ( see মারাউয়ে ) । মেক্সিকোদেশেও ইহার প্রচলন সমধিক । এছাড়া ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দক্ষিণ আমেরিকান্ধ পেরুদেশে, তিব্বতদেশস্থ লাদাক প্রদেশের বৌদ্ধ-পুরোহিতদের নিকট “ড্রিল্‌বু (Drilbu) নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (Mr. Cunningham on Ladak) ।

সুর বাহার (SURA BAHAR, a modern wellknown stringed instrument common in India) ভারতবর্ষ প্রচলিত একটা প্রসিদ্ধ আধুনিক ততযন্ত্রবিশেষ । ( see P. 34 )

সুরমণ্ডল বা স্বরমণ্ডল (SURAMANDALA or SWARAM-ANDALA, the Indian dulcimer) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র ।

সুরশৃঙ্গার বা স্বরশৃঙ্গার (SURASHRINGARA or SWARASHRINGARA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । ( see P. 31 )

সুরসীতা (SURASEETA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ ।

সুলামাই (SULAMI, a wind instrument of the Arabs) আরবদিগের শুধিরযন্ত্রবিশেষ ।

**সুলিঙ্** (SULING, a wind instrument of the Malay tribes) মালাইজাতিদের একপ্রকার সুরযন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং অগ্ৰাণ্য যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয় না।

**সেতার** (SETAR, a modern and well-known oriental stringed instrument common in India, &c.)। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত একটা সুপ্রসিদ্ধ আধুনিক পূর্বাঞ্চলীয় ততযন্ত্র। ভারতবর্ষের অতিপুরাতন ও অতিপ্রসিদ্ধ কচ্ছপী বীণার অনুরূপে আমীর খসরু ইহা নির্মাণ করেন। ( see P. 31 )

**সেমিকন্** (SEMICON, an instrument of the ancient Greeks, mounted with thirty-five strings) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি পঞ্চত্রিংশতন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ।

**সেমেঙ্গে** (SEMENGE, a species of Arabian stringed instrument) একপ্রকার আরবদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র তাম্বুরার স্থায়, কিন্তু ইহার তব্লেটা অলাবুর না হইয়া নারিকেলের খোলে নির্মিত হয় এবং ইহাতে তন্ত্র কিংবা অশ্বপুচ্ছ সংযোজিত হইয়া থাকে। আরবীয়েরা ধনুর্দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করে। উক্তদেশের ভ্রমণকারী বা ভিক্ষুকেরাই নর্তকীগণের সহিত ইহা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়।

**সেরিনিট্** (SERENETTE, a barrel organ of the education of Canary birds) বারেল্ অর্গ্যানযন্ত্র। কানারী পক্ষীগণকে ইহা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়।

**সেলিস্** (CHELYS, the Greek name of the lute) লুট্ যন্ত্রের গ্রীক নাম।

**সেশেশ্** (SESHESH, an Egyptian sistrumkind instrument) একটা মিসরদেশীয় সিন্ধ্রমজাতীয় যন্ত্র। ( see সানাসেল )।

**সেস্কুইয়াণ্টেরা বা টার্কিইন্টি** (SESQUIALTERA or TIERCEQUINTE, a wind instrument composed of two flutes)

হুইটী ফুট নির্মিত একটি শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটি ফুট হইতে পঞ্চম এবং অপরটি হইতে গান্ধার সুর নির্গত হয়।

সোলামানী (SOLAMANIE, a Turkish wind instrument, made of reed or wood) নল বা কাষ্ঠ নির্মিত তুরুকদেশীয় শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। উক্তদেশীয় মার্গাভি (Merlavi) নামক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ইহা ব্যবহার করেন।

সোম্ (SOUM, a harpkind instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

স্কালিসিম্ (SCALISCHIM, a species of bag-pipe) এক-প্রকার দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ।

স্পাস্,সাপেন্‌সীর (SPASSAPENSIERE, the Jews-harp) জুস্‌হার্পযন্ত্র। (see জুস্‌হার্প)।

স্পিনেট্ (SPINET) বা স্পিনেটো (SHINETTO, an ancient species of clavier or keyed instrument, now out of use) একপ্রকার প্রাচীনকালের সারিকা বা চাবিয়ুক্ত যন্ত্রবিশেষ। (see Ps. 3 to 4 and 4th. note P. 47)। এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই। এই যন্ত্রের আর একটি নাম “কাউচেড্ হার্প্” (Couched harp)।

স্বরদম্ (SWARADAM, an wind instrument of the Malay tribes) মালাইজাতিদের একটি শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র।

স্বরবীণা (SWARABINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। (see P. 52 and রবাব্)।

হ

হপ্ট্,ওয়ের্ক্ (HAUPTWERK, the large organ) বৃহৎ অর্গ্যান-যন্ত্র।

হরনাব (HORANAWA, a wind instrument of the

Singhalese ) সিংহলীয়দের একটা শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। সানাই-  
যন্ত্রের আয় ইহারও পূর্বার্দ্ধভাগ কাষ্ঠে এবং অপর্বার্দ্ধভাগ পিত্তল  
প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্মিত।

হুডিগর্ডি (HURDY GUDRY, a wellknown stringed  
instrument, and the same with the *sambuca* or *barbiton* of the  
ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের সাবুকা বা বার্কিটনযন্ত্রের  
আয় একটা সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। রজন (Rosin) দ্বারা ইহার  
তারগুলি মার্জিত করিয়া বাজাইলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট অমুরণন হইয়া  
থাকে।

হর্ন (HORN, a wellknown wind instrument ) একটা  
সুপ্রসিদ্ধ শুষ্কযন্ত্রবিশেষ। হিন্দুরা ইহাকেই সাধারণতঃ শৃঙ্গযন্ত্র  
কহেন। ( see P. 83 )। ইহা ওবয় (Hauthboy) যন্ত্র অপেক্ষা  
বৃহত্তর, কিন্তু উহার আয় সরল নহে। এই যন্ত্র দেখিতে বক্রাকার এবং  
ওবয় অপেক্ষা বোরতর, সম্পূর্ণতর ও কোমলতর স্বর নিঃসারণ করিতে  
পারে। বাদনকালে অঙ্গুলির প্রক্ষেপপ্রণালী অবিকল ওবয়যন্ত্রের  
আয়। সুতরাং যাহা উহাতে বাজান কঠিন, তাহা ইহাতেও কঠিন  
বোধ হইয়া থাকে।

হর্ন-পাইপ্ (HORN-PIPE, a musical wind instrument  
common in wales ) এয়েল্‌সপ্রদেশ প্রচলিত একটা শুষ্কযন্ত্রবিশেষ।  
ইহা একটা কাষ্ঠনলে নির্মিত। সেই নলের নির্দিষ্ট দূরত্বে এক একটা  
করিয়া কতিপয় ছিদ্র আছে এবং উহার দুইদিকে দুইটা শৃঙ্গ সংলগ্ন  
থাকে। বাদক ফুৎকারযোগে একটা শৃঙ্গে বায়ুসঞ্চালন করিতে  
থাকে, অপরটা হইতে ঐ বায়ু বাদকের ইচ্ছাধীন অঙ্গুলীপ্রক্ষেপের  
কৌশলে বিবিধ সুরমিশ্রিত হইয়া বহির্গত হইয়া যায়। স্বর্কদিগের  
একজাতীয় নৃত্যেরও নাম হর্ন-পাইপ। J. F. Danneley.

হর্পা (HAWRPA, the name of harp of the Iceland tribes )  
হার্পযন্ত্রের আইস্‌ল্যান্ডীয় নাম।

হল্কিন্সা (HAULKYA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটা আনন্দযন্ত্রবিশেষ।

হাইড্রলিকন (HYDRAULICON, a musical instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মৈসরদিগের একপ্রকার বাতায়ন্ত্র-বিশেষ। ইহা অবিকল আমাদের সপ্তশরাবযন্ত্রের স্থায়, সুতরাং ইহারও স্বরপাত্রগুলি জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে হইত। (see p. 108), এথেনিয়স (Athenoëus) বলেন যে, দ্বিতীয় টলেমি ইউয়রগিতিসির (ptolemy Euergetes) রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ানিবাসী তিসিবিস (Ctesibius) কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

হাজুর (HAZUR, a triangle-formed stringed instrument of the Hebrews, mounted with ten stringed) যিহুদীদের দশ-তন্তুবিশিষ্ট ত্রিকোণাকার ততযন্ত্রবিশেষ।

হাটামো (HATAMO)। (see কাবারো)।

হামার ক্লেভিয়ার (HAMMER-CLAVIER, the Piano forte) পিয়ানো ফোর্টিয়ন্ত্র।

হার্প (HARP, a wellknown musical instrument strung of seven to twenty-four strings) একটা অতিপ্রসিদ্ধ বাতায়ন্ত্র। (see p. 16)। ইহাতে সাত হইতে চব্বিশটা পর্য্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে। এই যন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারেরই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাতে সাতসপ্তক পর্য্যন্ত বাঁধা হইতে পারিত। বাঁধিবার কৌশলে সেই সাতসপ্তকে আবার চৌদ্দসপ্তকেরও কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধুনা মেং ডিজি (M. Dizi) ইহাতে আর একটা অতিরিক্ত সপ্তক বসাইয়াছেন। উহা দ্বারা সুরের অনুরণন বিলুপ্ত হয়।

হার্প-বেল (HARP-BELL, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ। চেম্বার্স (Chambers) সাহেব বলেন যে, বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শলাকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

হার্পসিকর্ড (HARPSICHORD, a stringed instrument

mounted with the strings of wire) একটা ধাতবতারযুক্ত ততযন্ত্রবিশেষ। (see p. 48) কাকপক্ষদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। মধ্যকালে (Middle century) ইহার অধিকতর প্রচলন ছিল।

হার্পা (HARPA)। (see হার্প)।

হার্পি (HARPE)। (see হার্প)।

হার্পি ডব্ল বা ডব্ল হার্প (HARPE DOUBLE or DOUBLE HARP, a stringed instrument composed of two harps) দুইটা হার্পযোজিত ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্পি ফ্লুট (HARPE FLUTE, a clavier wind instrument) একটি চাবিযুক্ত শুমিরযন্ত্রবিশেষ।

হার্পু (HARPU, a harpkind stringed instrument of the Fins) ফিনদিগের হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্ফি (HARFE, the German name of harp) হার্পযন্ত্রের জর্মনীয় নাম।

হারফেন ফ্লুট (HARFEN FLÛTE)। (see হার্পি ফ্লুট)।

হার্মণিকর্ড (HARMONICHORD, a Piano-fortelike musical instrument) পিয়ানো ফোর্টের ন্যায় একটা বাণ্যযন্ত্র। ইহার ধ্বনি বেহালাযন্ত্রের ন্যায়। কফমান (kaufmann) কর্তৃক ইহা নির্মিত।

হার্মণিকা (HARMONICA, musical glasses, so named from the purity of their sounds) কাচনির্মিত বাণ্যযন্ত্র। ইহার স্বর পরিষ্কার বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। (see p. 108)। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ইহা আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে সকল কাচনির্মিত স্বর-ফলক আছে (Glass-bars) আছে, সেইগুলিতে অঙ্গুলি বা ক্ষুদ্র মুদগরদ্বারা আঘাত করিলে সুমিষ্ট স্বরোদগম হইয়া থাকে। ডব্লিউ. সি. স্টাফোর্ড (W. C. Stafford) সাহেব বলেন যে, ব্রহ্মদেশের এবস্থিধ একটা যন্ত্রকেও হার্মণিকা বলে। ইহার আকার নৌকার

শ্রায় এবং মধ্যদেশ শূন্য । এই যন্ত্রে কাচের পরিবর্তে ধাতব স্বর-ফলক অগাঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে । লক্ষ্ণৌস্থ চিত্রশালায় ( Musium ) একটী উক্তদেশীয় এরূপ যন্ত্র স্থাপিত আছে, কিন্তু উহা বংশনির্মিত পাতলা পাতঙ্গ। স্বর-ফলকে ( বাঁধারিতে ) আচ্ছাদিত ।

**হার্মণিকাল কানন** ( HARMONICAL CANON, a stringed instrument of the ancient Greeks, monnted with one string ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ । কথিত আছে, পিথাগোরস ( pythagorus ) গ্রীসদেশে সর্ব প্রথমে এই যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এই যন্ত্র নামভেদে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত ছিল—মহাদেবের পিনাকযন্ত্র তাহার নিদর্শনস্থল । পিনাকযন্ত্র হইতেই অশ্বদেশীয় একতন্ত্রিকার সৃষ্টি । গ্রীসনিবাসী পিথাগোরস যৎকালে ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিয়া-ছিলেন, সেই সময়েই পিনাক বা একতন্ত্রিকার অনুকরণ করিয়া স্বদেশে হার্মণিকা কাননের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ।

**হার্মণিসিলো** ( HARMONICELLO, an instrument corresponding in appearance to the violincello, monnted with five gut-strings, under which are placed upon a separet finger-board, ten others of wire ) ভায়োলিনসিলোর শ্রায় একটী ততযন্ত্র-বিশেষ । ইহাতে পঁচটি চর্মতন্ত্র যোজিত থাকে এবং তন্মিলে আর একখানি পৃথক অঙ্গুলিপট্টকে দশটী ধাতব তন্ত্র সংযুক্ত করিতে হয় ।

**হার্মণোমিটার** ( HARMONOMETRE, an instrument for measuring harmonic proportion ) স্বরসমষ্টি পরিমাপক-যন্ত্রবিশেষ ।

**হিয়ার্পি** ( HARPE, the Anglo-Saxson name of harp ) হার্পযন্ত্রের এক্সোসেক্সন নাম ।

**হুড়ুক, হুড়ুক বা হুড়ুকা** ( HURRUK, HURRUKA or HURRUKKA, a rustic instrument of percussion of the



Hindoos ) হিন্দুদিগের একটা গ্রাম্য আনন্দযন্ত্রবিশেষ । এতদেশীয় কাহার প্রভৃতি রমণী বেহারারা ইহা ব্যবহার করে । ইহার আনুযন্ত্রিক যন্ত্র করতাল । সিংহলীয়দের উদকীয়ন্ত্রও এইরূপ । ছড়ুকার অপভ্রংশ নাম উদকী । ( see উদকী ) ।

হুয়েরা-পুহুরা ( HUAYRA-PUHURA, a wind instrument of the ancient Peruvians of America ) আমেরিকার প্রাচীন পিরুভীয়দের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র । ইহা প্রস্তর বা নলদ্বারা নির্মিত ।

হুয়েহুয়েটল্ ( HUEHUETL, a drumkind instrument of the Mexicans ) মেক্সিকীয়দের ড্রমজাতীয় যন্ত্রবিশেষ । ইহার খোলটি দুই হস্ত পরিমিত একখণ্ড কাঠদ্বারা নির্মিত এবং তাহার বহিঃপ্রদেশ নানাবিধ চিত্রে খোচিত হইত । খোলটির মুখদ্বয় যুগচর্মদ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকিত । গভীর ( Grave ) মধ্যম ( central ) বা তীব্র ( Acute ) স্বরোদগমের জগ্ মুখবন্ধ চর্ম দুইখানিকে শিথিল, মধ্যম বা দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিতে পারা যাইত । উক্ত জাতিয়েরা অঙ্গুলির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিত ।

হেগব ( HAGUB, a species of wind instrument of the Hebrews ) যিহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ । ইহা নলে নির্মিত হইত । বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে ।

হেপ্টাকর্ড ( HEPTACHORD, a stringed instrument mounted with seven strings ) একটা সপ্ততন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ । এরূপ কথিত আছে যে, মার্কোরি দেবতা এই যন্ত্র বাজাইতেন ।

হেমিওপ্ ( HEMIOPE, a small fife or flute with three holes ) তিনটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র ফাইফ্ বা ফ্লুটযন্ত্র ।

হেলিকন্ ( HELICON, a stringed instrument of the Greeks ) গ্রীকদিগের একটা ততযন্ত্রবিশেষ । জে. এফ. দানিলি ( J. F. Danneley ) সাহেব বলেন যে, ইহা একপ্রকার “মনোকর্ড” ( Monochord ) যন্ত্র ।

**হোবস** (HAUTHBOY or HAUTHBOIS, an European wind instrument) একটা ইউরোপীয় শবিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা দৈর্ঘ্যে আট ফুট এবং কাষ্ঠ অথবা উৎকৃষ্ট কাংস্যদ্বারা নির্মিত ইহয়া থাকে। ইহার ফরাসী উচ্চারণ “ওবয়”। আমাদের দেশের ‘রৌশনচৌকী’ (Rowshanchowki) নামক শবিরযন্ত্রও অনেকটা এইরূপ। (see p.81) ইহা ইংরাজী “হর্ন” (Horn) অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরল। ইহার আর একটা নাম “ওবয়” (Oboe)।

**হোবস ডা'মোর** (HAUTHBOY D'AMOUR, a small hauthbois) একটা ক্ষুদ্র ওবয়যন্ত্র। ইহার স্বর অতি কোমল।

**হোভনিভ্** (HOVENEVE, a species of wind instrument of the Singhalese) সিংহলীয়দের একপ্রকার শবিরযন্ত্রবিশেষ।

### ক

**ক্ষুদ্র ঘণ্টা** (KSUDRA GHUNTA, a small bell of the Hindoos) হিন্দুদিগের ছোট ঘণ্টাযন্ত্র। (see ঘণ্টিকা)।

**ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা** (KSUDRA GHUNTICA)। (see ফুংগুর বা ঘুমুর)।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত





RETURN TO the circulation desk of any  
University of California Library

or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY  
Bldg. 400, Richmond Field Station  
University of California  
Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling  
(510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing  
books to NRLF
- Renewals and recharges may be made  
4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

MAY 03 2007

DD20 12M 1-05



**DATE DUE**

**Music Library  
University of California at  
Berkeley**



# षडङ्काष



गीविद्यासाशन ठाकुर

